NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পঃ বঃ-র ফলাফলে খুশি মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু...

রেকর্ড করে চড়তচড়িয়ে বাড়ল আরবিআই-এর মজুত সোনার দাম ৮

কলকাতা ২৪ এপ্রিল ২০২৫ ১০ বৈশাখ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩১২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.4.2025, Vol.18, Issue No. 312 8 Pages, Price 3.00

পহেলগাঁওয়ের প্রত্যাঘাত চাইছে দেশবাসী

দ্রুত জবাব দিতে মোদির বাসভবনে মন্ত্রণা বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল: জম্মু এবং কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে হত্যালীলার দ্রুত জবাব দেওয়া হবে। নয়াদিল্লির তরফে ইতিমধ্যে সেই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে দেশবাসীকে। এরই মধ্যে বুধবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে জরুরি বৈঠকে বসল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটি (সিসিএস)। বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও। সিসিএস-এর অন্যতম সদস্য অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। উপত্যকায় হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে আমেরিকা-পেরু সফর কাঁটছাঁট করে দেশে ফিরছেন তিনি। তবে বুধবার সন্ধ্যায় মোদির বাসভবনের বৈঠকে তাঁকে দেখা যায়নি।

বুধবার সকালে সৌদি আরব থেকে নয়াদিল্লিতে ফেরার পরেই জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে বৈঠক করেন মোদি। বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের সঙ্গেও আলোচনা সারেন তিনি। তা ছাড়া প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথও বুধবার পৃথকভাবে একটি বৈঠক করেছেন ডোভালের সঙ্গে। ওই বৈঠকে ছিলেন বায়ুসেনার এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং এবং অন্য আধিকারিকেরা। সূত্রের খবর, কাশ্মীর উপত্যকায় নিরাপত্তা পরিস্থিতির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে ওই বৈঠকে।

পহেলগাঁওয়ের হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে সৌদি আরব সফরে কাটছাঁট করে সকালেই দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। নয়াদিল্লিতে ফিরেই জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ডোভাল এবং বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। পরিস্থিতির খোঁজখবর নিয়েছেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথও আলাদা করে ডোভালের সঙ্গে একটি বৈঠক সেরে নিয়েছেন। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বায়ুসেনার এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং এবং অন্য আধিকারিকেরা। সূত্রের খবর, কাশ্মীর উপত্যকায় নিরাপত্তা পরিস্থিতির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে ওই বৈঠকে।

মঙ্গলবার পহেলগাঁওতে জঙ্গিদের গুলিতে সাধারণ পর্যটকের মৃত্যুর পর থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছে দেশবাসী। নিহতদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেরও তিন জন রয়েছেন। হামলার চক্রীদের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাতের দাবি উঠতে শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদিও আশ্বস্ত করেছেন, হামলায় জড়িত কাউকে রেয়াত করা হবে না। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মঙ্গলবারই কাশ্মীরে পৌঁছে গিয়েছিলেন শাহ। সেখানে স্বজনহারাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তিনি।

শাহও জানিয়েছেন, ভারত সন্ত্রাসের কাছে নত হবে না। এই নৃশংস জঙ্গি হামলার দোষীরা কেউ ছাড় পাবে না বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই অবস্থায় বুধবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কাউকেই রেয়াত করা হবে না, বৈঠকের পর হুঙ্কার রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল: পহেলগাঁওয়ের জঙ্গিহানার কড়া নিন্দা কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের। সন্ত্রাসবাদীদের যোগ্য জবাব দেওয়া হবে বলেই হুঁশিয়ারি দিলেন। তিনি বলেন, ভারত এমন জবাব দেবে, যা গোটা বিশ্ব দেখবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কাশ্মীরের জঙ্গি হামলার যোগ্য জবাব দেবে ভারত। সেনা সর্বাধিনায়ক, তিন সেনাপ্রধানদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পরই হুঙ্কার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের। জানালেন, কেউ রেহাই পাবে না। শুধু হামলাকারীদের বিরুদ্ধেই নয়, নেপথ্যে থাকা মাস্টার মাইন্ডদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

এ দিন বায়ুসেনার একটি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিহানার নিন্দা করে বলেন, সরকার শুধুমাত্র হামলাকারীদেরই নয়, এই হামলার পিছনে যারা ষড়যন্ত্রকারী রয়েছে, তাদেরও যোগ্য জবাব দেওয়া হবে। ভারত এমন জবাব দেবে, যা গোটা বিশ্ব দেখবে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, 'গতকাল পহেলগাঁওতে নির্দিষ্ট একটি ধর্মকে নিশানা করে জঙ্গিরা

কাপুরুষোচিত কাজ করেছে, যেখানে বহু নিরাপরাধ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেনখআমি দেশবাসীদের আশ্বাস দিয়ে বলতে চাই যে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে। আমরা শুধুমাত্র এই হামলার সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদেরই নয়, এর পিছনের ষড়যন্ত্রকারীদের কাছেও পৌঁছব। হামলায় অভিযুক্তরা শীঘ্রই স্পষ্ট ও জোরাল উত্তর পাবে। আমি দেশকে আশ্বাস দিচ্ছি।'

পহেলগাঁওয়ের হত্যালীলার পর কোন পথে এগোবে দেশের তিন বাহিনী? তা নিয়ে বুধবার দুপুরে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সারেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান ছাড়াও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তিন বাহিনীর প্রধানও। সূত্রের খবর, প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে চলা ওই বৈঠকে সর্বোচ্চ সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখার জন্য বলা হয়েছে। পাশাপাশি, জঙ্গিনিধন অভিযানকে আরও জোরদার করার জন্যও বলা হয়েছে। ওই বৈঠকের পরে রাজনাথ এক বিবৃতিতে জানান, শুধু হত্যাকারীদেরই নয়, পিছন থেকে যারা ষড়যন্ত্র করেছে, তাদেরও জবাব দেওয়া হবে।

ভাইরাল পাক সেনাপ্রধানের ভাষণ

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল: পহেলগাঁও হামলা বা কাশ্মীরের বুকে সংগঠিত যে কোনও বড় সন্ত্রাসবাদী হামলার নেপথ্যে যে পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত থাকে, সেটা আলাদা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। ব্যতিক্রম নয় পহেলগাঁও হামলাও। যে জঙ্গিরা পহেলগাঁওয়ের রিসর্টে হামলা চালিয়েছিল, তাদের মধ্যে একাধিক পাক জঙ্গি রয়েছে।

শুধু ওই জঙ্গিদের উপস্থিতি নয়, পহেলগাঁও কাণ্ডের নেপথ্যে পাক ষড়যন্ত্রের ছক সম্ভবত আরও গভীর।

যার ইঙ্গিত মিলেছিল সপ্তাহখানেক আগে পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের বক্তব্যে।

পহেলগাঁও হামলার এক সপ্তাহ আগে গত ১৭ এপ্রিল পাক সেনাপ্রধানের এক ভাষণ রীতিমতো চর্চায়। কাশ্মীর প্রসঙ্গে পাক সেনাপ্রধান সেদিন বলেন, 'কাশ্মীর আমাদের জিউগুলার ভেন ছিল, আছে, থাকবে।

কাশ্মীরি বীর ভাইরা যে সংগ্রাম চালাচ্ছেন, আমরা তাঁদের ছাড়ব না। কাশ্মীরকে কোনওদিন ভুলবে না পাকিস্তান।'

শনাক্ত চার জঙ্গি, ছবি প্রকাশ

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল: পহেলগাঁওয়ে হত্যাকাণ্ডে জড়িত চার জঙ্গিকে শনাক্ত করল ভারতের নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। ইতিমধ্যে চার জনের ছবিও প্রকাশ করে পরিচয় জানানো হয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, চার জঙ্গি হল; আদিল, আসিফ ফুজি, সুলেমান শাহ এবং আবু তালহা! মঙ্গলবার দুপুরে জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁওয়ের বৈসরন উপত্যকায় নির্বিচারে গুলি চালায় জঙ্গিরা। গোয়েন্দা সূত্রে দাবি, হামলাকারীরা সংখ্যায় ছিল পাঁচ-ছয় জন। সকলের মুখে ছিল মাস্ক। হাতে একে ৪৭-এর মতো বন্দুক। আচমকাই পর্যটকদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে। এখনও পর্যন্ত পহেলগাঁওয়ে হামলার ঘটনায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত আরও কয়েক জন। নিহতদের মধ্যে তিন জনের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গে। পহেলগাঁও হামলায় দায় স্বীকার করেছে 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (টিআরএফ)। ২০১৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের

অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির আবহে জন্ম হয় এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর। পাক জঙ্গিগোষ্ঠী লশকর-ই-তইবার 'ছায়া সংগঠন' হিসাবে উঠে আসে টিআরএফ। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ওই তিন জঙ্গিই টিআরএফের সদস্য। তবে হামলার মূল চক্রী সইফুল্লা খালিদ ওরফে সইফুল্লা কাসুরি। তিনি লশকরের অন্যতম প্রধান। এ ছাড়াও, এই জঙ্গিগোষ্ঠীর অন্যতম মাথা তথা ভরতের 'ওয়ান্টেড' তালিকায় থাকা হাফিজ সইদের ঘনিষ্ঠ বলেও পরিচিত সইফুল্লা।

অন্যদিকে, জম্মু ও কাশ্মীর সরকার নিহতদের পরিবারপিছু ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি গুরুতর জখম ব্যক্তিদের দু'লক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর আহতদের এক লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হবে বলেও জানানো হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ সূত্রে খবর, প্রথমে আইইডি বিস্ফোরণের ছক করেছিল জঙ্গিরা। পরে পরিকল্পনা বদলে দু'টি দলে ভাগ হয়ে যায় তারা। অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে পর্যটকদের উপর হামলা চালায়। জঙ্গিরা সকলেই সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তান থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল বলেই মনে করছেন গোয়েন্দারা। দিন কয়েক আগেই ভারতে আসে তারা। এমনকি এলাকা পরিদর্শনও করে যায়।

কলকাতায় ফিরল ২ নিহতের দেহ, সবরকম সাহায্যের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাশ্মীরের জঙ্গিহানায় নিহত কলকাতার তরুণদের দেহ এসে পৌঁছয় দমদম বিমানবন্দরে। দু'জনের বাড়ি কলকাতায়, অপরজনের পুরুলিয়ায়। বেহালার সমীর গুহ এবং পাটুলির বাসিন্দা বিতান অধিকারীর দেহ বুধবার রাত ৮টা নাগাদ দমদমে বিমানবন্দরে এসে পৌঁছয়। পুরুলিয়ার ঝালদার মণীশরঞ্জন মিশ্রের দেহ রাঁচি বিমানবন্দরে যায়। বিমানবন্দরে পৌঁছনোর পরে বিতানের স্ত্রী সোহিনী সন্তানকে দেখিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'ওর চোখের সামনে ওর বাবাকে মেরেছে।' সোহিনীর কথায়, 'আমার স্বামী বিজেপিকে খুব সমর্থন করতো। আমি শুধু আপনার ভরসায় ফিরে এসেছি। আমার স্বামী আপনাদের আর মোদিজিকে খুব মানতো। আমাকে সাহায্য করুন।' শুভেন্দুর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি আরও বলেন, 'আমার এই ছোট্ট বাচ্চাটা নিজের চোখের সামনে তার বাবাকে মরতে দেখেছে। বলছে, পাপা, শেষ! চোখের সামনে ওরা বিতানকে হত্যা করল।' বুধবার সময়ের কিছু আগেই বিমান পৌঁছে যায় দমদম বিমানবন্দরে। বিতান এবং সমীরের দেহ বিমানবন্দর থেকে শববাহী শকটে করে তাঁদের বাড়ির উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাশ্মীরে সাম্প্রতিক জঙ্গি হানার কড়া নিন্দা করেছেন। বুধবার বিকেলে তিনি রাজ্যপালকে দেখতে যান। সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন সন্ত্রাসবাদীদের কোন জাতি বা ধর্ম হয় না। তারা আজন্ম অপরাধী। ঘটনার সাথে জড়িত সকলের কঠোর শাস্তিরও তিনি দাবি জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলার নিন্দা করে এবং মৃতদের প্রতি শোক জানিয়ে একটি প্রস্তাব আনা হয়েছে। তবে বহুক্ষণ ধরে পহেলগাঁওতে হামলা চললেও নিরাপত্তা বাহিনী কেন জানতে পারল না তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করেন।

শেষ ভারত-পাক সম্পর্ক
আজ সর্বদলীয় বৈঠকের ডাক
সিন্ধু জলচুক্তি বাতিল, বন্ধ আত্তারি সীমান্ত, পাকিস্তানিদের প্রবেশে জারি হল নিষেধাজ্ঞা

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল: পহেলগাঁওয়ে নৃশংস হামলার জেরে পুরোপুরি শেষ হয়ে গেল ভারত-পাক সম্পর্ক! বুধবার বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি জানান, পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আত্তারি সীমান্ত। পাকিস্তানিদের ভারতে প্রবেশও নিষিদ্ধ করেছে ভারত। পাকিস্তানে অবস্থিত ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারকেও দেশে ফেরানো হবে। ভারতে বর্তমানে যে সমস্ত পাকিস্তানিরা রয়েছেন, তাঁদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ভারত ছাড়তে হবে বলেও জানান বিদেশ সচিব।

পাশাপাশি, আজ সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

পর্যটকদের উপর হামলার পরেই বৈঠকে বসে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ক্যাবিনেট কমিটি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে এই বৈঠক চলে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ছিলেন এই বৈঠকে। দীর্ঘ বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিদেশ সচিব। সেখানেই তিনি জানান, পহেলগাঁও হামলার তীব্র প্রতিবাদ করে ভারত বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।

'ভাল থেকো...তুমি আমাদের গর্ব...'!

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল: মঙ্গলবার জম্মু-কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগাওঁয়ে সস্ত্রীক ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন নৌসেনার ওই লেফটেন্যান্ট। ভেলপুরি খাচ্ছিলেন দু'জনে মিলে। হঠাৎ তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় জঙ্গিরা। হিমাংশীর কথায়, 'আমাদের সামনে এসেই ওরা বলল, ওকে দেখে মুসলমান মনে হয় না। গুলি কর।' গুলি চলে। সদ্যবিবাহিতার সামনে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়েন স্বামী।

বৈসরনে জঙ্গি হামলার পর পরই যে ছবি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। দেখা যায়, মৃত যুবকের দেহ আগলে বসে রয়েছেন এক তরুণী। পুরো ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি হতবাক। পরে জানা যায়, ওই যুবক নৌসেনার লেফটেন্যান্ট বিনয়। হরিয়ানার বাসিন্দা বর্তমানে কর্মরত ছিলেন কোচিতে। গত ১৬ এপ্রিল বিয়ে হয়েছিল তাঁর। মধুচন্দ্রিমার জন্য ইউরোপকেই বেছে নিয়েছিলেন বিনয়-হিমাংশী। কিন্তু ভিসা পাননি। শেষমেশ জম্মু-কাশ্মীরে

যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেখানেই জঙ্গি হামলায় নিহত হলেন বিনয়!

২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে দু'টি ছবি দেখল সারা বিশ্ব। দুই ছবি হরিয়ানার হিমাংশী নরওয়াল এবং বিনয় নরওয়ালের। যাঁদের বিয়ে হয়েছিল দিন সাতেক আগে।

প্রথম ছবি, ভূস্বর্গের মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছেন এক যুবক। পাশে বিস্মিত, বিহ্বল এবং বাক্যহারা এক তরুণী বসে। কোথা থেকে কী হল, কিছুই বুঝতে পারছেন না তিনি! দ্বিতীয় ছবি, কফিনবন্দি দেহের সামনে চিৎকার করে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন এক তরুণী।

বুধবার স্বামীর কফিনবন্দি দেহের সামনে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন নববিবাহিতা স্ত্রী। চোখে একরাশ শূন্যতা। খানিক পরেই নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান। কফিনবন্দি দেহ আঁকড়ে বিলাপ করে উঠলেন তরুণী। বলতে থাকেন, 'তুমি ভাল থেকো। তুমি আমাদের গর্ব।' তার পরেই বাঁধ ভাঙে কান্নার! অঝোরে কাঁদছিলেন হিমাংশী। দিন কয়েক আগেই বিয়ে হয়েছিল নৌসেনার লেফটেন্যান্ট বিনয়ের সঙ্গে। মধুচন্দ্রিমায় তাঁরা গিয়েছিলেন কাশ্মীর।

বুধবার দিল্লি বিমানবন্দরে বিনয়ের কফিনবন্দি দেহ আসে। স্বামীর কফিনবন্দি দেহের সামনে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে হিমাংশী বলতে থাকেন, 'প্রার্থনা করি, তোমার আত্মা যেন শান্তি পায়...।' নিজেকে খানিক সামলে নিয়ে সদ্যবিধবা বলেন, 'ওর মতো হাসিখুশি মানুষ খুব কম দেখেছি। যেখানে থাকত মাতিয়ে রাখত সবাইকে। আমরা সকলে ওর জন্য গর্বিত...।' কথা শেষ হয় না হিমাংশীর। আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তাঁকে সামলানোর চেষ্টা করলেন আত্মীয়েরা।

নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠী লেফটেন্যান্ট বিনয়কে শেষ শ্রদ্ধা জানান দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে।

NARSINGHA

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

রবি — সাহিত্য সংস্কৃতি
সোম — স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল — শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ — ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি — বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং
শুক্র — সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি — অর্ধেক আকাশ

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।

শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন নবপত্রিকা)" কথাটি উল্লেখ করবেন।

আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৯/০৪/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৬৬০ নং এফিডেভিট বলে আমি Krishnakali Bhowmick ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Debendranath Bhowmick S/o. Late Panchanan Bhowmick ও Deben Bhungya S/o. Late Panchanan Bhungya উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৭/০৪/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩০১৫ নং এফিডেভিট বলে Sayantan Bhattacharya S/o. Narayan Bhattacharya ও Sayantan Bhattacharya S/o. Narayan Bhattacharjee R/o. Rammandir, Chinsurah R.S., Chinsurah, Hooghly-712102 সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫০৬৩ নং এফিডেভিট বলে Gautam Ghosh S/o. Gurupada Ghosh ও Goutam Ghosh S/o. G. P. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৩২০ নং এফিডেভিট বলে Shyamal Adhikary S/o. Gunadhar Adhikary ও Shyamal Adhikari S/o. P. Adhikari ও Shyamal Adhikary S/o. Panchanan Adhikary (Gunadhar Adhikary) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৩২১ নং এফিডেভিট বলে Pradyut Mallick S/o. Pramatha Nath Mallick ও Pradyut Mullick S/o. P. N. Mullick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৪/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩১৩৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Manoruddin Haldar & Monoruddin Halder ও আমার স্ত্রী Salmabegam Haldar & Salma Halder ও আমার কন্যা Sahin Haldar & Sahin Sultana সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৪/২০২৫ 1st Class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়া, কোর্টে A/71 নং এফিডেভিট বলে আমি MALATI SAHA D/o- BALAI PATRA নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র AYESHA BEGUM নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হলাম।

নাম-পদবী

আমি Binapani Biswas স্বামী- মৃত মদন বিশ্বাস সাং-নলদহ, পোঃ- কুলগাছি, থানা-কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া-৭৪১১৬১, নদীয়া জেলার ১০০ নং খামারপাড়া মৌজায় ৭৩৩ নং এল. আর. খতিয়ানের জমি রেকর্ডে আমার স্বামীর নাম মদন মোহন বিশ্বাস হইয়াছে। গত ইং ১৭/০৪/২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ৫৫৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমার স্বামী মদন বিশ্বাস ও মদন মোহন বিশ্বাস একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইয়াছে।

CAHANG OF NAME

I, **SUNNY ARORA**, S/o Sunil Kumar Arora residing at Block-6, Flat-4D, 76/1, Golaghata Rd., Natural Residency, Sreebhumi, West Bengal -700048 do hereby declare vide affidavit no.4843 dated 19.04.2025 sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kolkata that **SUNNY ARORA** and **SUNNY KUMAR ARORA** is the same and one identical person.

নাম-পদবী

আমি Sk Diluar Hossain পিতা Sk Babul গ্রাঃ- নতুনগ্রাম পোঃ- পাইকুনি, থানা- ইলামবাজার, জেলা- বীরভূম এর স্থায়ী বাসিন্দা। আমার নাম Sk Diluar Hossain কিন্তু ড্রাইভিং লাইসেন্স vide No- WB5320230000421এ ভুলবশত আমার নাম Deloyar Hossain আছে। ফার্স্ট ক্লাস এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সিউড়ি বীরভূম এর আদেশ বলে ২২/০৪/২০২৫ থেকে Sk Diluar Hossain ও Deloyar Hossain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ হইলাম।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী অভিজিৎ সাহা, পিতা- শ্রী ধর্ম সাহা, সাং- ব্যানার্জ্জীপাড়া, পোঃ ও থানা-নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া এর বাসিন্দা। আমি নারায়ণ চন্দ্র সাহা, পিতা- মনোরঞ্জন সাহা, সাং-মাথাপুর রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া'র বাসিন্দা। আমি তন্ময় কর্মকার, পিতা-তপন কর্মকার, সাং- মাথাপুর রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, এই তিনজন গত ইং ০৭/০১/২০২৫ তারিখের এ.ডি.এস.আর. নবদ্বীপ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩২/২০২৫ নং দলিল বলে আমমোক্তার নিযুক্ত হই, ৪নং গঙ্গাপ্রসাদ মৌজার এল.আর. দাগ ১১৯৩ খতিয়ান নং ২২৭০, ২২৭১, ২২৭২, জমির পরিমান ৩০.৫৪ শতক। উক্ত স্বত্ত্বের পক্ষে ০৫/০২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. নবদ্বীপ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪১২/২০২৫ নং দলিল দ্বারা হাল সাং- দেয়ারাপাড়া, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, নিবাসী শ্রীমতি সঙ্গীতা সাহা, স্বামী- মিঠুন সাহাকে ০.৭২ শতক জমি বিক্রয় করি। আগামী দিনে উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি কাজী সাফিনা বেগম, পিতা - সৈয়দ মহবুব রসুল, জে.এল. নং - ১০৭, শ্রীপালা মৌজায় ২০/২/২০২৫ তারিখে পান্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৮৯১ নং আমমোক্তার বলে সৈয়দ নাজিম রসুল কে উক্ত মৌজায় ২২২ ও ১৪৩ খতিয়ান হইতে ২৯ দাগে ৩.৩১ শতক ও ৩১ দাগে ৩.৮৯ শতক জমিতে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। ইহাতে কাহারো কোন প্রকার অভিযোগ থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে পান্ডুয়া বি.এল.অ্যান্ড.এল.আর.ও অফিসে এসে যোগাযোগ করিবেন।

কাজী সাফিনা বেগম
পান্ডুয়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

1)Smt. Parmila Verma W/o. Sri Shambhu Sharan, 2)Sri Mohit Verma S/o. Sri Shambhu Sharan উভয়ের সাকিম ৫১/৬৯, এন.এস. রোড, রিষড়া, হুগলী-৭১২২৪৮ মহাশয়/মহাশয়া বিগত ইং ২২/০১/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-028/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমাকে (**Md. Allauddin** S/o. Late Md. Samiulla সাকিম ১, এস.এম. বাই লেন, চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৭/০২/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-649/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী দীপক চৌধুরী** পিতা ৺রামদেহী চৌধুরী ও **২)শ্রীমতী রুক্মিণী চৌধুরী** স্বামী শ্রী দীপক চৌধুরী, উভয়ের সাকিম এল.এন. আট্টা রোড, চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী- ৭১২২২২ মহাশয়/মহাশয়াকে কমবেশী ০১ কাঠা ০৮ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা গৌরহাটি-চাঁপদানী, ২১ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১১৫৫, ২৫৭৩ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৪১২৪ নং তথা হাল এল.আর. ৪৩২৪ নং দাগে শালি জমি কমবেশী ০১ কাঠা ০৮ ছটাক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রী দীপক চৌধুরী** পিতা ৺রামদেহী চৌধুরী ও **২)শ্রীমতী রুক্মিণী চৌধুরী** স্বামী শ্রী দীপক চৌধুরী, তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর এ্যাট্ মানকুন্ডু ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **Md. Allauddin**
আমমোক্তার

।। নোটিশ ।।

এই মর্মে সকলকে জ্ঞাত করাইতেছি যে আমার মক্কেল **১। গোপীনাথ মজুমদার**, পিতা-সুরেন চন্দ্র মজুমদার, সাং - ভাস্করনগর ব্লক সি হাউস ১৬, পোঃ - বিনোভানগর, থানা- ফটাসীল আমবাড়ী, জেলা- কামরূপস, গোহাটী, রাজ্য- আসাম, পিন- ৭৮১০৭৮ মহাশয় গত ইংরাজী 24.05.2024 তারিখে কৃষ্ণনগর ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪নং বহির ৪৯৫৭নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা ৫নং রুদ্রপাড়া মৌজায় ২৬৬৯৪ নং খতিয়ানে আর.এস. ২২৮১/ ৪৭৮০ এল.আর. ২৮২৯নং দাগে ২৫ শতকের মধ্যে ২২ শতক **মিঠুন ঘোষ**, পিতা- পরেশ ঘোষ,সাং-নিদয়া, পোঃ- শ্রীমায়াপুর, থানা-নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩১৩ মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন এবং **২। শম্ভু ঘোষ**, পিতা- স্বর্গীয় ভোলানাথ ঘোষ, সাং- নবদ্বীপ প্রাচীন মায়াপুর, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩১৩ মহাশয় গত ইংরাজী 11.04.2022 তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪নং বহির ৩৭নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা ৫নং রুদ্রপাড়া মৌজায় ৩৯০৮নং খতিয়ানে আর.এস. ২২৮১/৪৭৭৩ এল.আর. ২৮০৩ নং দাগে ০৮ শতক উক্ত **মিঠুন ঘোষ**, পিতা- পরেশ ঘোষ, সাং-নিদয়া, পোঃ- শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩১৩ মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত **মিঠুন ঘোষ** মহাশয় উপরোক্ত আমমোক্তার দ্বারা উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে তাহা আইনতঃ বৈধ। এতদবিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ৭০০১২৮৮৫৬৫ নং মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

Sandip Roy (Advocate)
Krishnagar Judges' Court, Nadia

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়া
২০২৪ সালের ৮০ নম্বর এ্যাক্ট
৩৯ নম্বর মোকর্দ্দমা

তন্ময় সাধুখাঁ, পিতা- মৃত হিরন্ময় সাধুখাঁ, সাং- কোলা, পো: ও থানা - মগরা, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৪৮ ... **দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জেলা হুগলী, থানা মগরার অন্তর্গত কোলা নিবাসী মৃত **হিরন্ময় সাধুখাঁ** এবং মৃত **অমিতা সাধুখাঁ** এর ত্যক্ত এস্টেটের উক্ত মগরা থানার অন্তর্গত স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, মগরা শাখায় **১০৯৯১৪৩০৭৪৬** নম্বর সেভিংস এ্যাকাউন্টে থাকা ২৫০০/- টাকা এবং ১২২নং লকারে থাকা জিনিসপত্রের জন্য সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্ত অত্র আদালতে উপরোক্ত দরখাস্তকারী দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারও কোন বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা তাহার উপযুক্ত ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় উক্ত দরখাস্তের একতরফা বিচার হইয়া দরখাস্তকারীর অনুকূলে তাহার প্রার্থীত সাকসেশন সার্টিফিকেট মঞ্জুর করা হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
দেবাশিস চক্রবর্তী (এ্যাডভোকেট)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সমীর আইচ (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
তাং- ২১/৩/ ২৫ চুঁচুড়া

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী সুব্রত কুমার মিত্র, পিতা-মৃত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সাং ৩২ পণ্ডিত লক্ষীকান্ত মৈত্র রোড, পোস্ট কৃষ্ণনগর, থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১১০১, ইং ২৫/১২/২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর এ. ডি. এস. আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১১৩৯৭ নং কোবলা দলিল মূলে জেলা নদীয়া,মৌজা ৫২ রুইপুকুর, এল আর ৫৭৩৯ নং খতিয়ান ভুক্ত, আর. এস ২০৫৫ ও এল আর ৫৩০৫ নং দাগে ১৩.২০ শতক জমি সম্পত্তি ক্রয় করেন। যাহা রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তার নিয়তি সরকার স্বামী কালীপদ সরকার ,গত ইং ৭-৮- ২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর এ. ডি. এস. আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১০৮ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে মানব বিশ্বাস, পিতা মানিক বিশ্বাস সাং নতুন শম্ভুনগর কে ক্ষমতাযুক্ত আমমোক্তারনামা নিযুক্ত করেন। সম্পত্তির পরিচয় জেলা নদীয়া,মৌজা ৫২ রুইপুকুর, এল আর ৫৭৩৯ নং খতিয়ান ভুক্ত, আর. এস ২০৫৫ ও এল আর ৫৩০৫ নং দাগে ১৩.২০ শতক জমি। উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কারোর কোনরকম আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর ১ বি.এল.এল. আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

ফোন নম্বর ৯৬১৪৪৯৩৯৮৫
JAYANTA KUMAR BISWAS
Advocate

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীঅলোক কুমার বিশ্বাস, পিতা মৃত অসিত বরণ বিশ্বাস, সাং ধোপাহাট পশ্চিমপাড়া, পোঃ- ধোপাহাট থানা- তেহট্ট জেলা- নদীয়া পিন- ৭৪১১০৩, ইংরেজি ২১-০২-২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর এ. ডি. এস. আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২০৬৩ নং কোবালা দলিলমূলে জেলা নদীয়া, মৌজা ৯২ নং কৃষ্ণনগর আর. এস. ১৭৩১৫ এল. আর ২১৩০৯ নং দাগে ৫৬২২৮ ও ৫৬২২৭ নং খতিয়ানভুক্ত ২.৪৭৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন। যাহা রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারদ্বয় (১) বৃষ্টি সাহা, স্বামী সজল কুমার সাহা সাং পশ্চিম বোয়ালিয়া, ইংরেজি ২১-০৫-২২ তারিখে কৃষ্ণনগর এ. ডি. এস. আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬৮৯৪ নং (২) স্মৃতিক সাহা স্বামী পরেশ সাহা সাং গোয়ালদহ, ইংরেজি ১৫-০৭-২২ তারিখে একই অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৯৫৯০ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে উভয়ে শ্রী শ্বাশত বিশ্বাস পিতা অশোক বিশ্বাস সাং পোঃ- বাদকুল্লা কে ক্ষমতা যুক্ত আমমোক্তারনামা নিযুক্ত করেন। সম্পত্তির পরিচয় জেলা নদীয়া মৌজা ৯২ কৃষ্ণনগর,আর. এস. ১৭৩১৫ এল. আর. ২১৩০৯ নং দাগে ৫৬২২৮ ও ৫৬২২৭ নং খতিয়ানভুক্ত ৮৬.২৪ শতক সম্পত্তি। উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কারোর কোনরকম আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর ১ বি.এল.এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

ফোন নম্বর- ৭৮৭২০৩৩৪০৮
JAYANTA KUMAR BISWAS
Advocate

নোটিশ

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যে ডিএসআর-।।, হাওড়া নিবন্ধিত বুক-।, ভলিউম ০৫১৩-২০২৩, পৃষ্ঠা ১১২৯৩২ থেকে ১১২৯৫৭, নং ০৫১৩০৪০৯২, বছর-২০২৩ দলিলের মাধ্যমে **নেক্সটেল ডিলকম প্রাইভেট লিমিটেড, অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী শ্রী সুশীল কুমার বানথিয়া, পিতা কানহাইয়ালাল বানথিয়া, ২১ এ সুলতান আলাম রোড সুইস রেসিডেন্সি, ফ্ল্যাট নম্বর ৩এ, পোস্ট ও থানা চারু মার্কেট, কলকাতা-৭০০০৩৩,** সাবেক দাগ ৭৩৮ হাল দাগ ৭৪৬ হাল খতিয়ান ৬৪৬৩, মৌজা-সলপ, জেএল ৫২, থানা- ডোমজুড়, জেলা-হাওড়া পিন-৭১১৪০৯ এর অধীনে ৮.১৯ শতক শ্রী মানিক চক্রবর্তী, পিতা স্বর্গীয় বনমালী চক্রবর্তী দ্বারা গঠিত অ্যাটর্নি শ্রী রাজেশ কুমার মন্ডল, পিতা স্বর্গীয় কার্তিক কুমার মন্ডল, গ্রাম সলপ(পীরডাঙ্গা), পোস্ট অফিস-সলপ, থানা-ডোমজুড়, জেলা হাওড়া, পিন ৭১১৪০৯, এ.ডি.এস.আর.- ডোমজুড়, হাওড়া নিবন্ধিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির মাধ্যমে নিযুক্ত এবং বই-।, ভলিউম ০৫০৪-২০২২, পৃষ্ঠা ১০৭৭৩৮ থেকে ১০৭৭৪৭, নং ০৫০৪০৪১৩৫, বছর-২০২২ এ নথিভুক্ত-এর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করেন। যে কোন ব্যক্তির উপরোক্ত সম্পত্তির উপর যেকোন ধরনের আপত্তি, দাবি, যে কোন প্রকৃতির দাবি থাকলে উপযুক্ত নথি সমেত **ডোমজুড় বিএল অ্যান্ড এলআরও, হাওড়া** অফিসে জানাতে হবে। এই প্রকাশনার তাৎক্ষনিক পর ব্যর্থ হলে এমন কোন দাবি / আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

ধন্যবাদান্তে
আপনাদের বিশ্বস্ত
স্নিগ্ধা বিশ্বাস (এ্যাডভোকেট)
৭/২ বীরপাড়া লেন, পুষ্কর অ্যাপার্টমেন্ট
২য় তল, ফ্ল্যাট নং. ৩সি, কলকাতা-৭০০০৩০
মোবাইল নং. ৬২৯১৩৬৮৯৫৯

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৪ শে এপ্রিল , ১০ ই বৈশাখ। বৃহস্পতিবার। একাদশী তিথি। জন্মে কুম্ভরাশি , অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ।

(বৈশাখী বরূথিনী একাদশী তিথি মুহূর্ত।)

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী আশীষ পাকিরা**, পিতা জটাধর পাকিরা, **২)শ্রীমতী মাধবী পাকিরা**, স্বামী জটাধর পাকিরা, ১-২এর সাকিম নালিকুল, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৭, **৩)শ্রীমতী রীনা মান্না**, স্বামী অরুন মান্না, সাকিম কামারকুন্ডু, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯, **৪)শ্রীমতী মানসী কোলে**, স্বামী বাসুদেব কোলে, সাকিম বালিয়া, বাহিরখণ্ড, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৭, **৫)শ্রীমতী নিলীমা দে**, স্বামী সঞ্জয় দে, সাকিম কৃষ্ণবাটী, নালিকুল, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৭, **৬)শ্রীমতী সীমা দাস**, স্বামী শৈলেন্দ্র নাথ দাস, সাকিম খাসের চক্, ডিহিরতনপুর, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২১/০৯/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর-I, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৯২৯৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী প্রশান্ত কুমার পাকিরা**, সাকিম- নালিকুল, হরিপাল, হুগলী- ৭১২৪০৭) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার নামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে **১)** বিগত ইং ১৫/০১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০২০৮/২০২৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী ববিতা কোলে**, স্বামী শ্রী গৌতম কোলে মহাশয়াকে মৌজা নওয়াপাড়া, জে. এল. নং - ১৪৫, খতিয়ান নং ১৫১, দাগ নং ৪৭৩, শালি জমি, ষোল আনায় ৩৫ শতকের মধ্যে ৩০.৫০ শতক, **২)** ০২০৯/২০২৫ বিক্রয় কোবালা মূলে **শ্রীমতী সুপ্রিয়া কোলে**, স্বামী শ্রী জয়দেব কোলে মহাশয়াকে মৌজা নওয়াপাড়া, জে. এল. নং- ১৪৫, খতিয়ান নং ১৫১, দাগ নং ৪৫৯, শালি জমি, ষোল আনায় ০.৩৮ শতকের মধ্যে ০.৩৩ শতক, **৩)** বিগত ইং ১২/০২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৬০৫/২০২৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী রবি কিশান রাজপুত**, পিতা শ্রী কিশান রাজপুত মহাশয়কে মৌজা বড়গাছিয়া, জে. এল. নং- ১৪৬, খতিয়ান নং- ১২৯৫, দাগ নং- ১২৪৭, শালি জমি, ষোল আনায় ০.২৪ শতক মধ্যে ০.২১ শতক, একুনে ৩টি পৃথক কোবালা দলিলমূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। প্রকাশ থাকে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **(১) শ্রীমতী ববিতা কোলে**, স্বামী শ্রী গৌতম কোলে, **(২) সুপ্রিয়া কোলে**, স্বামী শ্রী জয়দেব কোলে, ও **৩)শ্রী রবি কিশান রাজপুত**, পিতা কিশান রাজপুত, সাকিম (১) ও (২) নং-এর নালিকুল, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৭, এবং (৩)নং-এর - বি/১০৬, অঙ্কিতা এ্যাপার্টমেন্ট, নভ্গড় রোড, থানে, মহারাষ্ট্র-৪০১১০৫, তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম-পত্তন করিবার জন্য বি.এল এন্ড এল. আর. ও, হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কম করা হইবে।

ইতি- **শ্রী প্রশান্ত কুমার পাকিরা** (আমমোক্তার)

:: NOTICE ::

That my Clients (1) Shyamali Kundu, wife of Late Rashbehari Kundu, of Barasat, Dey Para, P.O. & P.S. Chandernagore, Dist. Hooghly, W.B., Pin- 712136 and (2) Tanuja Dhang, w/o Sri Chandan Kumar Dhang, of Ward No. 3, Maheswari Nagar-11, P.O. Peela Medu East, P.S. Peela Medu, Dist. Coumbatore, Tamilnadu, Pin-641004, appointed Sri Promode Chandra Ghosh, s/o Prabhash Chandra Ghosh, of 271/5, Bimalananda Apartment, Flat No. S-2, G.T. Road, P.O. Baidyabati, P.S. Bhadreswar, District Hooghly. Pin-712222 as their Attorney by a General Power Attorney being No. IV- 184 for 2010, of D.S.R.-I, Hooghly by Shyamali Kundu and another General Power Attorney being No. IV-144 of 2016, of D.S.R.-II, Hooghly by Smt. Tanuja Dhang to sale the below mentioned property:

District Hooghly, A.D.S.R. Office & P.S. & Mouza: Chandernagore, Sheet No. 24, L.R. Khatian No. 980:

R.S. DAG NO.	L.R. DAG NO.	AREA (ACRE)	CLASSIFICATION
784	1041	0.0040	VITI
785	1042	0.0260	PUKUR
790	1048	0.0070	BAGAN
791	1049	0.0070	VITI
792	1050	0.0120	VITI
793	1051	0.0340	BASTU
796	1054	0.0250	PUKUR

If any body shall have any objection, please contract me at Chandernagore Court or call me in Mob. No. 9830027371.

Rizwan Shahid
Advocate
Chandernagore Court

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতি আশা ভট্টাচার্য, স্বামী প্রয়াত জীবন ভট্টাচার্য, ৫৪বি/১, সেন্ট্রাল রোড, পো : যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, থানা : যাদবপুর, কলকাতা : ৭০০০৩২, এবং শ্রীমতি ইন্দিরা ভট্টাচার্য, পিতা প্রয়াত জীবন ভট্টাচার্য এবং স্বামী শ্রী সোমক ভট্টাচার্য, ৪৭/১, ঘোষ পাড়া, থানা : গরফা, কলকাতা ৭০০০৭৮ এবং শ্রীমতি মন্দিরা চক্রবর্তী পিতা প্রয়াত জীবন ভট্টাচার্য এবং স্বামী শ্রী তন্ময় চক্রবর্তী, ৫৪/বি/১, সেন্ট্রাল রোড, পো : যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, থানা : যাদবপুর, কলকাতা : ৭০০০৩২, "স্বত্বাধিকারী" হিসেবে গণ্য, সম্পূর্ণভাবে মালিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ০২ কাঠা ১৫ ছটাক ১৬ বর্গফুট কমবেশি, এবং তদস্থিত নির্মাণ, অবস্থিত মৌজা : ইব্রাহিমপুর, জেএল নং ৩৬, তৌজি নং ২৩৭, দাগ নং ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৩৭, ৪৪৩, ২৫১, ২৫২ এবং ২৫৩, খতিয়ান নং ৬৭, ৬৮, ৮১ এবং ৮২, প্রেমিসেস নং ৫৪/বি/১, শ্রী রাম ঠাকুর রোড, ওয়ার্ড নং ৯৬, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : যাদবপুর, কলকাতা : ৭০০০৩২, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। উক্ত স্বত্বাধিকারীগণের হেফাজত থেকে ২ টি (দুই) মূল উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত স্থানান্তরিত/হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ০১.১১.২০২২ তারিখ বিকেল আনুমানিক ৪.৩০ নাগাদ জানতে পারেন, উক্ত মূল দলিলের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে : -

১. বিক্রয় দলিল তারিখ ০৩.০৯.১৯৭৬, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস সাব রেজিস্ট্রার -আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৭৬, পৃষ্ঠা ১৭৯ থেকে ১৮৪, দলিল নং ৩১৩৭ - ১৯৭৬ উক্ত জীবন ভট্টাচার্যর (প্রয়াত) অনুকূলে।
২. পার্টিশন দলিল তারিখ ২০.০৯.১৯৭৪, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস জেলা সাব রেজিস্ট্রার, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৭০,পৃষ্ঠা ৫২ থেকে ৫৭, দলিল নং ৬৭৩২-১৯৭৪ উক্ত পূর্বতন মালিকদের মধ্যে।

ফলে উক্ত মক্কেলগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যাদবপুর থানায় , কলকাতা ৭০০০৩২, জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ১০৩১ তারিখ ১৩.১১.২০২২ দায়ের করেন। উক্ত মক্কেলগণ উক্ত সম্পত্তি জমি /প্রেমিসেসে জনৈক ডেভেলপার মেসার্স দেব এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী - শ্রী অলোক মন্ডল, অফিস : ২৪২/৫, বি বি চ্যাটার্জি রোড, পো এবং থানা : কসবা, কলকাতা : ৪২, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা - সহায়তায় বহুতল ভবন নির্মাণ করান এবং বর্তমানে উক্ত সম্পত্তি বিক্রি, দান, লিজ, লিয়েন, বন্ধক মাধ্যমে কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহ ঋণ/ঋণ সুবিধা পেতে আগ্রহী। কোনও ব্যক্তি/গণ এর সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি থাকলে বা দলিলগুলি পেয়ে থাকলে নিম্নোক্তর নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নোটিশ পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমপরিমাণ বন্ধক হিসেবে গ্রহণ করবে এবং পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা আমার মক্কেলগণ কর্তৃক গ্রাহ্য হবে না।

দেবদুলাল চক্রবর্তী (অ্যাডভোকেট)
বারুইপুর সিভিল অ্যান্ড ক্রিমিনাল কোর্ট
পো এবং থানা : বারুইপুর, কলকাতা : ৭০০১৪৪
মোবাইল : ৯৬৮১০৯৭৯১৫

NOTICE

Notice is hereby given to all concern that, my clients Sri Partha Sarathi Ghosh son of Biplab Kumar Ghosh & 2 Sri Kaushik Sinha Son of Late Dhiren Sinha, Purchased one landed property from Smt. Swapna Samaddar Wife of Late Tapan Kanti Samaddar & Sri Iman Samaddar Son of Late Tapan Kanti Samaddar and Smt. Swapna Samaddar sold the said property for self and as a attorney of Sri Iman Samaddar who got the General power by virtue of a general power of Attorney registered before Additional District Sub-Registrar, Uttarpara Hooghly on 14th Day of September 2023, incorporated in Book No-1 Volume No. 0621-2023, Pages from 160499 to 160514 being No. 062104803 for the year 2023 for his property (undivided Share) situated at Mouza Mouza Barabahera, JL No. 5, CS Dag No. 640, R.S. Dag No. 640, R.S. Khatian No. 526, L.R. Dag No. 2107 under present L.R. Khatian No. 7715 & 6496 being Premises No. P-I, Vidyasagar Road, P.O. Nabagram, P.S. Uttarpara, District Hooghly, Pin-712246 within the ambit of Nabagram Gram Panchayat and A.D.S.R. Office, Uttarpara, Hooghly measuring, an area 04 (Four) Katha 15 (Fifteen) Chatak 00 (Zero) Sq. ft and purchasers are already submitted their application before B.L & L.R.O. Serampore for mutation above property in their favour. If anybody has any objections or any claims, demands whatsoever in respect of transfer of said property, is requested to contact undersigned or B.L & L.R.O Serampore, within 30 days from the date of publication of this notice otherwise, the property is deemed to be unencumbered and there after any claim of anyone else shall not be entertained and deemed to be waived.

Debashish Chakraborty
Advocate, Serampore Court

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

গোয়ালতোড়ে একশো মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ে আরো একশো মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী গোয়ালতোড়ে একটি জার্মান সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ১১২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন। তারপরই রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আরো একশো মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। তাই নতুন করে ওই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই প্রকল্পের মোট খরচ ৬৮০ কোটি টাকা। যার ৩০ শতাংশ অর্থাৎ ২০৫ কোটি টাকা ব্যয় করবে রাজ্য সরকার। বাকি অর্থ যোগাবে সংশ্লিষ্ট জার্মান সংস্থা।

এছাড়া আগামী ৩০ এপ্রিল দিঘায় প্রস্তাবিত জগন্নাথ মন্দিরের হাই ভোল্টেজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ১০০র বেশি সিভিক ভলান্টিয়ার জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হচ্ছে। নবান্ন সূত্রে খবর, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এই প্রস্তাবে ইতিমধ্যেই অনুমোদন দিয়েছে অর্থ দপ্তর। এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকেও ওই নিয়োগের সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে। দিঘায় জগন্নাথ ধাম উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষেই তাঁদের নিয়োগ হবে। মূলত, যান নিয়ন্ত্রণের কাজেই তাঁদের ব্যবহার করা হবে বলে জানা গেছে।

'মাঠে আর কোর্টে লড়াই চলুক', চাকরি হারাদের পাশে দাঁড়িয়ে ফের মমতাকে তোপ দিলেন দিলীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএসসি দুর্নীতি নিয়ে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। একদিকে যখন মুখ্যমন্ত্রী বেতন জারির আশ্বাস দিচ্ছেন, অন্যদিকে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ সরাসরি সেই প্রতিশ্রুতিকে 'ভুয়ো' বলে কটাক্ষ করলেন। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে দিলীপ বলেন, এই মাসে ক'জন বেতন পেয়েছেন সেটা আগে জানা দরকার। মুখ্যমন্ত্রী কখনই এই বেতন দিতে পারবেন না। শুধু লোককে ভাঁওতা দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিয়ে দিলীপের কটাক্ষ, ২৬ হাজার চাকরি কেড়ে নিয়ে এখন বলছেন ১০ হাজার চাকরি দেবেন! এই প্রতারণা আর কতদিন চলবে? শিল্প, চাকরি, কারখানা কিছুই গড়ে তুলতে পারেননি। এখন শুধু লোক দেখানো প্রতিশ্রুতি। চাকরি হারানো প্রার্থীদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে দিলীপ বলেন, যাঁরা রাস্তায় বসেছেন, তাঁরা সম্মান চান। বছরের পর বছর যাঁরা খেটে নিয়োগ পেয়েছিলেন, আজ তাঁদের পরিবার পথে বসেছে। তার ক্ষতিপূরণ মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে দেবেন? চলছে মামলা, চলছে আন্দোলন। সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশনের পথে রাজ্য, কলকাতা হাইকোর্টে ওএমআর মামলার শুনানি। এই প্রেক্ষিতে দিলীপের বার্তা স্পষ্ট, লড়াই থামালে চলবে না। মাঠেও, কোর্টেও সমানতালে লড়তে হবে। এসএসসি চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে আজকের মামলার দিকেই তাকিয়ে সকলে। এদিকে, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু দাবি করেছেন, কোনও যোগ্য-অযোগ্য তালিকা প্রকাশ করবে না এসএসসি। পাল্টা দিলীপের যুক্তি, চাকরিহারাদের কাছেই তালিকা আছে, ১৮ হাজার যোগ্য প্রার্থী। তা মিলিয়ে দেখা হচ্ছে না কেন? সরকার তাঁদের শুধু বিভ্রান্ত করছে। দিলীপবাবুর দাবি, এই লড়াই থামানো যাবে না; যতদিন না ন্যায়ের আলো মেলে, আন্দোলন চলবে।

ইউপিএসসিতে সফল পানিহাটির পারমিতাকে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সফল হয়েছেন পানিহাটি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ শান্তিনগরের বাসিন্দা পারমিতা মালাকার। কৃতী কন্যার এহেন সাফল্যে বেজায় খুশি বাবা প্রদীপ মালাকার ও মা অর্চনা মালাকার। যদিও কৃতী পারমিতা ২০২৩ সালের ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিস পরীক্ষায় সফল হয়েছেন। এই মুহূর্তে পারমিতা বেঙ্গালুরুতে প্রশিক্ষণরত। মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তা নিয়ে বুধবার কৃতী পারমিতার বাড়িতে হাজির হলেন ব্যারাকপুরের মহকুমা শাসক সৌরভ বারিক, পানিহাটির পুরপ্রধান সোমনাথ দে, মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক সুস্মিতা হাতি, পানিহাটি পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সুভাষ চক্রবর্তী-সহ অন্যান্যরা। মহকুমা শাসক সৌরভ বারিক বলেন, ইউপিএসসি-তে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভালো ফল করেছেন পানিহাটির বাসিন্দা পারমিতা মালাকার। সরকারের তরফে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। ওনার বাবা-মাকে অভিনন্দন জানিয়ে গেলাম। ওনার সাফল্যে আমরা গর্বিত অনুভব করছি। ওনার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনা করছি।

২৬ থেকে ২৮ এপ্রিল গ্রিন লাইনে সম্পূর্ণ মেট্রো বন্ধ, জানালো মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিবিটিসি পরীক্ষার জন্য ট্রাফিক ব্লক করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে মেট্রো রেল। ইডেন ম্যাচের পর গ্রিন লাইনে বিশেষ মেট্রো বন্ধ থাকবে, চালু থাকবে ব্লু লাইনের পরিষেবা, গ্রিন লাইনে বড়সড় ট্রাফিক ব্লক ঘোষণা করল কলকাতা মেট্রো। আগামী ২৬ এপ্রিল শনিবার থেকে ২৮ এপ্রিল সোমবার পর্যন্ত হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত পুরো গ্রিন লাইনে বন্ধ থাকবে মেট্রো চলাচল। কলকাতা মেট্রো রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওই সময় গোটা গ্রিন লাইনে 'কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল' প্রযুক্তির চূড়ান্ত পরীক্ষা চালানো হবে। পাশাপাশি, এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত নতুন তৈরি হওয়া অংশ কমিশনিংয়ের আগে পরিদর্শনও করা হবে। এই তিনদিন শিয়ালদা মেট্রো স্টেশন এবং ইস্টার্ন রেলের শিয়ালদা স্টেশনের মধ্যে সংযোগকারী সাবওয়ে-ও বন্ধ রাখা হবে বলে জানানো হয়েছে। তবে এই সময়ে ব্লু লাইনে মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে। পার্পল ও অরেঞ্জ লাইনে ২৮ এপ্রিল সোমবার থেকে স্বাভাবিক পরিষেবা মিলবে।

এই ট্রাফিক ব্লকের কারণে ২৬ এপ্রিল রাতে ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্সের আইপিএল টি-২০ ম্যাচ শেষে গ্রিন লাইনে যে বিশেষ মেট্রো চলত, তা বন্ধ থাকবে। তবে ব্লু লাইনে ম্যাচ-পরবর্তী সেই বিশেষ মেট্রো পরিষেবা যথারীতি চালু থাকবে। যাত্রীদের অসুবিধা এড়াতে কলকাতা মেট্রো আগেভাগেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে সতর্ক করেছে। উল্লেখ্য, সিবিটিসি প্রযুক্তির মাধ্যমে মেট্রো ট্রেন চলাচল আরও নিখুঁত ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে গ্রিন লাইনের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য এই ব্লক জরুরি বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ।

হাওড়া বিভাগের শতবর্ষে নতুন রেক ও প্রদর্শনী, শতাব্দী পূর্তির গর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের শতবর্ষ উদ্ যাপন এক স্মরণীয় মুহূর্তে পৌঁছল। শতবর্ষের সূচনায় হাওড়া স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করল অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মিত নতুন ৩-ফেজ আইসিএফ ইএমইউ রেক। বিকেল ৪টা ১৬ মিনিটে হাওড়া-ব্যান্ডেল লোকাল (ট্রেন নম্বর ৩৭২৫৯) ছাড়ে ডিআরএম সঞ্জীব কুমার ও বিভাগীয় শাখা আধিকারিকদের উপস্থিতিতে। এই নতুন রেকে রয়েছে উন্নত ব্রেকিং ব্যবস্থা, আরামদায়ক আসন, এলইডি আলো ও আধুনিক তথ্যপ্রদর্শনী প্যানেল।

এই উপলক্ষে রেকের মধ্যেই যাত্রীদের জন্য চালু হল একটি ভ্রাম্যমাণ ঐতিহ্য প্রদর্শনী, যেখানে ১৯২৫ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত হাওড়া ডিভিশনের বিবর্তনের নানা মুহূর্তের আলোকচিত্র ও স্মারক উপস্থাপিত হয়েছে। প্রদর্শনীতে ধরা পড়েছে উপনগর রেলের সূচনা, পরিকাঠামোর প্রসার, ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের একশো বছরের গর্বিত পদচিহ্ন। স্টেশনের 'বড় ঘড়ি'-র নীচে আয়োজন করা হয় 'ভিনটেজ ফটো গ্যালারি'। শতবর্ষের প্রেক্ষাপটে এই গ্যালারির প্রতিটি ছবি যেন হয়ে ওঠে ইতিহাসের জীবন্ত দলিল।

শুধু প্রদর্শনী নয়, যাত্রী ও স্থানীয় মানুষকে যুক্ত করতে শুরু হয়েছে সচেতনতা অভিযান, যেখানে হাতধোয়া, বর্জ্য পৃথকীকরণ ও নিরাপদ পানীয় জল নিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। ২৫ এপ্রিল থেকে শুরু হবে 'প্রভাত ফেরি', যেখানে রেলকর্মী ও স্থানীয়রা মিলিতভাবে শতবর্ষের বার্তা নিয়ে পরিক্রমা করবেন। ডিআরএম সঞ্জীব কুমার বলেন, আমাদের শতবর্ষ ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন। রেক উদ্বোধন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে আমরা অতীতের গৌরব স্মরণ করি এবং ভবিষ্যতের উদ্ভাবনে পথ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল ২০২৫, ১০ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার

‘আমি আপনার ভরসায় ফিরে এসেছি, আমাকে সাহায্য করুন’

কাশ্মীর থেকে ফিরে শুভেন্দুর সামনে আবেগতাড়িত বিতানের স্ত্রী সোহিনী

রাজীব মুখোপাধ্যায়

কাশ্মীরের পাহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলায় নিহত হলেন পশ্চিমবঙ্গের যুবক বিতান অধিকারী। মঙ্গলবার সন্ধের পরের এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ২৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা বিতান অধিকারী, যাঁকে তাঁর স্ত্রী সোহিনীর সামনেই গুলি করে হত্যা করে জঙ্গিরা। বুধবার মৃত বিতানের বাড়িতে যান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে গিয়ে সোহিনীর কাছ থেকে ওই নারকীয় ঘটনার ভয়াবহ বিবরণ শুনে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন তিনি।

সোহিনীর কথায়, আমার স্বামী বিজেপিকে খুব সমর্থন করতো। আমি শুধু আপনার ভরসায় ফিরে এসেছি। আমার স্বামী আপনাদের আর মোদিজিকে খুব মানতো।

আমাকে সাহায্য করুন।

ভীত-সন্ত্রস্ত, বিভ্রান্ত সোহিনী বারবার কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন। শুভেন্দুর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বাবাকে মরতে দেখেছে। বলছে, ‘পাপা, শেষ!’ চোখের সামনে ওরা বিতানকে হত্যা করল। বিধ্বস্ত স্ত্রীর মুখে বিভীষিকার কথা শুনে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ওরা হিন্দুস্তানেও হিন্দুদের মারবে? গাজাকে যেমন শেষ করেছে ইজরায়েল। আমরাও শেষ করব! আমি মোদির ছাত্র। আমরা মোদির সন্তান। কাশ্মীরের পবিত্র পর্যটনস্থলে এমন বর্বর জঙ্গি হামলায় এক হিন্দু পর্যটকের মৃত্যু এবং তাঁর পরিবারের বর্ণনায় ভেসে ওঠা সেই অমানবিকতার ছবি রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিজেপি-র তরফে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে অবিলম্বে হস্তক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে। তবে শোকে বিপর্যস্ত সোহিনীর কণ্ঠে উঠে আসা এই প্রশ্ন গোটা দেশের বিবেককে নাড়া দিচ্ছে; কাশ্মীরে হিন্দু হয়ে বাঁচার চেষ্টাই কি আজ সবচেয়ে বড় অপরাধ?

আরও বলেন, আমার এই ছোট্ট বাচ্চাটা নিজের চোখের সামনে তার

জঙ্গি হামলায় নিহত সমীর গুহর বাড়িতে মেয়র ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় নিহত সমীর গুহর বাড়িতে গেলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কথাও বলেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ফিরহাদের মন্তব্য, এটা কাপুরুষের মতো কাজ। এর পাশাপাশি কেন্দ্রকেও নিশানা করেন তিনি। এখনও পর্যন্ত জঙ্গি হানায় রাজ্যের তিন জনের মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে এসেছে। বেহালার সমীরের পাশপাশি রয়েছেন কলকাতার বাসিন্দা বিতান অধিকারী। এছাড়া পুরুলিয়ার মণীশরঞ্জন মিশ্র নামেও একজনের মৃত্যুর খবর জানা গিয়েছে। বিতানের বাড়ি পাটুলির বৈষ্ণবনগরে। মৃতের স্ত্রী সোহিনী অধিকারীর সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা বলেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যক্তিগতভাবে সোহিনীর পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন মমতা। অন্যদিকে, পুরুলিয়ার বাসিন্দা মণীশরঞ্জন কর্মসূত্রে আইবি আধিকারিক। সপরিবারে তিনি হায়দরাবাদে থাকতেন বলে জানা গিয়েছেন।

উল্লেখ্য, বেসরকারি হিসাব বলছে, পহেলগাঁও হামলায় অন্তত ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। সংখ্যাটা

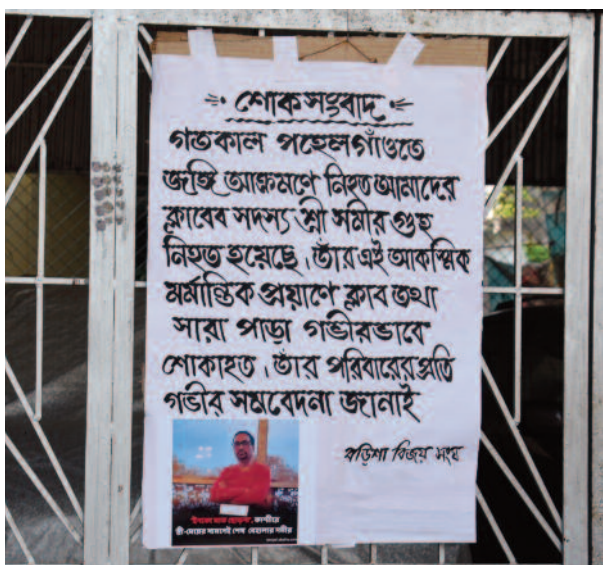

আরও বাড়তে পারে। এখনও বেশ কয়েকজন হাসপাতালে ভর্তি। পুলওয়ামার পর এটাই ভারতের বুকে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে বড় জঙ্গি হামলা। অন্তত মৃতের সংখ্যার নিরিখে। সূত্রের দাবি, মৃতদের মধ্যে দু’জন বিদেশি পর্যটকও রয়েছেন।

নৃশংস জঙ্গি হামলার ঘটনায় মঙ্গলবার রাতেই মৃতের তালিকা প্রকাশ করা হয় সরকারিভাবে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন ২৬ বছর বয়সি নৌসেনা আধিকারিক লেফটেন্যান্ট বিনয় নারওয়াল। মৃতের তালিকায় রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ, কর্নাটক, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, তামিলনাড়ু, ওডিশার বাসিন্দারা। এছাড়া, নেপাল ও আরব আমিরশাহীর বাসিন্দা দুই বিদেশিকেও হত্যা করেছে জঙ্গিরা।

এসএসসি বিতর্কে মীনাক্ষীকে কটাক্ষ কুণালের

ত্রিপুরার প্রসঙ্গ টেনে কড়া আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের এসএসসি দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে যখন রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে, ঠিক সেই সময় সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। নিজের এক্স (প্রাক্তন টুইটার) হ্যান্ডেলে এক বিস্ফোরক পোস্টে কটাক্ষের সুরে প্রশ্ন তুললেন ত্রিপুরার সিপিএম শাসনকালের অনিয়ম ও চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়ে।

পোস্টে কুণাল লেখেন, আগুন পাখি যদি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন, তাহলে ত্রিপুরায় সিপিএম জমানায় অনিয়মের জন্য পুরো প্যানেল বাতিল হওয়া শিক্ষকদের কাছে যাচ্ছেন না কেন? তাঁর অভিযোগ, ত্রিপুরায় সিপিএম ক্ষমতা হারিয়ে চলে গিয়েছে, বিজেপি সরকারও সেই ছাঁটাই হওয়া শিক্ষকদের পাশে দাঁড়ায়নি। অথচ বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার নাকি পাশে থেকে সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট, এমন দাবি কুণালের।

এর পাশাপাশি মীনাক্ষীর সাম্প্রতিক ত্রিপুরা সফর নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। কুণালের কথায়, কাল রাতে ওখানে গিয়ে ‘গো ব্যাক’ শুনে পালাতে হল কেন? তিনি

আরও লেখেন, আপনাদের উকিলরা চাকরি খাবার কথা বলবেন, আর আপনি নাটক করবেন? যান, ত্রিপুরার চাকরিহারা শিক্ষকদের কাছে যান। পা কাঁপছে? সিপিএম নেত্রীকে ‘নাটকবাজ’ বলে কটাক্ষ করে কুণালের দাবি, বাংলা ও ত্রিপুরার পার্থক্য স্পষ্ট; একদিকে কাজ করছে তৃণমূল সরকার, অন্যদিকে সিপিএম শুধু রাজনীতি করছে। এসএসসি দুর্নীতিতে আন্দোলন হলেও, ত্রিপুরার ছাঁটাই হওয়া শিক্ষকরা ন্যায্য বিচার পাননি; সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন কুণাল। এই মন্তব্যে নতুন করে উত্তাপ বাড়তে পারে রাজ্য-রাজনীতিতে। পাল্টা কী বলেন মীনাক্ষী, এখন সেই দিকেই নজর।

আগামী ৩০ এপ্রিল মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হতে পারে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশের তারিখ জানাল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। আগামী ৩০ এপ্রিল মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হবে। পরীক্ষা শেষের ৬৮ দিনের মাথায় ফল প্রকাশ হচ্ছে।

তবে একাংশের মতে এই দিনে ফল প্রকাশে একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে পারে। কারণ, মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশের যে সম্ভাব্য তারিখ জানানো হয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদদের তরফ থেকে সেদিন অর্থাৎ ৩০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়া।

আর এই অক্ষয় তৃতীয়ায় দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন রয়েছে। আর সেই কারণেই ওইদিন ফল প্রকাশ নিয়ে ক্ষীণ অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ১০ ফেব্রুয়ারি। আর পরীক্ষা শেষ হয় ২২ ফেব্রুয়ারি। ৩০ এপ্রিল যদি ফল প্রকাশ হয় তাহলে পরীক্ষা শেষের ৬৮ দিনের মাথায় এই ফল প্রকাশ হতে চলেছে।

এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮৯৪। যা গত বছরের থেকে ৬২ হাজারেরও বেশি। রাজ্যের মোট ২ হাজার ৬৮৩টি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা দেয় পরীক্ষার্থীরা।

শুভেন্দুকে মুর্শিদাবাদ যাওয়ার ছাড়পত্র দিল কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের প্রবল বাধাও আটকাতে পারল না শুভেন্দু অধিকারীকে। মুর্শিদাবাদের হিংসা কবলিত ধুলিয়ান যাওয়ার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী জানিয়েছেন, নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে একজন স্থানীয় বিধায়ককে নিয়ে মুর্শিদাবাদ যেতে পারবেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশে বিরোধী দলনেতাকে অনুমতি দেওয়ার পাশাপাশি দিনক্ষণ ঠিক করে ২৪ ঘণ্টা আগে রাজ্য প্রশাসনকে ওয়াকিবহাল করতে জানাতেও বলেন। তবে মুর্শিদাবাদে করা যাবে না মিছিল বা কোনও জমায়েত। এদিন শুনানিতে বিরোধী দলনেতার পক্ষের আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, ‘মুর্শিদাবাদে হিংসা কবলিত এলাকায় যেতে চান বিরোধী দলনেতা। এখন ওই এলাকার পরিস্থিতি কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। সকল রাজনৈতিক নেতানেত্রীরা এখন ওখানে যাচ্ছেন। কংগ্রেস, সিপিএম নেতৃত্ব গিয়েছিল। এর আগেও তিনি যেখানে যতবার গিয়েছেন বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। প্রতিবারই এই মৌলিক অধিকারের জন্য তাঁকে মামলা করে ছাড়পত্র নিতে হয়েছে। নিজের অধিকারের জন্য এত মামলা কাউকে করতে হয়নি। সন্দেশখালি পরিদর্শনের সময়ও এমন হয়েছিল।’

নবির ইসলামের বদলে জাকির নায়েকের ইসলাম চলছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রক্তাক্ত ভূস্বর্গ কাশ্মীর। মঙ্গলবার কাশ্মীরের পাহেলগাঁওয়ে জঙ্গিদের এলোপাথাড়ি গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে মৃত্যু হয়েছে একাধিক পর্যটকের। জখম অনেকেই। কাশ্মীরের বৈসরন উপত্যকায় জঙ্গি হামলায় বাংলার বাসিন্দা তিন পর্যটকেরও মৃত্যু হয়েছে।। জঙ্গি হানা নিয়ে মুখ খুললেন প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। বুধবার বেলায় জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন সিং বলেন, ‘নবির ইসলাম এখন চলছে না। জাকির নায়েকের ইসলাম চলছে।’ তাঁর দাবি, জাকির নায়েকের কথা মতোই খুন, ধর্ষণ, লুটপাট চলছে। মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের চিহ্নিত করে খুন করা হয়েছে। ঘরবাড়ি ভাঙচুর চালিয়ে লুটপাট করা হয়েছে। একই কায়দায় কাশ্মীরে জঙ্গিরা হামলা চালিয়েছে। মাথায় সিঁদুর দেখে সনাতনীদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, পাকিস্তানের মদতে ভূস্বর্গ কাশ্মীরে জঙ্গি সংগঠনকে ঢুকিয়ে হামলা

চালানো হয়েছে। অর্জুনের হুঁশিয়ারি, এবার জঙ্গি হানার বদলা নিতে হবে। আতঙ্কবাদীদের সম্পূর্ণরূপে নাশ করার দরকার আছে। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সুড়সুড়ি দেওয়া সিপিএম এবং তৃণমূল সনাতনীদের এদিন তিনি তীব্র নিশানা করেন। তাঁর সাফ বক্তব্য, সেক্যুলার তকমা সাঁটা হিন্দুদের মুর্শিদাবাদ কিংবা কাশ্মীরের হামলা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। অন্যথায় এঁদের ঘৃণা করা উচিত। প্রয়োজনে এঁদের সামাজিক বয়কটও করা উচিত। পদ্ম শিবিরের এই লড়াকু নেতার আশঙ্কা, কাশ্মীর শুধু ট্রেলার। বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দু নিধন চলছে। মমতার তত্ত্বাবধানে বাংলাতে-ও হিন্দু নিধন শুরু হবে। প্রসঙ্গত, বিক্ষোভের মাঝেই বুধবার সকালে ঘেরাও ‘মুক্ত’ হলেন এসএসসি-র চেয়ারম্যান। তবুও এসএসসি ভবনের সামনে চাকরিহারাদের বিক্ষোভ অব্যাহত। চাকরিহারাদের এই আন্দোলন নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, যোগ্য অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করলেই সমস্যা মিটে যেত। কিন্তু অযোগ্য শিক্ষকদের কাছ থেকে মমতা ব্যানার্জি এবং তাঁর ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জি, পার্থ চ্যাটার্জি, কালিঘাটের কাকু টাকা নিয়েছে। এদেরকে বাঁচাবার জন্য এসব করা হচ্ছে। বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের দাবি, মমতার সরকার কোনওদিন যোগ্য অযোগ্য তালিকা প্রকাশ করবে না। তালিকা প্রকাশিত হলেই মমতা ব্যানার্জি এবং তাঁর ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জি-সহ পার্থ চ্যাটার্জি, ব্রাত্য বসু গ্রেপ্তার হবেন। তাঁর কথায়, মমতা ব্যানার্জি মিথ্যা কথা বলছেন। আসলে উনি ভোটের রাজনীতি করছেন।

দু’দিন পর ঘেরাও মুক্ত এসএসসির চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএসসি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরনোর পর গত সোমবার যোগ্য-অযোগ্য তালিকা প্রকাশ করার কথা বলেছিল এসএসসি। সেই কারণেই এসএসসি দপ্তরের সামনে ভিড় জমিয়েছিলেন চাকরিহারারা। কিন্তু সেদিন কোনও তালিকা বের করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভ উগরে দিয়ে এসএসসি ভবন চত্বরেই ধর্না শুরু করেন চাকরিহারারা। কার্যত নিজের অফিসেই বন্দি করে রাখা হয় এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারকে। এর ২ দিন পর বুধবার সকালে ঘেরাও মুক্ত হন তিনি। পুলিশি ঘেরাটোপে তাঁকে এসএসসি ভবন থেকে বের করে আনা হয়। ব্রাত্য এও জানিয়েছিলেন, বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে চাকরিহারাদেরই এক মামলার শুনানি রয়েছে। তাতে সশরীরে হাজির থাকার কথা এসএসসি চেয়ারম্যানের। তাঁকে না ছাড়া হলে আদালত অবমাননা হতে পারে। দেখা গেল, বুধবার সকালেই ঘেরাও মুক্ত হলেন তিনি। এই বিষয়ে চাকরিহারাদের বক্তব্য, মামলার শুনানির জন্যই তাঁকে ছাড়া হয়েছে, নাহলে ক্ষতি হতে পারে তাঁদেরই। তবে ধর্না থেকে সরছেন না তাঁরা। তালিকা যতক্ষণ না প্রকাশ করা হচ্ছে, ততক্ষণ ধর্না চালিয়ে যাবেন।

চাকরিহারারা এও বলেছেন, শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন কোনও তালিকা প্রকাশ করা হবে না। এই বিষয়টি তাঁর সঙ্গেই বুঝে নেবেন তাঁরা। কিন্তু এসএসসি চেয়ারম্যানকে আটকে রেখে নিজেদের ক্ষতি বাড়াতে পারবেন না তাঁরা। আদালতের শুনানিতে তাঁর থাকা অত্যন্ত জরুরি। তাই শর্তসাপেক্ষে তাঁকে ছাড়া হয়েছে। কিন্তু অবস্থান কোনও ভাবেই তুলবেন না কেউ। তাঁদের মূল দাবি, ২২ লক্ষ ওএমআর সিট প্রকাশ করতেই হবে।

এর আগে সোমবার এসএসসি-র সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক করেছিল চাকরিহারাদের প্রতিনিধি দল। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। বরং বিক্ষোভ আরও বাড়তে থাকে এবং ঘেরাও করে রাখা হয় এসএসসি চেয়ারম্যানকে। এমনকী তাঁদের জন্য খাবার, জল নিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি বলেও দাবি করে পুলিশ। মঙ্গলবারই পরিস্থিতি খুব একটা বদলায়নি। চাকরিহারাদের ধর্না যেমন চলেছে, তেমনই ‘বন্দি’ ছিলেন সিদ্ধার্থ মজুমদার। যদিও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সাংবাদিক বৈঠক করে চাকরিহারাদের আশ্বাস দেন যে, তাঁরা তাঁদের কাজ করছেন আইনি পরামর্শ মেনে। শিক্ষকরাও যেন শান্ত হন এবং নিজের নিজের কাজে যোগ দেন।

এরপর মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে ব্রাত্য বলেছিলেন, আইনি পরামর্শ মেনেই কোনও তালিকা প্রকাশ করা হবে না। তবে ২৬ হাজার জন্যের মধ্যে ১৭,২০৬ জনকে অযোগ্য তালিকার বাইরে রাখা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন শিক্ষামন্ত্রী। পরে অবশ্য শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যেই এ নিয়ে আরও ধোঁয়াশা তৈরি হয়। ধন্দ এড়াতে পরে এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন, এই ১৭,২০৬ জনের মধ্যে কারা অযোগ্য সেই তালিকা প্রস্তুত করবে এসএসসি। শীঘ্রই সেই তালিকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে স্কুল শিক্ষা দপ্তরে। যা মঙ্গলবার বিকেলেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রে খবর।

হাইকোর্টে সাময়িক স্বস্তিতে স্কুল সার্ভিস কমিশন ও পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএসসি-র প্রশ্নে এবার ঝুলে রইল ছাব্বিশ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের অবমাননার মামলা। নির্দেশ কেন মানা হয়নি এই প্রশ্নের উত্তরের বদলে মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলল এসএসসি। এসএসসির তরফ থেকে স্পষ্ট প্রশ্ন, কলকাতা হাইকোর্টে আদৌ আদালত অবমাননার মামলার গ্রহণযোগ্য কি না তা নিয়েই। একই প্রশ্ন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। শীর্ষ আদালতে পুনর্বিবেচনার রায়ের পর এই মামলা কি ডিভিশন বেঞ্চ শুনতে পারে, প্রশ্ন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। তারই জেরে হাইকোর্টে সাময়িক স্বস্তিতে স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং পর্ষদ। ২২ লাখ ওএমআর এখনই প্রকাশ করতে হচ্ছে না কমিশনকে। শুধু তাই নয়, বেতন ফেরত নিয়েও আইনি প্রশ্নে ঝুলে রইল হাইকোর্টে মামলা। আদালত অবমাননার মামলার শুনানি কোন আদালতে হবে, হাইকোর্ট না সুপ্রিম কোর্টে, এই আইনি প্রশ্নের নিষ্পত্তি আগে চায় বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ।

অন্যদিকে গত ৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও ওএমআর জমা দিচ্ছে না কমিশন। তা নিয়েই আচার্য ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন চাকরিহারা শিক্ষকশিক্ষিকারা। এ বিষয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে অবমাননার মামলা করেন বৈশাখী ভট্টাচার্য, নসরিন খাতুন, লক্ষ্মী তুঙ্গা। সেই মামলার প্রেক্ষিতেও ছিল এই শুনানি।

এদিকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী পার্থ সারথি সেনগুপ্ত জানান, হাইকোর্টের নির্দেশে যদি

সুপ্রিম কোর্ট কোনও পরিবর্তন করে তবে আদালত অবমাননা মামলা সর্বোচ্চ আদালতে হওয়া উচিত। ওই রায়ের অনেক অংশ পরিবর্তন করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এসএলপি অ্যাডমিট না হলে এখানে আদালত অবমাননার মামলা করা যেত। এসএলপি অ্যাডমিট হয়েছে। হাইকোর্টের রায়ের অনেক অংশ পরিবর্তন করেছে সুপ্রিম কোর্ট। হাইকোর্টে আদালত অবমাননার মামলা গ্রাহ্য নয়। তাই মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অবমাননার মামলার ক্ষেত্রে কোনও অবস্থান জানাতে পারছে না।

এর পাশাপাশি এসএসসির আইজীবী সপ্তাংশু বোস জানান, ওএমআর প্রকাশের মতো নির্দেশ অমান্যকর মামলা সুপ্রিম কোর্ট শুনতে পারে। হাইকোর্ট নয়। তাই মামলা আদালতে গ্রাহ্য না হওয়ায় কোনও অবস্থান জানানোর সুযোগ নেই হাইকোর্টে। অন্যদিকে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের উদ্দেশ্যে বিচারপতি দেবাংশু বসাক প্রশ্ন করেন, কোন আইনি যুক্তিবলে হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল সুপ্রিম কোর্টে তা নিয়েও। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, আদালত নির্দেশ অমান্যের প্রশ্নে সংবিধানের ২১৫ ধারা অনুযায়ী ক্ষমতা দেওয়া আছে হাইকোর্টকে। এর পাশাপাশি আদালত এদিন এ নির্দেশও দেয়, এসএসসি আদালত অবমাননার মামলায় হাইকোর্ট কীভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে মূল মামলাকারীদের তা জানানোর। ২৮ এপ্রিল মামলার পরবর্তী শুনানি।

‘অযোগ্যদের বেতন দেবেন মুখ্যমন্ত্রী? স্পষ্ট বলুন’

ব্রাত্য বসুকে ঘিরে বিস্ফোরক প্রশ্ন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্কুল সার্ভিস কমিশন দুর্নীতি ইস্যুতে ফের সরব হলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক জগন্নাথ বসু। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর প্রশ্ন, অযোগ্যদের বেতন হবে? মুখ্যমন্ত্রী কি তাঁদেরই রক্ষা করতে চাইছেন? এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি একদিকে যেমন রাজ্যের প্রশাসনিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তেমনই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকেও একহাত নেন। বসুর বক্তব্য, শিক্ষামন্ত্রীকে স্পষ্ট করে বলতে হবে; আপনি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মানছেন কি না। মুখ্যমন্ত্রী কি চাইছেন অযোগ্যদের বেতন দেওয়া হোক? শুধু ‘না’ বললেই চলবে না, সরাসরি স্পষ্ট করে বলুন। তিনি অভিযোগ করেন, প্রশাসনের নীচের স্তরেই কেউ মুখ্যমন্ত্রীকে বিভ্রান্ত করছে। আমরা আর জেলে যাচ্ছি না, এ কথা বুঝিয়ে দিয়েছে

আপনার নীচের লোকেরাই। তিনি বলেন, মেদিনীপুর থেকে কমিশনের চেয়ারম্যানকে ডেকে অপমান করা হচ্ছে। যিনি একসময় শিল্প স্থাপন নিয়ে বড় বড় দাবি করতেন, তিনিই আজ বিকাশ ভবন থেকে দেড়শো কিমি দূরে বসে কোনও সমাধান করতে পারছেন না। বরং যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, তাঁদেরই চমকাচ্ছেন। জগন্নাথ বসুর দাবি, ইডি ইতিমধ্যেই প্রায় ৬১০ কোটি টাকার দুর্নীতির সম্পত্তি বিভিন্ন জায়গা থেকে অ্যাটাচ করেছে। যাঁরা টাকা দিয়ে চাকরি কিনেছিলেন;অযোগ্যরা, তাঁদের সুদ-সহ সেই টাকা রাজকোষে ফিরিয়ে দিতে হবে।

তিনি আরও জানান, শিক্ষা দপ্তর আদালতের রায় উদ্ধৃত করে চিঠি দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু কোথাও বলা হয়নি অযোগ্যদের বেতন দেওয়া হবে। এই মাসের বেতনই অনিশ্চিত। আর যদি সরকার হঠাৎ নির্দেশ দেয়, তা হলে আদালত অবমাননার দায় কে নেবে, মুখ্যমন্ত্রী না শিক্ষামন্ত্রী? শেষে তাঁর কটাক্ষ, মেয়ে-মা-স্ত্রীর ঘাড়ে দায় চাপিয়ে লাভ নেই। যাঁরা দোষী, তাঁদের জেলেই যেতে হবে। না হলে জনগণ বিকল্প খুঁজে নেবে।

সম্পাদকীয়

এবার গ্যাস চেম্বারের মত না হলেও পরোক্ষভাবে মানুষকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া হবে

মানুষ বিশ্বাস করছে যে, এক জন শক্তিশালী নেতা তাদের সব সমস্যার সমাধান করতে পারে। আমেরিকার ক্ষেত্রে তা-ই হয়েছে। সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক সমস্যা, অভিবাসী সংক্রান্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ট্রাম্পকে বেছে নিয়েছে। আর তাঁর সঙ্গে জোট বেঁধেছেন ইলন মাস্ক। তাঁর অঙ্গুলিহেলনে আমেরিকার সমগ্র সমাজ পরিচালিত হচ্ছে। শুধু আমেরিকা নয়, বিশ্বের সর্বত্র এর প্রভাব পড়তে বাধ্য, কারণ আমেরিকা বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর দেশ। এই মুহূর্তে আমেরিকায় পুঁজিবাদের রুদ্ররূপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। পুঁজিপতিরাই সব নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন। এখন বিশ্বের কয়েকজন মাত্র পুঁজিপতির হাতে অধিকাংশ সম্পদ পুঞ্জীভূত। আমেরিকা এক সময় পরিচিত ছিল উদার গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে, আমেরিকান সংবিধান হল অন্যতম কঠিন সংবিধান যা সহজে পরিবর্তন করা যায় না। ভারত-সহ বহু দেশের কাছে আমেরিকা একটি স্বপ্নের দেশ। কিন্তু সেই স্বপ্নের দেশ যদি কয়েকটা মানুষের স্বার্থের কারণে অন্ধকারের যুগে প্রবেশ করে তা হলে গোটা পৃথিবীর উদ্বেগ। একথা একদম ঠিক যে, গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর মতো সরাসরি হত্যার ঘটনা হয়তো ঘটবে না, কিন্তু পরোক্ষ ভাবে মানুষকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া হবে। কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটবে জলবায়ু বিপর্যয়ে, ভয়ঙ্কর রোগে আর অনাহারে। ভারতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, ভারতেও আধিপত্যবাদ সর্বগ্রাসী রূপ নিচ্ছে। ধর্মীয় মেরুকরণ চরম রূপ ধারণ করছে, শিক্ষাব্যবস্থায় মুসলমান যুগকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, মানুষের মগজধোলাই করার চেষ্টা চলছে সব দিক থেকে। একই সঙ্গে অল্প সংখ্যক কিছু পুঁজিপতির হাতে অধিকাংশ সম্পদ জমা হচ্ছে।

শব্দবাণ-২৫৫

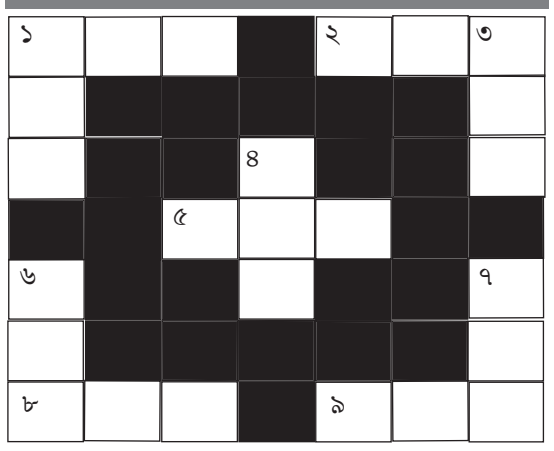

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. গানের ধুয়া ২. নকলনবিশ ৫. সর্বাধিক, পূজ্যতম ৮. কমনীয় ৯. যুদ্ধ, সংগ্রাম।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. নিশ্চয়তা ৩. অস্বাভাবিক ধরনের মানুষ ৪. অর্গল, হুড়কো ৬. মহৎপ্রাণ ৭. সম্মানসূচক উপাধি।

সমাধান: শব্দবাণ-২৫৪

পাশাপাশি: ১. অভিবাসন ৪. টঙ্ক ৫. পরচা ৭. জলেশ ৯. দয়া ১১. তলাখাঁকতি।

উপর-নীচ: ১. অভিরূপ ২. বাক্য ৩. নটরাজ ৬. চালিয়াত ৮. শরবতি ১০. খাঁখাঁ।

জন্মদিন

আজকের দিন

সচিন তেন্ডুলকর

১৯৪৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অরুণ নেহরুর জন্মদিন।*
১৯৭৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সচিন তেন্ডুলকরের জন্মদিন।*
১৯৮৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা বরুণ ধাওয়ানের জন্মদিন।*

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পঃ বঃ-র ফলাফলে খুশি মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু...

অশোক সেনগুপ্ত

ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ফল ঘোষিত হয়েছে। এতে রাজ্যের সরকারি প্রশিক্ষণকেন্দ্রের সফলদের বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশিক্ষণকেন্দ্রের ফলাফলকে উজ্জ্বল বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী এক্স বার্তায় লিখেছেন, তআমাদের সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টার (এসএনটিসিএসএসসি) থেকে প্রশিক্ষণের সহায়তা পেয়ে ২০২৪-এ পশ্চিমবঙ্গের ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষায় উজ্জ্বল ফলাফল অর্জনকারী প্রার্থীদের অভিনন্দন এবং শুভকামনা জানাই।

ফলাফল সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। মেঘনা চক্রবর্তী (৭৯), সহর্ষ কুমার (১৫৩), পারমিতা মালাকার (৪৭৭), রাজদীপ ঘোষ (৭৮৯) এবং প্রবীণ কুমার (৮৩৭) আমাদের রাজ্য সরকারি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং বন্ধনীতে উল্লেখিত চিত্তাকর্ষক অবস্থান পেয়ে আমাদের জন্য গৌরব বয়ে এনেছেন।দ

কিন্তু সত্যি কি বাংলার পরীক্ষার্থীরা 'উজ্জ্বল ফলাফল' করেছেন এই পরীক্ষায়? তাঁরা ইউপিএসসি-তে 'চিত্তাকর্ষক অবস্থান পেয়ে আমাদের জন্য গৌরব বয়ে এনেছেন'? আগে তো বটেই, সত্তরের দশকের শেষদিকেও ইউপিএসসি-র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় নজর কাড়তেন বঙ্গসন্তানরা।

২০১১-তে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের সময় রাজ্যের মুখ্যসচিব ছিলেন ১৯৬৮-র হায়ার সেকেন্ডারিতে প্রথম স্থানাধিকারী সমর ঘোষ। আইএএস-এর '৭৭ ব্যাচের সমরবাবু ইউপিএসসি পরীক্ষায় দ্বাদশ স্থান পান। সে বছর তাঁর মতই প্রেসিডেন্সির আর এক উজ্জ্বল প্রাক্তনী অর্থনীতি বিভাগের সব্যসাচী সেনও ভালো ফল করেন। ভালো ফল করেন ওই ব্যাচের বঙ্গসন্তান অসিতবরণ চক্রবর্তী। অসীম বর্মণও ছিলেন ওই ব্যাচের আইএএস।

এর পরের বছর ইউপিএসসি-র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পান পশ্চিমবঙ্গের দুই বঙ্গসন্তান শ্যামল সরকার এবং দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়। দুয়জনই প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী। এ ছাড়াও ওই ব্যাচের আইএএসদের মধ্যে ছিলেন যাদবপুরের প্রাক্তনী অশোক সরকার, চন্দনা খান প্রমুখ। সংরক্ষিত আসনে ছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্সের প্রাক্তনী পি কে চৌধুরী। তিনি অসম ক্যাডারের এক আইএএস অফিসারকে বিয়ে করে নিজেও অচিরেই বেঙ্গল ক্যাডার থেকে চলে যান অসম ক্যাডারে।

বহু বছর হল ইউপিএসসি-র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের সেই গরিমা ধূসর হয়ে গিয়েছে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চেষ্টা করেছিলেন ভোল বদলানোর। পারেন নি। মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আসার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করেন এসএনটিসিএসএসসি। এর পূর্ণ দায়িত্ব দেন কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার, আইআইটি-র কৃতী প্রাক্তনী সুরজিৎ করপুরকায়স্থকে। সুরজিৎবাবুও আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে আলোচনায় তিনি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এসএনটিসিএসএসসি-র এই পরীক্ষায় সদ্যঘোষিত সফল পাঁচ জনের নামতালিকা এই প্রতিবেদককে দিয়ে দেন।

যদিও এঁদের একজন প্রকৃতপক্ষে ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। কর্মসূত্রে এখন কলকাতায়।

এসএনটিসিএসএসসি-র দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ নয়, এখানকার মক টেস্ট করেছিলেন তিনি। অপর এক কৃতী বঙ্গললনা এখানে প্রশিক্ষণ নিলেও তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সবই দিল্লিতে। মাঝের একটা অংশ কলকাতার একটি বেসরকারি স্কুলে।

তবে, এসএনটিসিএসএসসি-র এই তালিকার বাইরেও কৃতীদের মধ্যে আছেন পশ্চিমবঙ্গের দু'জন। সর্বভারতীয় তালিকার ৪৬১ নম্বরে আছেন প্রতিভা লামা। ৭৭৫ নম্বর স্থানে আছে ২৯ বছরের জোজিয়া ঢোলকর ভুটিয়ার নামও। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডাইরেক্টোরেট অফ রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ষ্ট্যাম্প রেভিনিউ বিভাগের কর্মী।

সুরজিৎবাবুও কি সত্যি মনে করেন বাংলার পরীক্ষার্থীরা 'উজ্জ্বল ফলাফল' করেছেন এই পরীক্ষায়? তাঁরা ইউপিএসসি-তে 'চিত্তাকর্ষক অবস্থান পেয়ে আমাদের জন্য গৌরব বয়ে এনেছেন'? সুরজিৎবাবুর মতে, 'নিঃসন্দেহে, অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গে এই পরীক্ষার উন্মাদনা বা পরিবেশ ব্যবস্থা নেই... সাধারণভাবে এ সম্পর্কে সমাজের আরও সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস এবং জ্ঞানের প্রয়োজন।'

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায় প্রায় দেড় দশক কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। এর পর বিচারপতি এবং প্রধান বিচারপতি হন কর্ণাটক হাইকোর্টের। এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, 'সর্বভারতীয় ক্রমপর্যায়ে বাংলার কে সেরকম ভালো ফল করলেন? যিনি সবচেয়ে ভালো করেছেন, তিনিও তো ৭৯-তম স্থান পেয়েছেন। খুব দুর্ভাগ্যজনক!'

এই পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের এই ফলে খুশি নন ইউপিএসসি-র '৭৮-এর পরীক্ষায় সর্বভারতীয় ফলাফলে তৃতীয় স্থানাধিকারী রাজ্যের প্রাক্তন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়ও। এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, 'এক একজন আইএএস কী ভীষণরকম ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্যের ভোল বদলে দিতে পারেন, তার অনেক নজীর আছে। এরকম এক অনন্য নজীর নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ওই রাজ্যে গুজরাট ক্যাডারের কৈ কৈলাশনাথন। কেরলের লোক হয়েও তিনি সুদূরপ্রসারী একাধিক কাজ করেছেন।'

পশ্চিমবঙ্গের কৃতীরা কেন এই পরীক্ষায় যথেষ্ঠ আগ্রহ দেখাচ্ছেন না? দীপঙ্করবাবু বলেন, 'বলা যেতে পারে যে এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রদত্ত শিক্ষার মানের অবনতি এবং গত কয়েক দশক ধরে এখানকার মেধাবী শিক্ষার্থীরা ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিকেলে ক্যারিয়ার গড়তে পছন্দ করছে। এই বিষয়গুলিই আমাদের শিক্ষার্থীদের সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সাফল্যের হার কম হওয়ার প্রধান কারণ।'

বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট এবং প্রেসিডেন্সির আর এক প্রাক্তনী, অবসরপ্রাপ্ত চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেল গৌতম ভট্টাচার্য এই রাজ্যে আইএএস-এর সংখ্যাহ্রাসে শঙ্কা প্রকাশ করে এই প্রতিবেদককে বলেন, 'বাংলার জনসংখ্যা ভারতের প্রায় ৮ শতাংশ। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম ৮০০ জনের মধ্যে যদি বাংলার প্রতিনিধি ৬০/৬৫র কম হয় তবে সেটাকে ভালো বলি কি করে? সর্বভারতীয় প্রশাসনে বাংলার আধিপত্য সত্তরের দশকের পর থেকেই কমতে থাকে। ১৯৮৭তে মুসৌরীতে আমরা যখন ৫০তম ফাউন্ডেশনাল কোর্সে জয়েন করি, ৩০৬ জন প্রোবেসনারের মধ্যে বাংলার প্রতিনিধি ছিল মাত্র সাতজন। পরবর্তীতে অনুপাতটা আরো কমে যায়।এই করুণ দশা পাল্টেছে বলে মনে হয় না। তবু আমি রাজ্য সরকারের উদ্যোগে যে সত্যেন্দ্রনাথ টেগোর সিভিল সার্ভিসস স্টাডি সেন্টার হয়েছে তাকে সাধুবাদই জানাবো। অবস্থার আমূল কিছু পরিবর্তন না হলেও, সরকারের এই উদ্যেগে সমস্যাটার সমাধানে একটা সচেতনতা ইঙ্গিত করে।:

তাঁর মতে, 'শুধু কি সিভিল সার্ভিসেই আমরা পিছিয়ে পড়েছি? অন্যান্য সর্বভারতীয় এন্ট্রান্স পরীক্ষাতেই বা আমরা কোথায় আছি? আই.আই.টি এন্ট্রান্স, আই.আই.এম. এতে ঢুকবার খুষ্ট পরীক্ষা বা সর্বভারতীয় মেডিক্যাল পরীক্ষার প্রথম একশ জনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষার্থিরা কি ৭-৮ জনও থাকে? একেবারেই না, সেটাই আমাদের ব্যর্থতা।'

সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক এই পরীক্ষায় এ রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের ঘুরে দাঁড়ানোর পথ কী? শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আইনের শাসন কায়েম করতে হবে। অধঃপতন রুখতে হবে। '৬৭ থেকে শুরু হয়েছে অধঃপতন। ভবিষ্যৎ বড় খারাপ!' এ ব্যাপারে প্রাক্তন সিপিএমজি গৌতম ভট্টাচার্যর কথায়, 'হয়তো আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শ্রমবিমুখতা এবং উচ্চাশার অভাবই পশ্চিমবঙ্গকে রাজ্যগুলির মধ্যে নীচের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানে প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে আমরা যে পিছিয়ে পড়ছি সেটা বুঝতে পারা এবং সেটা বুঝলেই সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হওয়ার তাগিদ আসবে।'

আজীবন কৃতি দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের কথা এই লেখায় আগে উল্লেখ করেছি। তাঁর দুই পুত্রের বড়জন ভ্যাঙ্কুবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কনিষ্ঠ পুত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি তথ্য প্রযুক্তি সংস্থায় ভালো কাজ করেন। 'ওঁদের কখনও আইএএস পরীক্ষায় বসতে বলেছিলেন?' 'ওঁরা কি কখনও নিজে থেকে আগ্রহ দেখিয়েছিল?' 'আপনি যদি এখন নবীন হতেন তাহলে কি আইএএস হওয়ার চেষ্টা করতেন'? এই তিনটি প্রশ্নের উত্তরেই দীপঙ্করবাবু বলেন, 'না'।

কেন না? সেই যুক্তিও দেখিয়েছেন দীপঙ্করবাবু। এই লেখায় সেটা হয়তো বাহুল্য।

আমরা করব জয়... একদিন

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে আপনি আপনার মনের কথা কাউকে সেয়ার করলে আপনার কোনো উপকার হবে। সে দিন আজ আর নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে উল্টে বিপদ বেড়েছে মারাত্বক। দেখা গেলো আপনি যাকে প্রবল বিশ্বাসে কোনো কথা বললেন সে সেই সময়ে সমব্যাথী এর ফেক নাটক করলেও পরে আপনি বুঝতে পারবেন পরে কি সাংঘাতিক প্রতিশোধ নিয়ে নেবে। এখন এমনই দিনকাল। একটা সময় কিন্তু এমনটা ছিল না। একটা মূল্যবোধ ছিল। মানুষের মধ্যে মানবিকতা দেখা যেত প্রবল। কিন্তু এখন সবকিছু উধাও। তাই মানুষ এখন বড় বেশি হতাশ। কি করবে মানুষ! তার একাকীত্ব তো আর কাটে না। সে কি করবে কোথায় যাবে তাই বুঝে উঠতে পারে না। চলুন একটা বোকা ঘটনায় গুরে আসি।

এমন কোনো মানুষ নেই যার জীবনে কোনো দুঃখ নেই। এমন কোনো মানুষ নেই যার জীবনে কোনো কষ্ট নেই। এমন কোনো মানুষ নেই যার জীবনে কোনো হতাশা নেই। বরং এমন অনেক কিছু আছে যা মানুষ তার নিজ জীবনে বয়ে বেড়ায়। কিন্তু তাই বলে ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেনো! জীবন তো একবার। জীবন তো সুন্দর। জীবন তো মায়ায় জড়ানো এক ক্ষেত্র। তাতে চড়াই উতরাই থাকবে, থাকবেই। কোনও মানুষ এটাকে অস্বীকার করতে পারে না। তবে যে খুব চট করে সব কিছু সামলাতে যে পারে তাকে রোখা মুস্কিল। এটা কোনো অসাধ্য সাধন করা নয়। এটা হলো নিজের প্রতি নিজের বিশ্বাস। আমরা সেই বিশ্বাসে প্রতি মুহূর্তে বেঁচে থাকি। আমাদের কাজের প্রতি বিশ্বাস আমাদের জীবনে এক গতি আনে। আমরা নিজেদের নিয়োজিত করতে পারি অসীম বিশ্বাসে। আমদের শরীরের প্রতিটি ধমনী শিরায় আমরা বেছে থাকি। তবে আমাদের উপভোগে বাঁচতে হবে। আমাদের নিজেদের জাগতে হবে। আমাদের মধ্যে অসীম ভালোবাসা থাকতে হবে। এটা একদিনে বা একবারে তৈরি হয় না। তৈরি হতে লাগে অসীম সময়। আর আত্মবিশ্বাস থাকলে আর কোনো কিছুর তেমন কিছু প্রয়োজন হয় না। তাই আত্মবিশ্বাসকে জাগাতে হবে। সেটা যে যত তাড়াতাড়ি রপ্ত করে তার সাফল্য তত তাড়াতাড়ি হয়।

এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে আপনি আপনার মনের কথা কাউকে সেয়ার করলে আপনার কোনো উপকার হবে। সে দিন আজ আর নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে উল্টে বিপদ বেড়েছে মারাত্বক। দেখা গেলো আপনি যাকে প্রবল বিশ্বাসে কোনো কথা বললেন সে সেই সময়ে সমব্যাথী এর ফেক নাটক করলেও পরে আপনি বুঝতে পারবেন পরে কি সাংঘাতিক প্রতিশোধ নিয়ে নেবে। এখন এমনই দিনকাল। একটা সময় কিন্তু এমনটা ছিল না। একটা মূল্যবোধ ছিল। মানুষের মধ্যে মানবিকতা দেখা যেত প্রবল। কিন্তু এখন সবকিছু উধাও। তাই মানুষ এখন বড় বেশি হতাশ। কি করবে মানুষ! তার একাকীত্ব তো আর কাটে না। সে কি করবে কোথায় যাবে তাই বুঝে উঠতে পারে না। চলুন একটা বোকা ঘটনায় গুরে আসি।

এই তো সেদিনের কথা। এই তিলোত্তমা তে ঘটে গেলো কি কান্ড। একটি ছেলে জামশেদপুরে যাবে বলে সে ব্যারাকপুর তার আত্মীয়ের বাড়ি থেকে রওনা হলো। একটা লাগেজ নিয়ে শিয়ালদহ নেমেছে। তখন ভোর সাড়ে পাঁচটা হবে তবে। নামা মাত্রই তাকে কয়েকজন মিলে একটি গেম শোতে খেলতে বলল। কি না সেখানে একটি পারফিউম পাওয়া যাবে। ছয় জনের টিম। সাতজন লাগবে তাই সে হলো সেই সাতের একজন। ছেলেটি বোকা দেখে দু হাজার টাকা কৌশলে নেওয়া হলো। বলা হলো এই খেলাটাই জিতলে সে তার নিজের টাকা ও পারফিউম সব পাবে। পারফিউম পেলো। এবার সে টাকা চাইল। চাইতেই মার। আবার মার। মারের পর মার। সে হতবাক! এবার সে কি করবে! সে এবার মুচি পাড়া থানায় গেলো। থানা কমপ্লেন নিলো। তারপর! ছেলেটার তো টাকার দরকার। সে আবারো সেই জায়গায় গেলো। আবারো ছেলেদের কাছে টাকা চাইল। আবারো মার। ততক্ষণে সে পাশের সকলকে বলল যে এরা আমার টাকা নিয়েছে দিচ্ছে না কিছু করুন। কিন্তু কেউ কিছু করলো না। ছেলেটা শিয়ালদহ থেকে বাসে চেপে লালবাজারে এলো। এবার সে ঠিক করলো এখানে কমপ্লেন করবে । করলো। সে দাঁড়িয়ে আছে। তার কেমন ধারণা হয়েছে যে সে কমপ্লেন করলেই তৎক্ষণাৎ টাকা তো পাবেই উল্টে তারা চরম সাজাও পাবে। ছেলেটি বোকা না চালক কি বলবেন বলুনতো! এমনটা তো হয় না। সেখানে ওনাকে বোঝানো হলো আপনি যদি হাওড়া থেকে সাড়ে ছ'টায় ট্রেন ধরবেন তবে কেন আপনি ওখানে গেম শোতে যাবেন? আপনার তো তখন গাড়ি ধরার তাড়া থাকবে। ছেলেটি বলে আসলে আমি ওই পারফিউমটি পেতে খেলেছিলাম। তাহলে আপনি এখন কি চান? ছেলেটি বলে-- আমার ট্রেন তো বেরিয়ে গেছে,পরের ট্রেনে ফিরে যেতে হবে। তাই যান। না আমার কাছে কোনো টাকা নেই। তাই কিভাবে যাবো? তাহলে আপনি ব্যারাকপুরের বাড়িতে ফিরে যান। না, আসলে উনি হার্টের পেসেন্ট তাই ওখানে যেতেও অসুবিধা আছে। তাহলে আপনি কোনো বন্ধু বান্ধব থেকে ফোন পে তে টাকা ধার নি, তবেই তো সমস্যা মিতে গেলো। তা তেমন কেউ.....তার থেকে বরং আপনি যদি দুই তিন শো টাকা দেন তবেই হবে। অফিসার দিলেন। বললেন আপনার নম্বরটা দিন তাহলে আমি টাকাটা ফেরত দিয়ে দেবো। অফিসার বললেন আপনাকে ফেরত দিতে হবে না আপনি আসুন। ছেলেটি চলে যান। অফিসার আবার ডাকলেন। বললেন আমার টাকাটা দেখান তো? ছেলেটি হাতড়াতে থাকে। পায় না। বললেন আপনি পকেটে রাখতে গিয়ে ফেলে দিয়েছেন। এই নিন, আর আসুন।

দেখুন এ কেমন ছেলে! যার ট্রেনের তাড়া থাকবে সে কেনো ওরকম জুয়ায় যাবে? এর জন্যে কোনো সহানুভূতি না করাটাই ভালো। এ যত ঠকবে ততই শিখবে। আর ভাগ্য একে নিজেরই বদলাতে হবে। কিন্তু এর বাইরেও তো বড় জীবন পড়ে আছে। আপনি ঠিকই ধরেছেন এমন অনেক মানুষ আছেন যাদের আত্মবিশ্বাস একেবারে তলানিতে। কোনো কিছুতে তার নিজের প্রতি নিজের কোনো বিশ্বাস নেই। এমন অনেককেই দেখতে পাবেন তারা অনেকটাই অন্যের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকেন। অনেকে এমন আছেন যারা কিনা মুখে বড় বড় কথা বললেও কার্যকালে উধাও হয়ে যান। মানে সমস্যা অনেক। একভাবে তার সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই সেই সব ক্ষেত্রে নিজেকেই নিজের সমস্যার সমাধান করতে হবে। আমরা দেখেছি মানুষের অর্থনৈতিক, মানুষিক, শারীরিক, দাম্পত্য, ব্যপসা, চাকরি, বাড়ি, সংসার, অভাব কত কত সমস্যার মধ্যে মানুষ ঘুরপাক খাচ্ছে। কেউ এর সলভ খুব চট করে করছে তো কেউ তো করতে পারছে না। তবে যায় হোক না কেন লড়াইটা কিন্তু আপনার নিজের। আপনি যতদিন লড়াই করতে পারবেন ততদিন ময়দান আপনার। আর না পারলেই আপনি শেষ। আপনি পিছিয়ে পড়বেন। আপনার আশেপাশে কাউকে দেখতে পাবেন না। তবে সব ক্ষেত্রে ভয় পেলে চলবে না। জীবন আপনার। চলার পা'ও আপনাকে দেওয়া আছে। তবে কেনো আপনি পারবেন না ? তবে কেনো আপনি হেরে যাবেন? আপনার ভরসা আপনি নিজেই। কে কি করলো তাতে আপনার কি যায় আসে। আপনি সঠিক কাজ সঠিকভাবে করতে পারলেই তো কেল্লাফতে। নিজের প্রতি বিশ্বাস আর ভালোবাসা থাকলে কেউ আপনাকে রুখতে পারবে না। আপনি আপনার নিয়ামক। আপনি আপনার নেতা। এই দুনিয়ায় কেউ কারো নয়। আপনার জায়গা আপনাকে তৈরি করতে হবে। কেউ আপনাকে এক ইঞ্চি জায়গা দেবে না। তাই আপনার ঘর আপনাকেই সামলাতে হবে। আমরা প্রত্যেকে সেটা পারি। কিন্তু পারার টেকনিক টি ঠিকমতো জানি না। তবে চেষ্টা করলেই পারি। আসুন না আমরা সবাই সেই চেষ্টাতেই মাতি ভালোবাসা দিয়ে, সততা দিয়ে, নিষ্ঠা,পবিত্রতা দিয়ে। কি পারব না? মনে আছে আমাদের সেই বিখ্যাত লাইনটি --- আমরা করবো জয়, আমরা করব জয়... নিশ্চয় চ....ই একদিন।

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

আনন্দকথা

'মা কি আমার কালো রে!
কালোরূপ দিগম্বরী, হৃদপদ্মে করে আলো রে।।
পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিত নাভিজানতি মামেভাঃ পরমব্যয়ম্।।
(গীতা — ৭/১৩)
এ সংসার কেন?
শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদির প্রতি) — বন্ধন আর মুক্তি — দুয়ের কাঁই তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হলেই মুক্ত। তিনি ''ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী তারিণী''।
এই বলিয়া গন্ধর্বনিন্দিতকণ্ঠে রামপ্রসাদের গান গাহিতেছেনঃ
শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি (ভবসংসার বাজার মাঝে)।
(ওই যে) আশা-বায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি।।
কাক গণ্ডি মণ্ডি গাঁথা, পঞ্জরাদি নানা নাড়ী।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি।।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মুহূর্তে বাঁচলেন বারাসাতের পর্যটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: মুহূর্তের ব্যবধান। কাশ্মীরের মৃত্যু উপত্যকা থেকে বাঁচলেন বারাসাতের দম্পতি। তবে এখনও সুরক্ষিত ভাবে আটকে আছেন দম্পতি। সামান্য সময়ের বিলম্ব হলেই বাঁচার সম্ভাবনা ছিল না। বিষয়টি ভাবলেই রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে বারাসতের নবপল্লীর বাসিন্দা নবনীতা ভট্টাচার্য বাগচি, তাঁর সঙ্গে থাকা স্বামী ও অন্য দু'জনের। এলাকা ছাড়তেই জঙ্গিদের গুলিতে ঝাঁজরা হয়েছে বহু মানুষ। প্রাণ হারালেন অজস্র পর্যটক।

ভয়ংকর হয়ে ওঠা ভূস্বর্গের উদ্দেশ্যে বারাসত থেকে কয়েকদিন আগেই রওনা দেন নবনীতা দেবী, তাঁর স্বামী শান্তনু এবং নবনীতা দেবীর ছোটবেলার বান্ধবী অর্পিতা ভট্টাচার্য ও তাঁর স্বামী সত্যব্রত। সেদিনের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে বারবার বলছেন, ভাগ্যের জোরেই তারা বেঁচে ফিরেছেন। চার জনই এখন সুরক্ষিত। যদিও তারা কাশ্মীরে আটকে আছেন। তবুও তাঁর বাড়িতে থাকা আত্মীয় পরিজনের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই মিশ্র। তাঁরা একাধারে উদ্বেগের পাশাপাশি কিছুটা হলেও স্বস্তি অনুভব করছেন। নবনীতা ভট্টাচার্য বাগচির পুত্র অনুভবের বক্তব্য, ভাগ্যের জোরে তার বাবা-মা বেঁচে ফিরছেন। নবনীতা দেবী দূরাভাষে জানিয়েছেন সেদিনের অভিজ্ঞতার কথা। এখনও পর্যন্ত কোনও সরকার থেকেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি এও জানিয়েছেন তিনি।

বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির পোস্টার বসিরহাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: হিঙ্গলগঞ্জের পর বাদুড়িয়া। আবার বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, তছরুপের বিরুদ্ধে ছবি দিয়ে পোস্টার বিজেপি বাঁচাও কমিটির। বিজেপির নবনির্বাচিত সভাপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির পোস্টার। অভিযোগ অস্বীকার বিজেপি সভাপতির। বিজেপির পালটা অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

৪৮ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে, ফের বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে পোস্টার পড়ল, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট বিজেপির সাংগঠনিক জেলার বর্তমান কনভেনর বিকাশ শিং, কো কনভেনার অর্জুন দে ও বিশ্বজিৎ পালের বিরুদ্ধে। বাদুড়িয়া বিধানসভা এলাকায় বাজার চাতরা, বাজিতপুর সহ একাধিক জায়গায় ছবি দিয়ে পোস্টার পড়েছে। এই নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অভিযোগ, বর্তমান বসিরহাট বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য নির্দেশে ভিন্ন ভিন্ন বিধানসভায় ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। আর্থিক তচছরুপ অভিযোগ রয়েছে সেই পোস্টারে। লেখা রয়েছে, সন্দেশখালির টাকা তোলার দায়িত্বে বিকাশ শিং, বাদুড়িয়ার জন্য অর্জুন দে, বিশ্বজিৎ পাল। টাকি পুরসভায় সুজিত বিশ্বাস। এদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। টাকা তোলার জন্য এই দুর্নীতি নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বসিরহাট মহকুমা জুড়ে।

ইতিমধ্যে বেশকিছু জায়গায় পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। গত ৪৮ ঘন্টা আগে হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার কনভেনার অভিজিৎ দাসের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির পোস্টার পড়েছিল বিভিন্ন এলাকায়। বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সমিক রায় অধিকারী বলেন, উজ্জ্বলা গ্যাসের নাম করে টাকা তোলা আবার কখনও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নামের অর্থ তোলা হয়েছিল। এরকম অনেক অভিযোগ উঠেছে বসিরহাট জুড়ে। বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ঠেকাতে হয়তো তৃণমূলকে কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে। বিজেপির জেলা সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য বলেন এগুলো তৃণমূল চক্রান্ত করে পোস্টার ফেলছে আমাদের মধ্যে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই এগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

আশিয়ানা হাউজিং লি.

CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিশ

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য, যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	রণধীর কুমার যুগ্ম জগন্নাথ প্রসাদ সহ	২০৫৫৩	৩৯৩৯	৭৪৩২৬৯১-৭৪৩৭০৬৫	৪৩৭৫

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ২৩ এপ্রিল ২০২৫

বিডিওর চেম্বারে দাদাগিরির অভিযোগে ধৃত তৃণমূল নেতা সহ ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: আউশগ্রাম-২ নম্বর ব্লকের প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়ায় মঙ্গলবার দুপুরে। সরকারি অফিসে ঢুকে বিডিওকে প্রকাশ্যে গালিগালাজ, মারধরের হুমকি, এমনকি 'চামড়া তুলে নেওয়া'র মতো ভয়ঙ্কর ভাষায় হুমকির অভিযোগ ওঠে স্থানীয় তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে আউশগ্রাম থানার পুলিশ।

ধৃতদের মধ্যে অন্যতম, আউশগ্রামের তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন ব্লক কার্যকরী সভাপতি অরূপ মির্ধা। তার সঙ্গে ধরা হয়েছে আবদুর শুকুর শেখ ও আশারুল হক মণ্ডল ওরফে হীরাকে। জানা গিয়েছে, অরূপের বাড়ি ভাল্কি গ্রামে, শুকুর ভূয়েরা এবং হীরা পুবার গ্রামে থাকেন। বুধবার ধৃতদের বর্ধমান আদালতে তোলা হয়।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিকেলে আউশগ্রাম-২ ব্লকের বিডিও চিন্ময় দাস তাঁর চেম্বারে বসে এলাকার উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন ভাল্কি অঞ্চলের উপপ্রধান শেখ সাদিরুল ও কয়েকজন জনপ্রতিনিধির সঙ্গে। ঠিক সেই সময় হঠাৎ করেই চেম্বারে ঢুকে পড়ে অরূপ মির্ধা, শুকুর ও হীরা তাঁদের দলবল নিয়ে। অভিযোগ, অরূপ মির্ধা এবং তার অনুগামীরা বিডিওকে কটাক্ষ করে, ভয় দেখায় এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করে। এমনকি চেম্বারেই উপপ্রধান সাদিরুলকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। চড়া ভাষায় বিডিওকে হুমকি দিয়ে অরূপ বলে, 'মেরে চামড়া খুলে নেব।' এরপর বিডিও-কে খুনের হুমকি দেওয়া হয়।

ঘটনার পরেই বিডিও চিন্ময় দাস লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আউশগ্রাম থানায়। পুলিশ ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে। পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের দল কোনও অবস্থাতেই গালিগালাজ বা হুমকিকে প্রশ্রয় দেয় না। অরূপ মির্ধা বারবার সীমা অতিক্রম করেছে, তাই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। আমি রাজ্য নেতৃত্বকে সব জানিয়েছি।'

অরূপ মির্ধার বিরুদ্ধে অতীতেও একাধিক অভিযোগ রয়েছে। ভোটের সময় পুলিসকে হুমকি, ব্লক সভাপতিকে হেনস্থা এবং সম্প্রতি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির সঙ্গেও অভব্যতা। সব মিলিয়ে তার 'দাদাগিরি' আউশগ্রামে নতুন কিছু নয়। এই ঘটনার জেরে প্রশ্ন উঠছে শাসকদলের নৈতিক অবস্থান নিয়ে। বিশেষ করে যখন ধৃত অরূপ মির্ধা নিজেই আদালতে যাওয়ার সময় বলে ওঠেন, 'আমার ওপর অনুব্রত মণ্ডল আর বিধায়ক অভেদানন্দ থাণ্ডার আছেন।'

বিরোধীদের দাবি, একজন জনপ্রতিনিধি কীভাবে এই ধরনের দুষ্কৃতমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত নেতাকে প্রশ্রয় দেন। আউশগ্রামের বিধায়ক অভেদানন্দ থাণ্ডারকে একাধিকবার ফোন করা হলেও, তিনি ফোন ধরেননি। এই ঘটনায় নিন্দায় মুখর সাধারণ মানুষও। প্রশাসনের অফিসে ঢুকে এক সরকারি অফিসারকে যেভাবে হেনস্থা করা হয়েছে, তা রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোর ওপরই বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

কয়লার গাড়ির ধাক্কায় মৃত চালক, দেহ আটকে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে সাতটা নাগাদ লাউদোহার নাকড়াকোন্দা এলাকায় পাণ্ডবেশ্বর লাউদোহা রাস্তার ওপর কয়লার গাড়ির ধাক্কায় মৃত নরেশ রুইদাস নামে বছর ৩৫ এর এলাকারই এক ছোট গাড়ির চালক। ঘটনা ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা। মৃতদেহ রাস্তায় রেখে চলে স্থানীয়দের বিক্ষোভ। এলাকায় বারবার বেপরোয়া ভাবে কয়লার গাড়ি যাতায়াতের কারণে দুর্ঘটনা ঘটতেই থাকে তবুও উদাসীন প্রশাসন। স্থানীয় বাসিন্দা প্রণব রুইদাস জানান, যেভাবে এই এলাকার রাস্তার উপর দিয়ে প্রতিনিয়ত বেপরোয়া ভাবে কয়লার গাড়ি যাতায়াত করে তাতে এই রাস্তা সবসময় দুর্ঘটনা প্রবণ হয়ে উঠছে। তিনি জানান, এলাকারই বাসিন্দা একটা ছোট গাড়ি চালক। সেদিন তার গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাস্তা পার করছিল। হঠাৎ একটা বেপরোয়া কয়লা বোঝায় গাড়ি তাকে সোজাসুজি ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত্যুর খবর ছড়াতে এই এলাকার বাসিন্দারা বিক্ষোভ ফেটে পড়েন। ক্ষতিপূরণের দাবিতে মৃতদেহ রাস্তায় রেখে চলে বিক্ষোভ। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছলে পুলিশকে মৃতদেহ তুলতে বাধা দেয় স্থানীয় বিক্ষোভ গাড়ি জনতা। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত রাস্তার ওপর থেকে মৃতদেহ তুলতে দেয়নি স্থানীয় জনতা বলে সূত্রের খবর।

নেক্সোমি ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড

(পূর্বতন এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)
রেজি. অফিস : 'বৈভব' ৪এফ, ৪, লি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০
CIN : L74300WB1983PLC036342
টেলি নং : ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/ ৭৪০২ **ইমেল :** smifcap@gmail.com, cs.smifs@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.smifscap.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) অ্যাকাউন্টে শেয়ার স্থানান্তরের জন্য **(কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২৪(৬) অনুসারে)**

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২৪(৬) এবং ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) বিধিমালা, ২০১৬ ("দি রুলস") এর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, কোম্পানিকে সেই শেয়ারগুলি, যার লভ্যাংশ টানা সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে অপ্রদেয় বা দাবিহীন ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করতে হবে। কোম্পানি সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেছে ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরের চূড়ান্ত লভ্যাংশ এবং কোম্পানি কর্তৃক ঘোষিত এবং প্রদত্ত সমস্ত লভ্যাংশ গ্রহণ করেননি, যা উক্ত নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য দায়ী।
যেসব শেয়ারহোল্ডার টানা সাত বছর ধরে তাদের লভ্যাংশ গ্রহণ করেননি এবং যাদের শেয়ার এবং লভ্যাংশের পরিমাণ আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের জন্য দায়ী, তাদের একটি তালিকা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com-এ প্রদর্শিত হয়েছে।
শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে উক্ত ঠিকানায় উল্লিখিত প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিয়ে শেয়ার এবং দাবি না করা লভ্যাংশের পরিমাণ দাবি করতে।
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক বৈধ দাবি না পাওয়া গেলে, কোম্পানি নিম্নে উল্লিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরবর্তী নোটিশ ছাড়াই উক্ত শেয়ারগুলি আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করবে :

১. ভৌত আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে - সংশ্লিষ্ট সদস্যদের পক্ষ থেকে বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করে এবং তারপর আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে।
২. ডিম্যাট আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে - ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সহায়তায় শেয়ারগুলি সরাসরি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উক্ত বিধি অনুসারে দাবি না করা লভ্যাংশের পরিমাণ এবং আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনও দাবি করা যাবে না। যে কোনও ব্যক্তির শেয়ার/অপ্রদেয় লভ্যাংশ তহবিলের ধারা ১২৪ এবং ১২৫ এর বিধান অনুসারে বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শেয়ার/লভ্যাংশ দাবি করতে পারেন, তিনি www.iepf.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ ফর্ম আইইপিএফ -৫-এ একটি অনলাইন আবেদন জমা দিয়ে কোম্পানিতে একটি অনুলিপি জমা দিতে পারেন।
এই বিষয়ে যেকোনো তথ্য/স্পষ্টীকরণের জন্য, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা smifcap@gmail.com/cs.smifs@gmail.com এই ঠিকানায় কোম্পানিকে লিখে জানাতে পারেন বা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট- মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন.মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা ৭০০০০১, টেলিফোন ০৩৩-২২৪৩৫০২৯/২২৪৮২২৪৮-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ইমেল : mdpldc@yahoo.com.

নেক্সোমি ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড'এর পক্ষে
(পূর্বতন এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)
স্বা/-
(পুনম ভাটিয়া)
কোম্পানি সেক্রেটারি তথা কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৩.০৪.২০২৫

কাকদ্বীপ শাখা

Bank of Baroda
"ললিত ভিলা" গ্রাম এবং পোস্ট - কাকদ্বীপ, থানা - কাকদ্বীপ, জেলা - ২৪ পরগনা (দ), পিন - ৭৪৩৩৪৭
ইমেল আইডি : kakdwi@bankofbaroda.co.in

পরিশিষ্ট ৪ রুল [৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব বরোদা, কাকদ্বীপ শাখা,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৮.০২.২০২৫** তারিখে **শ্রীমতী পূর্ণিমা দাস বেরা আইনি উত্তরাধিকারী (স্বামী প্রয়াত অসিত বেরা বৈদ্যনগর, গণেশপুর, কাকদ্বীপ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৩৪৭** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৭,৪৩,৭৪৭.৬১ টাকা (সতের লাখ তেতাল্লিশ হাজার সাতশ সাতচল্লিশ টাকা এবং একষট্টি পয়সা) টাকা ১৭.০২.২০২৫ অনুযায়ী** অধার্য পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **২১ এপ্রিল ২০২৫** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব বরোদা নিকট বকেয়া ১৭,৪৩,৭৪৭.৬১ টাকা (সতের লাখ তেতাল্লিশ হাজার সাতশ সাতচল্লিশ টাকা এবং একষট্টি পয়সা) টাকা ১৭.০২.২০২৫ অনুযায়ী** অধার্য পরবর্তী সুদ, মূল্য, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ২.৫ ডেসিমেল বাস্তু জমি এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন , আরএস দাগ নং ২৬২৩, এলআর দাগ নং ৩৩৯৪, আরএস খতিয়ান নং ১৫৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৪০৮০,বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১২০৯০, মৌজা : গণেশপুর, জেএল নং ১১, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প্রতাপ আদিত্য নগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন (সম্পত্তি শ্রী অসিত বেরার নামে)।
উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : পঞ্চায়েত সড়ক; **দক্ষিণে :** সুকুমার প্রধান এর সম্পত্তি; **পূর্বে :** রামপ্রসাদ ভকত; **পশ্চিমে :** স্নেহেন্দু দাস।

তারিখ : ২১.০৪.২০২৫
স্থান : কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

মর্গে মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধে নাজাহাল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল জেলা হাসপাতাল চত্বরে থাকা মর্গে মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধে নাজাহাল এলাকাবাসী। স্বভাবতই সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদন স্থানীয় বাসিন্দাদের। আসানসোলের এসবি গড়াই রোড সংলগ্ন আসানসোল এই মর্গে মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য ৪২ টি ড্রয়ার করা হয়। এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৬টি মেশিন বসানো হয়। কিন্তু সম্প্রতি কালে এই মেশিনগুলির মধ্যে মর্গের বাইরে থাকা চারটে চুরি হয়ে যায়। এবং বারোটা মেশিন বিকল হয়ে পড়ে। ফলে মৃতদেহ পচনের কারণে আশেপাশে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে।

যদিও হাসপাতাল সূত্রের খবর পিডব্লিউডিকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে। এবং স্বাস্থ্য ভবনে খবর পাঠানো হয়েছে। ইদানিং বারোটা খারাপ যন্ত্রের মধ্যে ছটা মেশিনকে সারানো হয়েছে বাকিগুলো খুব শীঘ্রই মেরামত হয়ে যাবে।

স্থানীয় বাসিন্দা বিজয় সাউ বলেন আগে দাবিহীন মৃতদেহকে দীর্ঘদিন ধরে স্তূপাকৃত আকারে ফেলে রাখা হতো। ফলে ওই মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধের জেরে এলাকাবাসীরা এক প্রকার দুর্বিষহ ভাবে জীবন যাপন করত। পরে সরকার শীততাপ নিয়ন্ত্রিত মর্গ করার ফলে সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু পুনরায় তারা এই যন্ত্রণার শিকার।

ওই এলাকার বাসিন্দা বাপ্পা মজুমদার বলেন, চুরি হোক বা খারাপ হোক প্রশাসনের কাছে আবেদন স্থানীয় বাসিন্দাদের দিকে নজর দেখে সমস্যার দ্রুত সমাধান করা। স্থানীয় ব্যবসায়ী পিন্টু রায় বলেন অবিলম্বে স্থানীয় বাসিন্দা এবং পরিবেশের দিকে নজর রেখে সমস্যার সমাধান করা উচিত। উল্লেখ্য বর্তমানে হাসপাতাল চত্বরে রয়েছে পুলিশ ক্যাম্প। অথচ মর্গের মেশিন চুরির ঘটনা কেন তাদের নজর এলো না তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উঠেছে। এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি সেন্ট্রাল বিশ্বজিৎ নস্কর বলেন বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।

এআইডিএসওর পতাকা বাঁধা নিয়ে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজের গেটে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেয় এসইউসিআইয়ের ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও। কর্মসূচির শুরুতেই কলেজের মূল গেটে ছাত্র সংগঠনের নাম লেখা ফেস্টুন টাঙানোর চেষ্টা করেন এআইডিএসও কর্মীরা। এইসময় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীরা কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে এআইডিএসও কর্মীদের বাধা দিলে দুই সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে বচসা বাধে। দু'পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কিও বেধে যায়। এইসময় এক তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কর্মী হকি স্টিক নিয়ে ডিএসও কর্মীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করে বলেও অভিযোগ। তবে শুধু তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কর্মীরাই নয় কলেজের মূল গেটে ডিএসওর ফেস্টুন বাঁধতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে কলেজের নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধেও। ছবিতে দেখা যাচ্ছে কলেজের পুরুষ নিরাপত্তারক্ষী এক মহিলা ডিএসও কর্মীর শরীরে হাতে দিয়ে তাঁকে কলেজের গেট থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। গোটা ঘটনায় হামলাকারী তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কর্মী ও অভিযুক্ত নিরাপত্তারক্ষীর শাস্তির দাবীতে সরব হয়েছেন এআইডিএসও কর্মীরা। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এই ঘটনায় তাঁদের যোগ অস্বীকার করেছে।

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রেজিস্টার্ড ডাকে এ/ডি সহ প্রেরিত বন্টন ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অবগত করা হচ্ছে

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৯ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং
৪২-সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/140/2020
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
শ্রী কালাচাঁদ দাস

প্রতি,
(সিডি ১) শ্রী কালাচাঁদ দাস, নব নগর, পশ্চিম পাড়া ২, থানা - নিমতা, উত্তর ২৪ পরগনা, নেতাজি সরণি রোড, বিরাটি, কলকাতা - ৭০০০৫১।
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/915/2016** অনুযায়ী পরিমাণ **৩০,৬৬,৩০৮.০০ টাকা (তিরিশ লাখ ছেষট্টি হাজার তিনশ আট টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১০.৪০ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **১৬.০৮.২০১৬** থেকে সমুদয় শুল্ক **৩৩,০০০ টাকা (তেত্রিশ হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/ সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **২৬.০৮.২০২৫** তারিখে সকাল **১০.৩০টায়** পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ১৪.০৭.২০২২
স্বা/- বনশ্রী গুহ নিয়োগী
রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - ৩

ষষ্ঠ সিন্ধু জয়, বাড়ি ফিরল বর্ধমানের সায়নী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: এশিয়া মহাদেশের মধ্যে প্রথম কোনো মহিলা হিসাবে ষষ্ঠ সিন্ধু জয় করার খেতাব অর্জন করে মঙ্গলবার রাতে আঠারো দিন পর বাড়ি ফেরে পূর্ব বর্ধমান জেলার,কালনার বারুইপাড়া এলাকার বাসিন্দা সাঁতারু সায়নী দাস। মাত্র তিন ঘন্টা একান্ন মিনিটে স্পেনের জিব্রাল্টার প্রণালী জয় করে সদ্য ষষ্ঠ সিন্ধু পার করার মুকুট মাথায় উঠেছে সায়নীর। এরপর তার পরবর্তী লক্ষ্য জাপানের সুগারু চ্যানেল জয়। তা হলেই সপ্তসিন্ধুর শাস্তি সিন্ধু জয় করার খেতাব অর্জন করবে সায়নী। এদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পরেই তাকে শুভেচ্ছা সংবর্ধনায় ভরিয়ে দেয় এলাকাবাসী এবং তার আত্মীয় পরিজনেরা। সায়নী জানিয়েছে, এত কম সময়ে এই চ্যানেল জয় করতে পারবে সেটা সে আগে ভাবেনি। তারা তিনজন সাঁতার কাটতে নামলেও দুজন এই চ্যানেল জয় করতে সক্ষম হয়। আপাতত কয়েকদিন রেস্টের পরই আবার সুগারও চ্যানেলের প্রস্তুতি শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন সায়নী। তার এই সাফল্যে গর্বিত তার দিদি ও জামাইবাবু। তারাও সংবর্ধিত করে সায়নী দাসকে। ১৮ দিন পর সায়নী বাড়ি ফেরায় খুশি এলাকার মানুষ সহ তার মা রুপালি

দাস। তিনি জানিয়েছেন, সায়নী কালনার গর্ব।তার ষষ্ঠ সিন্ধু জয় করার খবর শোনার পর থেকে তিনি আনন্দে আত্মহারা। সেদিন থেকেই মেয়ের অপেক্ষায় ছিলেন।

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে, এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় **''পাবলিক অকশন''** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি)	শারীরিক দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	সুরক্ষিত ঋণ	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1. চন্দন কান্তি চৌধুরী 2. পুলকিতা ঘোষ	সম্পত্তির সমস্ত খণ্ড ও অংশ বহন করে : **অনুসূচি-I** দক্ষিণ 24 পরগণা জেলাতে, থানা মহেশতলা এবং মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 1/নতুন হিসাবে নাম্বারযুক্ত, বাটা রোড, বাটানগর, কোলকাতা-700140 অধীনে মিরপুর মৌজায়, খতিয়ান নং 3, জে.এল. নং 42'তে কার পার্কিং জায়গার সঙ্গে একত্রে ''হাইল্যাণ্ড গ্রীণস'' হিসাবে নামযুক্ত ও জ্ঞাত প্রোজেক্টের 6 নং টাওয়ারের 7ম তলায় 712 বর্গফুট পরিমাপের সমস্ত খণ্ড ও অংশের অ্যাপার্টমেন্ট নং 7এ1। **অনুসূচি-II** দক্ষিণ 24 পরগণা জেলাতে, থানা মহেশতলা এবং মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 1/নতুন হিসাবে নাম্বারযুক্ত, বাটা রোড, বাটানগর, কোলকাতা-700140 অধীনে মিরপুর মৌজায়, খতিয়ান নং 3, জে.এল. নং 42'তে কার পার্কিং জায়গার সঙ্গে একত্রে ''হাইল্যাণ্ড গ্রীণস'' হিসাবে নামযুক্ত ও জ্ঞাত প্রোজেক্টের 6 নং টাওয়ারের 7ম তলায় 712 বর্গফুট পরিমাপের সমস্ত খণ্ড ও অংশের অ্যাপার্টমেন্ট নং 7এ2।	H172992 20721015540, H172992 00721012849	17ই ডিসেম্বর 2024	টাঃ 4,59,200/-	12-02-2024 তারিখের দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে 12/02/2024 তারিখের হিসাবে মোট বাকিপড়া বকেয়া টাঃ2,11,78,173.50/-	টাঃ 45,92,000/-	আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ সকল কাজের দিনে সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা 30 পর্যন্ত	10-06-2025 বেলা 12টা 30 থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ - এ SARFAESI আইনের বধানের অধ নে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় ।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র09/06/2025-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. ''এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড''-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা 10/06/2025-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল 11/06/2025, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শন বা অধিক বিবরণের জন্যে, সম্ভাব্য দরদাতাগণ অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, অর্থাৎ **নাম - সঞ্জয় বিশ্বাস, এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিঃ, পিএস সৃজন, টেক পার্ক, 15তল, ব্লক-ডিএন-52, সেক্টর 5, সল্টলেক, কোলকাতা-700091 এবং সন্তোষ তিওয়ারি, এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিঃ - কার্যালয় : 6ষ্ঠ তল, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের নিকটে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই - 400 098. যোগাযোগের নং 022-68076666.** ই-অকশনের যেকোন পর্যায়ে, অনুমোদিত আধিকারিক, উহার কোনও কারণ আরোপ করা ছাড়াই এবং কোনও আগাম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া ছাড়াই, বিড/অফার গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান/কিছুটা পরিবর্তন/বাতিল বা ই-অকশন স্থগিত করতে পারেন।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 24.04.2025
স্থান: কলকাতা
স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

যুবক খুনে রণক্ষেত্র মালদা, পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ, ইটবৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দুষ্কৃতীদের হামলায় গ্রামের এক যুবক খুনের ঘটনায় রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নিল ইংরেজবাজার থানার অমৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিকেন্দারপুর এলাকা। মঙ্গলবার মধ্যরাতে এমন ঘটনার পর বুধবার সকাল থেকেই দফায় দফায় মালদা - মানিকচক রাজ্য সড়ক অবরোধ করে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ এবং ইট বৃষ্টির অভিযোগ ওঠে। পালটা মোকাবিলায় পুলিশকে লাঠিচার্জ এবং কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে হয় বলেও অভিযোগ। এদিন সকাল থেকে প্রায় সাত ঘণ্টা সিকেন্দারপুর এলাকার মালদা - মানিকচক রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। ঘটনার খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্ভব জৈন বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ওই এলাকায় পৌঁছয়। কিন্তু পুলিশের সামনেই বিক্ষোভকারীরা ইট, পাথর ছুড়ে অশান্তি বাড়ানোর চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ। অবশেষে দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় এদিন বিকেল থেকে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম নিমাই মণ্ডল (২৫)। দুষ্কৃতীদের হামলায় গুরুতর জখম হয়েছে আকাশ গুপ্ত (২৭) এবং সূর্য মণ্ডল (২৮)। তাদের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। সিকেন্দারপুর গ্রামে প্রতিদিন রাতেই একদল দুষ্কৃতীরা তান্ডব চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট এলাকার মন্দিরের চুরি, গৃহস্থ ও ব্যবসায়ীদের বাড়িতেও একইভাবে চুরির ঘটনা ঘটছিল। এরপরই গ্রামবাসীরা পালা করে রাত জাগার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মঙ্গলবার রাত দুটো নাগাদ গ্রামেরই কয়েকজন যুবক পাহারায় ছিলেন। সেই সময় একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতী নিমাই মণ্ডলের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতীদের হামলার হাত থেকে নিমাইকে বাঁচাতে গিয়ে দুই গ্রামবাসী আক্রান্ত হন। দুষ্কৃতীদের হামলায় মধ্যরাতে গুরুতর জখম তিনজন যুবককে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হলে নিমাইয়ের মৃত্যুর কথা জানিয়ে দেন কর্তব্যরত চিকিৎসকরা। আর এই ঘটনার পরেই বুধবার সকাল থেকেই গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের জেরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় সিকেন্দারপুর এলাকা।

বিক্ষোভকারী গ্রামবাসী পাপাই ঘোষ, মনিকা মণ্ডল, রেশমি মণ্ডলদের অভিযোগ, পুলিশকে এব্যাপারে অনেক আগে জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোনওরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পুলিশের যদি কড়া নজরদারি থাকত, তা হলে গ্রামের ওই যুবককে খুন হতে হত না। প্রতিদিন গ্রামে একদল দুষ্কৃতী রাত করে এসে তাণ্ডব চালাচ্ছে। বিভিন্ন মন্দির থেকে দেবদেবীর অলংকার চুরি করছে। ফাঁকা বাড়ির সুযোগে তাণ্ডব চালিয়ে লুট করা হচ্ছে বিভিন্ন জিনিসপত্র, অলংকার, নগদ টাকা। একাধিকবার এমন ঘটনা ঘটেছে। ইংরেজবাজার থানায় বেশ কয়েকবার অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কিন্তু তারপরও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। তাতেই গ্রামবাসীরা নিজেদের নিরাপত্তার বিষয়ে রাত জাগার ব্যবস্থা করেন। এদিন গ্রামের কয়েকজন যুবক রাতে পাহারা দিচ্ছিলেন। সেই সময় একদল দুষ্কৃতীরা এসেই তাদের ওপর হামলা চালায়। একজনকে কুপিয়ে খুন করা হয়। এই ঘটনার পর পুলিশি ভূমিকার প্রতিবাদ জানিয়ে মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান।

এদিন বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা সকাল থেকেই মালদা- মানিকচক রাজ্য সড়কের সিকেন্দারপুর এলাকা অবরোধ করে রাখে। প্রথমে ইংরেজবাজার থানার আইসি সঞ্জয় ঘোষের নেতৃত্বে বিক্ষোভ উঠাতে গেলে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায় বিক্ষোভকারীদের বলে অভিযোগ। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাথর ছোড়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাসের সেল ছুড়ার পাশাপাশি লাঠিচার্জ করতে হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্ভব জৈন জানিয়েছেন, এই ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। একটি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। খুনের ঘটনার সময় সেই ফুটেজ ধরে হামলাকারীদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। এদিন বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বিভিন্নভাবে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। পরে মালদা-মানিকচক রাজ্য সড়ক দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

মধুচন্দ্রিমায় পহেলগাঁওতে দম্পতি, উৎকণ্ঠায় পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মধুচন্দ্রিমার জন্য পহেলগাঁওতে গিয়েছিলেন বালুরঘাটের এক দম্পতি। জঙ্গিহানার ঘটনার সময় ঠিক কাছাকাছি জায়গাতেই ছিলেন তাঁরা। তবে বর্তমানে তাঁরা সুরক্ষিত রয়েছেন। অন্যদিকে পুত্র ও পুত্রবধূ বাড়িতে ফিরে না আসা পর্যন্ত দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে পরিবারের লোকেদের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পুরসভার রবীন্দ্রনগর এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের বৈসরন উপত্যকায় মঙ্গলবারের জঙ্গিহানার ঘটনার সময় কাছাকাছি এলাকায় ছিলেন বালুরঘাটের দম্পতি অনুরাগ মন্ডল এবং তাঁর স্ত্রী দীপান্বিতা দে। গত ১৬ এপ্রিল তাঁরা কাশ্মীরে ঘুরতে গিয়েছিলেন। ঘটনার সময় তাঁরা কাছাকাছি এলাকাতেই ছিলেন। গুলি চলার ঘটনা সামনে আসতেই তড়িঘড়ি তাঁরা কোনও ক্রমে নিরাপদ জায়গায় গিয়ে পৌঁছন। কিন্তু ঘটনার আতঙ্ক এখনও রয়ে গিয়েছে তাদের হৃদয়ে। বাড়িতে ফিরে না আসা পর্যন্ত উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে সময় কাটছে ভূস্বর্গ কাশ্মীরে ঘুরতে যাওয়া সেই দম্পতির পরিবারের লোকেদের।

এবিষয়ে ফোনে অনুরাগ মণ্ডল জানান, হামলার সময় তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন! ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতা তাঁরা শ্রীনগরে পৌঁছে গিয়েছেন। বর্তমানে তাঁরা হোটেলে রয়েছেন। এ বিষয়ে অনুরাগ মণ্ডলের বাবা মৃণাল চন্দ্র মণ্ডল জানান, 'বর্তমানে আমার ছেলে ও পুত্রবধূ হোটেলেই আটকে রয়েছে। আমরা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছি কী ভাবে তাঁরা ফিরে আসবে বাড়িতে। আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি আমার পুত্রবধূ ও সন্তানের পাশাপাশি যারা ওখানে আটকে রয়েছেন, সকলকেই যেন দ্রুত তাদের বাড়িতে ফেরার ব্যবস্থা করা হয়।'

অন্যদিকে, এদিন অনুরাগ মন্ডলের বাবা ও মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যান বালুরঘাট পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দীপান্বিতা দেব সিংহ সহ আরো অনেকে। সব রকম ভাবে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে বালুরঘাট পুরসভার কাউন্সিলর। এ বিষয়ে পুরসভার কাউন্সিলর দীপান্বিতা দেব সিংহ জানান, 'ওরা এখন ভালো রয়েছেন। বিমানে আজ কলকাতায় পৌঁছে যাবে। তারপরেই বালুরঘাটে ফিরবে।'

কাশ্মীরে গিয়ে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হুগলির পর্যটকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ঘর থেকে বেরতে পারছেন না। ভূস্বর্গে বেড়াতে গিয়ে যে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে, এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না জয়ন্ত সমাদ্দারদের। প্রাণে বেঁচে গেলেও উৎকণ্ঠা এখনও কাটেনি। কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হুগলির এক পর্যটক। গত ১৬ এপ্রিল হুগলি থেকে ২৫ জনের একটি দল কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়েছে। ২৮ তারিখ তাদের ফেরার কথা। মঙ্গলবার পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনায় আপতত ভূস্বর্গে হোটেলবন্দি তাঁরা। তাঁদের বেরতে দেওয়া হচ্ছে না বলে জানান জয়ন্ত।

মঙ্গলবার শ্রীনগর থেকে দুপুরে পহেলগাঁওয়ে পৌঁছেই এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখে পড়েন তাঁরা। এখন অন্য চিন্তা, বাড়ি ফিরবেন কী ভাবে?

চুঁচুড়ার একটি ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে পর্যটকদের ওই দল কাশ্মীর গিয়েছে। চুঁচুড়া,পাণ্ডুয়া, সিমলাগড়-সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে পর্যটকরা রয়েছেন ওই দলে। বুধবার পহেলগামের রাস্তাঘাট থমথমে। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। কোনও যানবাহন চলছে না। রাস্তায় টহল দিচ্ছে ভারতীয় সেনা।

পর্যটক জয়ন্ত জানান, মঙ্গলবার বৈসরন ভ্যালিতে যাওয়ার কথা ছিল তাঁদের। কিন্তু তার আগেই জঙ্গি হামলা! কপাল জোরে বেঁচে আছেন, বলছেন জয়ন্ত। তাঁর কথায়, 'আমরা হোটেলবন্দি হয়ে আছি, বেরতে দেওয়া হচ্ছে না। আজকে ভেবেছিলাম নেমে যাব। কিন্তু নামতে দেওয়া হচ্ছে না। প্রশাসন যদি ব্যবস্থা করে তা হলে আমরা নীচে নেমে যাব।'

সিমলাগড় থেকে পরিবার নিয়ে বেড়াতে গিয়েছেন সুমন মণ্ডল। তাঁর মা আরতি মণ্ডল বলেন, 'গত ১৬ তারিখ ছেলে বউমা ও দুই নাতিকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে ঘটনার আগে ছেলের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তারপর আর এখনও কথা হয়নি। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল ভালো আছি কি না?' পর্যটন সংস্থার তরফে সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, মে মাস পর্যন্ত তাঁদের পাঁচটা বুকিং ছিল। ইতিমধ্যে সেগুলি বাতিল হওয়া শুরু হয়েছে।

উৎকণ্ঠা রয়েছে পর্যটকদের পরিবারগুলিরও। হুগলির সিমলাগড়ের জয়ন্ত সমাদ্দার ব্যবসায়ী। বন্ধুরা মিলে কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছেন। সেখানে গিয়ে এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ায় চিন্তায় পরিবারও। বউদি চম্পা সমাদ্দার জানান, সকালে ফোনে কথা হয়েছে। পহেলগামে হোটেলের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু ঘর থেকে কাউকেই বাইরে বেরতে দিচ্ছে না। প্রত্যেকে সুরক্ষিত থাকলেও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।

কাশ্মীরে জঙ্গি হানায় আইবি অফিসার মণীশের মৃত্যুতে শোক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: কাশ্মীরে পাহেলগাঁওতে জঙ্গি হানায় মৃত্যু হয়েছে পুরুলিয়ার ঝালদার বাসিন্দা তথা আইবি অফিসার মণীশ রঞ্জন মিশ্রের। পুরুলিয়ার ঝালদা শহরের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের পুরনো বাঘমুণ্ডি রোড এলাকার বাসিন্দা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিক হিসেবে হায়দরাবাদে কর্মরত ছিলেন তিনি।

তিন ভাইয়ের মনীশ বড় ছিলেন। তাঁর বাবা মঙ্গলেশ মিশ্র ঝালদা হিন্দি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। কয়েক বছর আগে অবসর নিয়েছেন। ঘটনার খবর চাউর হতেই বুধবার সকাল থেকেই পড়শিদের অনেকে ভিড় জমিয়েছেন মণীশদের বাড়িতে। মনীশের ভাই বিনীত বলেন, 'কাল বিকেলেই খবরটা পাই। তাদের কাশ্মীর থেকে বৈষ্ণবদেবী মন্দিরে যাওয়ার কথা ছিল। আমরাও ঘর থেকে সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছিলাম। পথে খবর পেয়ে ফিরে আসি।'

শোকে মুহ্যমান মণীশের বাবা-মা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তারা। ঘটনায় শোকের ছায়া পুরুলিয়ার ঝালদায়। কর্মসূত্রে আইবি অফিসার মণীশ সপরিবারে হায়দরাবাদে থাকতেন বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিক পদে ছিলেন মণীশরঞ্জন মিশ্র। জম্মু ও কাশ্মীরে তিনি স্বপরিবারে বেড়াতে গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার তাঁরা পহেলগাঁওতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। সেখানেই হয় সেই জঙ্গি হামলা। নিরীহ

সাধারণ মানুষদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালানো হয়। সেই গুলিতেই মৃত্যু হয় ঝালদার মণীশের। তাঁর মৃত্যুর খবর মঙ্গলবার পুরুলিয়ার ঝালদার বাড়িয়ে আসে। দুঃসংবাদ শোনার পরেই কান্নায় ভেঙে পড়েন বাড়ির সকলে। শোকস্তব্ধ গোটা এলাকা।

গোটা এলাকার মানুষের কাছ থেকে জানা গিয়েছে অসম্ভব মেধাবী ছিলেন মণীশ একেবারে অন্য প্রকৃতির ছেলে সকলের খুব প্রিয় ছিলেন। ছুটিতে বাড়ি এলে বহু মানুষের সঙ্গে দেখা করতেন তাদের খোঁজখবর নিতেন। বুধবার ঝালদার বাড়িতে শোকাহত পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডির তৃণমূল বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো ও পুরুলিয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো। এদিন বেশ কিছুক্ষণ পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন বিধায়ক ও সভাধিপতি। সমবেদনা জানায় পরিবারের সদস্যদের। বিধায়ক জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা হয়েছে। দ্রুত কী ভাবে মৃতদেহ নিয়ে আসা যায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে। অন্যদিকে এদিন ঝালদায় গিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার কাশ্মীরের ঘটনায় হিন্দুদের ওপর পরিকল্পনা মাফিক আক্রমণ হয়েছে দাবি করে এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ওপর ভরসা রাখার কথা বললেন।

এদিন পুরুলিয়ার ঝালদার তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ওপর ভরসা আছে। প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফর বাতিল করে দেশে ফিরে এসেছেন। পুরো দেশের বিশ্বাস আছে যে সন্ত্রাসবাদ চলছে তা নির্মূল করা হবে। এই ঘটনায় যারা যুক্ত তাদের কারোকে ছাড়া হবে না। মৃত মণীশরঞ্জন মিশ্রের পরিবারের পাশে তিনি রয়েছেন জানিয়ে বলেন, এই আক্রমণ শুধু দেশের ২৭টি পরিবারের ওপর নয় বরং সারা দেশের ওপর এই আক্রমণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি রক্ত বিন্দুর হিসেব হবে। ছাড়া পাবে না কেউ।

কাশ্মীরের ঘটনায় প্রতিবাদ তৃণমূলেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কাশ্মীরের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কুশপুত্তলিকা জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূলের লোকজন। আবার তৃণমূলের এই প্রতিবাদী বিক্ষোভের পালটা তোপ দাগে বিজেপি। তাদের তীব্র কটাক্ষ,পশ্চিমবঙ্গের ঘটনায় আগে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা জ্বালাক তৃণমূল, তারপর অন্য কথা হবে।এই ভাবেই কাশ্মীরের ঘটনার তরজা শুরু আরামবাগে।

বাংলায় মুর্শিদাবাদ সহ বিভিন্ন এলাকায় হিন্দুদের ওপর অত্যাচার নিয়ে প্রতিবাদ না জানালেও কাশ্মীরে হিন্দুদের হত্যা নিয়ে রীতিমতো আন্দোলনে নেমেছে তৃণমূল। এদিকে মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার নিয়ে প্রশ্ন করতেই অস্বস্তিতে তৃণমূল নেতারা। কাশ্মীরে বেছে বেছে হিন্দুদের হত্যার ঘটনায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে দায়ী করে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বুধবার দুপুরে আরামবাগের নেতাজি স্কোয়ারে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কর্মীরা। বিক্ষোভ চলাকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করে তৃণমূল কর্মীরা। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃনমুল চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী।

তাদের দাবি, কাশ্মীরে বেছে বেছে হিন্দুদের মারা হয়েছে। সামনেই অমরনাথ যাত্রা,এইসময়ে হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ বিজেপি সরকার। তাই সরকারের প্রধান দু'জন অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই। এই দাবিতে

সরব তৃণমূলের লোকজন। কিন্তু মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার নিয়ে কেন প্রতিবাদ করেননি আরামবাগ জেলা তৃনমুল চেয়ারম্যান? এই প্রশ্ন করতেই অস্বস্তি এড়াতে পারেননি তিনি। পরিস্থিতি সামাল দিতে তার দাবি, এনিয়ে যা বলার তৃণমূল নেত্রীই বলেছেন। অন্যদিকে তৃনমূলের এই বিক্ষোভ কর্মসূচির তীব্র সমালোচনা করেছে আরামবাগ বিজেপিও। হিন্দুদের ওপর অত্যাচার আর মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করছে তৃণমূল বলে সুর চড়িয়েছেন তাঁরা। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, যারা নিজের ঘর সামলাতেই পারে না। যেখানে চোখের জল সম্বল করে বাঁচতে হচ্ছে সেখানে এই সব তৃণমূল নেতারা কোন মুখে কথা বলছেন। আপনারা আগে ঘর সামলান। পশ্চিমবঙ্গ সামলান। তার পর অন্য কথা বলবেন।

পুরুলিয়ায় বিজেপির বিক্ষোভে সুকান্ত মজুমদার, প্রচুর পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: চাকরি দুর্নীতি ও হিন্দু হত্যাকারী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিতে রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি পুরুলিয়া জেলাতেও খুন সন্ত্রাস ((ঋ নিয়ে রাজ্য সরকারের দুর্নীতির প্রতিবাদে বুধবার পুরুলিয়া জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ অভিযান কর্মসূচিতে দলের রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার উপস্থিত হয়েছিলেন। এদিনের বিজেপির সেই কর্মসূচিকে ঘিরে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। মিছিলে ধস্তাধস্তি হয় পুলিশের সাথে দলের কর্মীদের।

মহিলা পুলিশদের সামনের সারিতে দাঁড় করিয়ে মিছিল বানচাল করার চেষ্টা করে পুলিশ এমনটাই অভিযোগ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এদিনের বিশাল ঐ মিছিলে রাজ্য সভাপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়ার সাংসদ জোর্তিময় সিং মাহাত, বিদ্যাসাগর চক্রবর্তী পুরুলিয়ার একাধিক বিধানসভার বিধায়কেরা সহ পুরুলিয়া জেলা বিজেপির সভাপতি শংকর মাহাত সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা।

কেন্দ্রের ভুলেই কাশ্মীরে দুর্ঘটনা, দাবি তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মঙ্গলবার বিকেলে কাশ্মীরে জঙ্গি হানায় নিহত হয় একাধিক পর্যটক, চারিদিকে সজন হারানোর কান্না, স্তম্ভিত গোটা দেশ। মৃত পর্যটকদের আত্মার শান্তি কামনায় তাদের পরিবারদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বুধবার বিষ্ণুপুর পুরসভার সংলগ্ন অশোক স্তম্ভের পাদদেশে শহিদ বেদিতে মোমবাতি জ্বালিয়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করলেন বিষ্ণুপুর বিধানসভার বিধায়ক তন্ময় ঘোষ বিষ্ণুপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সহ একগুচ্ছ তৃণমূল নেতৃত্ব কর্মী সমর্থক এবং সাধারণ মানুষ।

কাশ্মীরের এই ঘটনাকে নিন্দা জানিয়ে দোষীদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছে তৃণমূলের প্রতিনিধিরা। তাদের দাবি কেন্দ্রের অপদার্থ তার জন্যই এই দুর্ঘটনা। এত বড় দুর্ঘটনার খবর কেন এজেন্সির কাছে ছিল না তার দায় কেন্দ্র সরকারকে নিতে হবে। এত মৃত্যুর জন্য দায়ী শুধুমাত্র কেন্দ্র সরকার।

কাশ্মীরে নিহতদের শ্রদ্ধা কাটোয়ার প্রাথমিক স্কুলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: মঙ্গলবার কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হানায় মৃত্যু হয়েছে প্রায় ২৭ জন। রক্তাক্ত হয়েছেন একাধিক জন। কাশ্মীরের বৈসরন উপত্যকায় জঙ্গিদের এলোপাথাড়ি গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যান বহু পর্যটক। কাশ্মীরের বৈসরণ উপত্যকায় জঙ্গিদের এলোপাথাড়ি গুলিতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৭ জনের।

কাশ্মীরে জঙ্গি হানায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনায় প্রার্থনা সভার

আয়োজন করে কাটোয়ার চরপানুহাট অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকারা। এই দিন মধ্যাহ্নভোজনের পর বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান। নিহত পর্যটকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, নিহতদের আত্মার শান্তি কামনায় ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনায় প্রদীপ প্রজ্বলন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হীরক বিশ্বাস। নিহত পর্যটকদের আত্মার শান্তি কামনায় পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। মানুষ মানুষের জন্য শীর্ষক বক্তব্য রাখেন শিক্ষিকা শুচিস্মিতা রায়।

সন্ত্রাস মুক্ত ভারত চাই, ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব ও একতা রক্ষায় নাগরিকদের ও ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকা, প্রসঙ্গে আলোকপাত করেন প্রধান শিক্ষক হীরক বিশ্বাস। এরপর নিহত পর্যটকদের আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হীরক বিশ্বাস বলেন-ক্ষুদিশুদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ, একাত্মবোধ, সহানুভূতি, আন্তরিকতা, সহমর্মিতা ও দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের বিদ্যালয়ে এটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

কাশ্মীরে গিয়ে প্রাণে বাঁচলেন জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলের গানের রিয়েলিটি শো-র চ্যাম্পিয়ন সৌরভ সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কাশ্মীরের জঙ্গি হামলায় নিহত হয়েছেন ২৬ জন নিরীহ পর্যটক। বেঘোরে প্রাণ গিয়েছে ভূস্বর্গে ঘুরতে যাওয়া পর্যটকদের। এরই মধ্যে জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলের গানের রিয়েলিটি শো-র চ্যাম্পিয়ন সৌরভ সরকার সস্ত্রীক ঘুরতে গিয়েছিলেন কাশ্মীরে।

মঙ্গলবার যখন জঙ্গি হামলা হয় সেই সময়ে তাঁদের থাকার কথা ছিল পহেলগাঁওয়ের ওই জায়গাতেই। তবে ভাগ্যের জোরে প্রাণ বেঁচেছে তাঁদের। বাড়িতে একা বৃদ্ধা মা, দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন আর অপেক্ষায় রয়েছেন কখন ঘরের ছেলে-বউমা ঘরে ফিরবে।

২০০৭ সালে সারেগামাপা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন হুগলির কোন্নগরের সৌরভ সরকার। বছর পাঁচেক আগে তিনি বিবাহ সম্পন্ন করেছেন। বিয়ের পর এই প্রথম বউকে নিয়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন তিনি। প্ল্যান করেছিলেন এটাই তাদের হানিমুন। তবে মধুচন্দ্রিমাতে ভালোবাসার বদলে আতঙ্ক গ্রাস করবে তা মঙ্গলবারের ঘটনার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তারা আঁচ করতে পারেননি। এখন তাঁরা সেখানেরই একটি হোটেলের মধ্যে গৃহবন্দি হয়ে রয়েছেন মোট ৪০ জন।

মঙ্গলবার সকালেই পহেলগাঁও দেখতে যাওয়ার কথা ছিল তাঁদের। তবে টুর গ্রুপের বাকি পর্যটকরা দেরি করায় তাঁদের বেরতে দেরি হয়ে যায়। তাতেই শাপে বর হয় গোটা পরিবারের। কারণ যখন তারা হোটেল ছেড়ে বেরোচ্ছেন সেই সময় সেনাবাহিনীর তরফ থেকে খবর দেওয়া হয় পহেলগাঁওয়ের ওই জায়গায় জঙ্গি হামলা হয়েছে। ওই জায়গায় যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। হয়তো সেই সময় বাকি সকলে যদি সঠিক সময় বেরিয়ে পড়তেন তা হলে যে সময় ঘটনা ঘটেছে সেই সময়তে মিনি সুইজারল্যান্ডে উপস্থিত থাকতেন তারাও। তবে এখন ভগবানের কাছে তাঁরা প্রার্থনা করছেন যে কোনও ভাবেই হোক তাঁরা যাতে বাড়ি ফিরতে পারেন।

এই বিষয়ে সৌরভ সরকারের মা সুপর্ণা সরকার তিনি জানান, তাঁর ছেলে বউ প্রথম ঘুরতে গিয়েছিল কাশ্মীর। কাল যখন ঘটনা ঘটে তারপরে তাঁর ছেলে তাঁকে ফোন করে জানায় যে তারা সুরক্ষিত রয়েছে। চারিদিকে কারফিউ জারি করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে তারা হোটেলের মধ্যে গৃহবন্দি এখন।

এই বিষয়ে সংগীতশিল্পী সৌরভ সরকার জানান, বুধবার ভোরেই তারা জম্মুর উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন। এখান থেকে যে কোনও রকম ভাবে ট্রেন ধরে তাঁরা বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এখন গৃহবন্দি অবস্থায় তারা একটাই কথা ভাবছেন কী ভাবে প্রাণ হাতে নিয়ে এবার বাড়ি ফিরে যায়। কারণ সৌরভ বলছেন, একবার যখন হামলা হয়েছে এবং সন্ত্রাসবাদীরা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে স্থানীয়দের ছদ্মবেশে। তাই কারও ওপরেই বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। তাঁরা আতঙ্কে রয়েছেন আবারও যে কোনও মুহূর্তে হামলা হওয়ার।

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার সাক্ষী হুগলির পরিবার

বনস্পতি দে ● হুগলি

গাড়িতে পহেলগাঁও থেকে জম্মুর পথে ফিরছেন তাঁরা। হুগলির ব্যান্ডেল টায়ার বাগানের বাসিন্দা চঞ্চল দে, তাঁর স্ত্রী, ছেলে-সহ মোট ১১ জনের একটি টিম গত ১৬ তারিখ কাশ্মীরের পথে রওনা দেন। মঙ্গলবারই পহেলগাঁওয়ে পৌঁছন তাঁরা। দুপুর তখন প্রায় আড়াইটে-তিনটে। এর পর যা হয়েছে, হাড়হিম করা সেই অভিজ্ঞতা শোনালেন চঞ্চল দে। কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার সাক্ষী হুগলির পরিবার। বুধবার তিনি যখন মঙ্গলবারের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিচ্ছেন, তখনও পরিবারের কর্তা স্কুল শিক্ষক চঞ্চল দে-র গলা কাঁপছে।

পহেলগাঁওয়ে যেখানে পর্যটকদের ঘোরার জায়গা, তা থেকে আমাদের হোটেল ১৬ কিলোমিটার দূরে ছিল। হোটেলে লাগেজে

রেখেই বেরিয়ে পড়ি। প্রায় ১০০-২০০ মিটার হেঁটে ফেলেছি। প্রচুর ঘোড়া। সহিসরা বলছিলেন, বৈসরন ভ্যালিতে যাওয়ার কথা। তবে আমরা ঘোড়া না নিয়ে আরও কিছুটা হাঁটতে থাকি। মোটামুটি ৬ কিলোমিটার দূরে বৈসরন । আমরা হাঁটছিলাম। কিছু লোক বলতে শুরু করল বৈসরণ ভ্যালি মে ফায়ারিং হো রহা হ্যয়। দেখি চারদিকে, লোকজন ছুটছে। ফুটপাত থেকে দোকানপাট তুলে ফেলছে।

মিলিটারিরা ছোটাছুটি করছে, গাড়ি আসছে দ্রুত। আমরা খুব ভয় পেয়ে যাই। সবাই দৌড়চ্ছে, আমরাও তাড়াতাড়ি গাড়ি ডেকে হোটেলে চলে যাই। হোটেলে যাব কী, ততক্ষণে রাস্তায় পুরো জ্যাম লেগে গিয়েছে। প্রায় ১০০টার ওপরে গাড়ি দাঁড়িয়ে। আসলে সকলে চাইছে আগে বেরতে। সকলে এলাকা ছাড়ার জন্য মরিয়া। শ'য়ে শ'য়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে। উল্টো দিক থেকে সেনার গাড়ি আর অ্যাম্বুল্যান্স আসছে। আধ ঘণ্টায় কম করে ১০০টা অ্যাম্বুল্যান্স আর ৫০-৬০টা সেনার গাড়ি গেল।

যখন হোটেলে ঢুকলাম, মনে হল মৃত্যুর অলিগলি পাশ কাটিয়ে ফিরলাম। এ সব দেখে শুনে আমার ৮ বছরের ছেলেটা এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল, চোখ পুরো বড় বড় করে কেমন একটা যেন করছিল। মুখে কথা নেই, বমি পাচ্ছে বলছে। ওকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিছুটা স্বাভাবিক করতে পেরেছি। তবে হোটেলে ফিরলেও আমরা সারা রাত চোখের পাতা এক করতে পারিনি। কখন ভোর হবে, বেরিয়ে আসব। সারা রাত খালি মনে হয়েছে, এই বোধহয় হোটেলে জঙ্গি হামলা হল, আমরা বোধহয় শেষ!

বুধবারও গাড়িতে একটা ভয় কাজ করছে। আমাদের অমৃতসর থেকে ট্রেনে ২৬ তারিখ ফেরার টিকিট। বুধবার ভোরেই পহেলগাঁও থেকে বেরিয়ে পড়েছি। রামবানে আবার ধস নেমে রাস্তা বন্ধ। চলাচল করা যাচ্ছে না। গাড়ি নিয়ে মোগল রোড ধরে জম্মুতে ফেরার চেষ্টা করছি। জানি না কখন কী ভাবে পৌঁছব। তবে ভয় আমাদের কাটছে না।

মৃতদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা কোহলির, আর করুণা নয়: মোহম্মাদ সিরাজ

পহেলগাঁও ঘটনায় সোচ্চার ক্রিকেটমহল, প্রতিবাদে মুখর সৌরভ-শাহরুখ-গম্ভীরও

নিজস্ব প্রতিনিধি: পহেলগাঁওয়ে নিরাপরাধ পর্যটকদের উপর যে নারকীয় জঙ্গি হামলা চালানো হয়েছে, তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ক্রিকেটমহলে। এই ঘটনার বিরুদ্ধে মুখ খুললেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক ও বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক আবেগঘন বার্তায় সৌরভ লিখেছেন, 'কাশ্মীরে নিরপরাধ পর্যটকদের উপর এই নির্মম হামলায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত ও হতবাক। এই কঠিন সময়ে নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। শান্তিপ্রিয় মানুষের উপর এই ধরনের হিংসাত্মক হামলা মানবতার মুখে করাঘাত।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা এই কঠিন সময়ের মধ্যে আক্রান্ত পরিবারগুলোর পাশে রয়েছি। তাঁদের জন্য প্রার্থনা করি যাতে তাঁরা দ্রুত মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। দেশের প্রতিটি নাগরিকের উচিত এই ঘটনায় একসঙ্গে প্রতিবাদ জানানো এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাওয়া।' চুপ থাকেননি কেকেআরের কর্ণধার ও বলিউড তারকা শাহরুখ খানও। টুইটে শাহরুখ লেখেন 'এই বিশ্বাসঘাতকতা ও অমানবিক হিংসার ঘটনার সামনে শব্দও যেন ব্যর্থ। এমন সময়ে একমাত্র ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা করা যায়, আর সেইসব পরিবারকে সান্ত্বনা জানানো যায়, যাঁরা তাঁদের আপনজনকে হারিয়েছেন। আমার পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা। আমাদের জাতি যেন ঐক্যবদ্ধ থেকে শক্তভাবে দাঁড়ায় এবং এই জঘন্য ঘটনার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।' শাহরুখের এই মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তোলে। প্রতিবাদে বাদ যাননি বিরাট কোহলিও।সোশাল মিডিয়ায় কোহলি লেখেন, 'পহেলগাঁওয়ে নিষ্পাপ পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলার ঘটনায় খুবই দুঃখিত। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল। যারা প্রাণ হারিয়েছে তাঁদের পরিবারকে শান্তি এবং শক্তি দেওয়ার প্রার্থনা করছি। এই নৃশংস ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত, তাঁদের শাস্তি কাম্য।' জঙ্গি হামলার ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরও। গৌতম গম্ভীর সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। যারা এই হামলার সঙ্গে যুক্ত, মনে রেখো, ভারত প্রত্যাঘাত করবেই।' প্রাক্তন ক্রিকেটারদের মধ্যে যুবরাজ সিং বলছেন, 'পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় গভীরভাবে শোকাহত। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। এই কঠিন সময়ে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকাটা দরকার'। এছাড়াও গুজরাট টাইটান্সের অধিনায়ক শুভমন গিল পহেলগাঁও হামলার ঘটনা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক লাগছে বলে জানিয়েছেন। তিনি এও বলেন, নিহতদের পরিবারের প্রতি প্রার্থনা রইল। এমন হিংসার কোনও স্থান কিন্তু আমাদের দেশে নেই। কে. এল. রাহুল বলেন, কাশ্মীরের সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। নিহতদের পরিবারের প্রতি রইল আমার সমবেদনা। আমি তাদের শান্তি ও শক্তির জন্য প্রার্থনা করছি। পহেলগাঁও জঙ্গিহানায় নিহত এবং আহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ান মহম্মদ সিরাজও। কোনও করুণা নয়, কড়া শাস্তির দাবি জানান ভারতীয় পেসার। সিরাজ লেখেন, 'পহেলগাঁওয়ে মর্মান্তিক জঙ্গিহানার কথা পড়লাম। ধর্মের নামে নিষ্পাপ মানুষদের হত্যা করা অপরাধ। এইধরনের ভয়ঙ্কর কাজের কোনও ব্যাখ্যা বা অজুহাত নেই। এটা কেমন লড়াই...যেখানে মানুষের প্রাণের কোনও মূল্য নেই...তাঁদের পরিবার কতটা যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আমি ভাবতে পারছি না। ঈশ্বর ওদের এই যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা দিক। ওদের ক্ষতির জন্য আমরা দুঃখিত। আশা করব দ্রুত এই পাগলামির শেষ হবে। জঙ্গিদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হবে। কোনও করুণা ছাড়া।' সিরাজের এই বার্তার জন্য সাধুবাদ জানায় একাধিক ক্রিকেটার ও ক্রিকেট ভক্তরা।

কাশ্মীরের শোকের ছায়া আইপিএলেও

হিটম্যানের জাদুকরী ইনিংসেই অনায়াসে জয় মুম্বইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৩৫ রানে ৫ উইকেট। যখন ষষ্ঠ উইকেট পড়ল, তখন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের রান ১৩৪ রান। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ৮ উইকেটে ১৪৩ রানে থামল হায়দরাবাদ। যদিও এই রানে মুম্বইকে থামানো যায়নি। রোহিত শর্মা যে বুঝিয়ে দিলেন, 'ফর্ম ইজ টেম্পোরারি, বাট ক্লাস ইজ পার্মানেন্ট'।গত ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ৭৬ রান এসেছিল তাঁর ব্যাট থেকে। এদিন হিটম্যান হিট। ৭০ রানে তিনি যখন আউট হলে, ততক্ষণে ম্যাচ এসে গিয়েছে মুম্বইয়ের হাতের মুঠোয়।রোহিতের চওড়া ব্যাটে ভর করেই ২৬ বল বাকি থাকতেই ৭ উইকেটে জিতল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। এই জয়ে ৯ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার তিনে উঠে এলো মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ৮ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে নয়েই রইল সানরাইজার্স। রান তাড়া করতে নেমে দ্বিতীয় ওভারের চতুর্থ বলে ১৩ রানে ওপেনিং জুটি ভাঙে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। রায়ান রিকেলটন ৮ বলে ১১ রান করে জয়দেব উনাদকাটের বলে তাঁর হাতেই ক্যাচ দেন। ৯.২ ওভারে ৭৭ রানে পড়ে দ্বিতীয় উইকেট। উইল জ্যাকস ১৯ বলে ২২ রানে জিশান আনসারির শিকার হন। কিন্তু রোহিত অনবদ্য। রোহিত শর্মা টানা দ্বিতীয় ম্যাচে অর্ধশতরান হাঁকালেন। রোহিত এদিন করলেন ৪৬ বলে ৭০। আটটি চার ও তিনটি ছয় মেরেছেন তিনি। ১৪.৪ ওভারে দলের ১৩০ রানের মাথায় রোহিত আউট হন।*সূর্যকুমার যাদব ১৯ বলে ৪০ রানে অপরাজিত থাকেন। পাঁচটি চার ও ২টি ছয় মেরেছেন তিনি। তিলক বর্মা ২ বলে ২ রানে অপরাজিত থাকেন।* এদিন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের দুই ওপেনারই ব্যর্থ হন। ট্রাভিস হেড ফেরেন শূন্য হাতে। অভিষেক শর্মা ফেরেন ৮ রানে। ঈশান কিষাণ ১ রান করে ফেরেন। নীতিশ কুমার রেড্ডি করেন ২ রান। তবে এখান থেকেই খেলার রঙ পাল্টাতে চেষ্টা করেন হেনরিক ক্লাসেন। অবিনব মনোহরকে নিয়ে লড়াই চালিয়ে যান। শেষপর্যন্ত ৭১ রানে ফেরেন ক্লাসেন। মনোহর করেন ৪৩ রান। যদিও চ্যালেঞ্জ ছোড়ার মত রান ওঠেনি অরেঞ্জ আর্মিদের। এদিকে কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় গোটা দেশেই শোকের আবহ। এই পরিস্থিতিতে আইপিএলকে অনেকেই বিলাসিতা বলে মনে করছেন। আইপিএল আপাতত স্থগিত রাখার দাবিও উঠেছে। সেই দাবি মানেনি যদিও বিসিসিআই। রাতারাতি বন্ধ করা কঠিন। কিন্তু কাশ্মীরের শোকের ছায়া দেখা গেল আইপিএল ম্যাচে। ঠিক হয়েছিল মুম্বই ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচে কোনও আতশবাজির রোশনাই থাকবে না। চিয়ারলিডারের নাচও বন্ধ থাকবে।

■ রীতি নীতি মেনে ময়দানে বারপুজোর চল আছে। সেখানেই বার পুজোর মাধ্যমে নতুন মরসুমের সূচনা হয়। তবে বৈশাখে এর বাইরেও ময়দানে দীর্ঘদিন ধরে মিলন উৎসবের আয়োজন করে আসছেন জোড়াবাগান ক্লাবের সচিব শঙ্কর দাসরা। যে অনুষ্ঠানে প্রতিবারই দেখা যায় চাঁদের হাট। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এক ফ্রেমে দেখা গেল সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, মোহনবাগানের ফুটবল সচিব স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন আইএফএ সচিব জয়দীপ মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য ক্রীড়া সংগঠকদের।

মিলন উৎসবে এক ফ্রেমে অভিষেক-সৌরভ

■ আসন্ন সিএবি নির্বাচনে দুই যুযুধান মুখোমুখি লড়াই হতে পারেই বলে ময়দানে জল্পনা। জোড়াবাগান ক্লাবে মিলন উৎসবে এক ফ্রেমে দেখা গেল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও অভিষেক ডালমিয়াকে। তবে ময়দানে আলোচনার বিষয় যেন কাশ্মীরে জঙ্গিহানা। কিছুদিন আগেই নিজের জন্মদিন কাশ্মীরে পালন করেছিলেন অবিষেক ডালমিয়া। সেই কাশ্মীর এখন রক্তাক্ত।অভিষেক ডালমিয়া তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, এটা অমানবিক কাজ। এই জঘন্য ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদের নিশ্চয়ই দেশের সরকার উপযুক্ত শাস্তি দেবে।

ক্রিকেট একাডেমির অনুষ্ঠানে গিয়ে নস্ট্যালজিক সৌরভ

ডঃ মঈন বিন মাকসুদের গড়া স্বপ্নের একাডেমিতে মহারাজ

শম্ভুনাথ ভৌমিক

ছোট্ট অনুষ্ঠান। ছোটদের নিয়েই অনুষ্ঠান।এই মরসুমে হার্ভার্ড হাউস স্পোর্টস প্রথমবারের মতো সিএবির সহযোগী ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব উইমেনস টিম খেলে। তাতে সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাব এবং সালকিয়া ফ্রেন্ডসকে হারিয়েও দেয়। তারই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হাজির হন বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। যেখানে ছোটদের উত্সাহিত করতে তিনি বলেন, 'আমি সেন্ট জেভিয়ার্স-এর ছাত্র ছিলাম। মাঠ ছিল স্কুলের সাথে। এখানেও স্কুলের সঙ্গে মাঠ। সেন্ট্রাল ক্যালকাটাতে এতো খোলামেলা, ফ্লাড লাইটে খেলার ব্যবস্থা, দারুণ।' এই একাডেমি যাঁর উদ্যোগে সেই ছেলে- মেয়েরা নেট প্র্যাকটিস যা মনোযোগের সঙ্গে শেখান কোচিং স্টাফরা।

খুদে ক্রিকেটারের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

ময়দানের কর্তা প্রাক্তন ক্রিকেটার ও পরিচিত কর্তা ডঃ মইন বিন মাকসুদেরও ভুয়সী প্রশংসা করেন সৌরভ। ওনার স্ত্রী সারাক্ষণ সব দেখাশোনা করেন। চার ছেলের মধ্যে দুই জন বেশ সপ্রতিভ, এটা জানাতে দ্বিধা করলেন না এখনকার ডিরেক্টর অব ক্রিকেট , প্রাক্তন ত্রিপুরা রঞ্জি ক্রিকেটার সত্রাজিৎ লাহিড়ী। মঈন বিন মাকসুদের উদ্যোগেই ভবিষ্যতে একাডেমিকে আবাসিক করারও পরিকল্পনা চলছে। বিভিন্ন বয়সের

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস্ ম্যানেজার **জরুরী ভিত্তিতে ২৮.০৪.২০২৫ তারিখে এপ্রিল/২৫** মাসের জন্য মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার বেলগাছিয়ায় অব্যবহারযোগ্য কাঠামোর ই-অকশন বিক্রি সহ রিলিজড্ এবং স্ক্র্যাপ মেটেরিয়ালস্ অপসারণের জন্য ই-অকশন বিক্রি আহ্বান করছেন। আরও বিবরণের জন্য **https://www.ireps.gov.in/eAuction/** দেখুন।

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
1st Call 1st Corrigendum Notice
N.I.E. Q. No. 03/WS/AMRUT/ Eng/2025-26 Dt. 09.04.25
Bid Submission period: 13.05.25 instead of 05.05.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Howrah Municipal Corporation
Borough-V
107/C, Kashinath Chatterjee Lane, Howrah-711102, Ph: 033-2678-0031
E-TENDER NOTICE
E-Tender No.:- TN/001/ AE/B-V/ 25-26, Date : 23.04.2025
For details of N.I.T. please refer to Notice Board of Borough–V. Visit the sites: **www.wbtenders.gov.in** (for tender submission) and also refer to **www.myhmc.in** . Bid submission starting date **23.04.2025 at 6:00 P.M.** (ON-LINE). Bid submission closing date **05.05.2025 at 6:00 P.M.** (ON-LINE).
Sd/-
Assistant Engineer
Borough-V, H.M.C.

OFFICE OF THE
Hariharpara Gram Panchayat
Hariharpara : Murshidabad
TENDER NOTICE
Tender is invited through offline Bid System with The vide **NIQ No: - 02/HPGP/2025-26 With Vide Memo No 225/1(7)/ HPGP/2025-26 Dated: - 24/04/2025.**
*The Last date for submission of Bids **30/04/2025 upto 02.00 P.M.**
For details please visit The Office Notice Board Of Hariharpara GP.
Sd/-, Prodhan
Hariharpara Gram Panchayat

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
NIT
Tender No.: KDHM/03/WS/01/25-26 to KDHM/03/WS/02/25-26, E-Tender ID: 2025_MAD_838133_1 to 2025_MAD_838133_2
Categories of Work: Re-Sinking of Deep-Tube well. Last date of Submission of Tender 09.05.2025. Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied Contractors for execution the different works. e-Tender details are given bellow :
E-NIT No. 272/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_838253_1,
E-NIT No. 273/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_838283_1.
Last date of Bid Submission : **05.05.2025 at 18.55 Hrs.** For details log on **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

Kalikapur-II Gram Panchayat
Vill.-Sahebpur, P.O.-Champahati, P.S.-Sonarpur, South 24 PGS, Pin-743330
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.:- 215/KP-II/E-TENDER/5th SFC TIED/ 2025, Date : 22.04.2025.** Date of Publish of Tender: **22.04.2025 from 06:30 PM.** Last Date of Submission: **28.04.2025 up to 12:00 Noon.** Date of Opening of Tender: **02.05.2025 at 12:30 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/22/25-26 Dated 21.04.2025	Construction of Concrete Road from H/O Basanta Kumar Shit to H/O Sojol Karmakar in Gorkhara D, Ward No.-11, under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,77,936.00
WBMAD/ULB/ RSM/23/25-26 Dated 21.04.2025	Construction of Concrete Road in front of H/O Joydev Gayen in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 4,90,896.00
WBMAD/ULB/ RSM/24/25-26 Dated 21.04.2025	Construction of Concrete Road Near Rabin Ghosh House at Buribattala in Ward No. - 15 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 3,68,577.00

Bid Submission end date: **02.05.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 20 to 29/2025-2026 Dated- 23-04-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at North 24 Parganas, Jalpaiguri, Nadia, Purulia, Dakshin Dinajpur, Purba Medinipur and Hooghly District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in**
Bid submission start date- **24-04-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **05-05-2025 and 10-05-2025 upto 3.00 pm**
Date: 23.04.2025 **Sd/- Executive Engineer**

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

পহেলগাঁওয়ের হামলার ঘটনায় ভারতের পাশে ইজরায়েল

জঙ্গিদের বার্তা সেদেশের রাষ্ট্রদূতের

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল: কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনায় এবার মোদি সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে জঙ্গিদের বার্তা দিল ইজরায়েল। বুধবার গাজা প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত রেউভেন অজার আরও জানালেন, 'সাধারণ মানুষের উপর এই ধরনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড আমাদের অনুপ্রাণিত করে সন্ত্রাসবাদকে সমূলে উপড়ে ফেলতে। ভারত সরকার খুব ভালো করে জানে এই ধরনের পরিস্থিতির কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে।'

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার ঘটনায় এক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত বলেন, 'এই ধরনের অপরাধীরা আমাদের ভয় দেখানোর জন্য নতুন নতুন পন্থা খোঁজে। আমাদেরও সেই ভাবে এগোতে হবে। ওরা (জঙ্গিরা) ঠিক যেভাবে ভাববে, সেই ভাবে আমাদেরও ভাবতে হবে। আমরা নিশ্চিত যে এই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে আমরা আরও বেশি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠব।'

এর পাশাপাশি এই ঘটনার পর ভারত সরকারের প্রতি আস্থা রেখে তিনি বলেন, 'ভারত সরকার জানে এই পরিস্থিতিতে ঠিক কীভাবে কাজ করতে হবে। আমরা সন্ত্রাসের মোকাবিলায় বৃহত্তর স্বার্থে ভারতের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব।'

সংবিধানের ২৬ থেকে ২৯ ধারা প্রত্যাহারের দাবি নিশিকান্তর

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল: পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার ঘটনাকে 'ধর্মীয় আক্রমণ' বলে নিশানা করে এবার সুর চড়ালেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। এই ঘটনার জেরে সংবিধানের ২৬, ২৭, ২৮ ও ২৯ নম্বর ধারা প্রত্যাহারের দাবি জানালেন তিনি। স্পষ্ট ভাষায় নিশিকান্তের অভিযোগ, 'ছদ্মবেশী ধর্ম নিরপেক্ষতা' ও 'ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি' এই সন্ত্রাসবাদী হামলার জন্য দায়ী।

জঙ্গি হামলার ঘটনায় নাম না করে অতীতের কংগ্রেস সরকারকে নিশানায় নিয়ে এক্স হ্যান্ডলে দুবে লেখেন, 'ধর্মের ভিত্তিতে যখন হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে দেশভাগ হচ্ছিল তখন একটি দল ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতিকে মাথায় রেখে হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানানোর পরিকল্পনা করেছিল।

পর্যটকদের বাঁচাতে গিয়ে গুলিতে ঝাঁজরা টাট্টু ঘোড়ার চালক আদিল

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল: পহেলগাঁওয়ে ধর্মীয় পরিচয় জেনে হিন্দু পর্যটকদের বেছে বেছে হত্যা করেছে জঙ্গিরা। অথচ দুঃস্বপ্নের সেই মুহূর্তে এক মহিলা পর্যটককে বাঁচাতে জঙ্গিদের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন জনৈক সইদ আদিল হুসেন শাহ। এমনকী এক জঙ্গির হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। তখনই গর্জে ওঠে একে ৪৭। আদিলকে গুলিতে ঝাঁজরা করে সন্ত্রাসবাদীরা।

স্থানীয় বাসিন্দা আদিলের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পরিবার। পহেলগাঁওয়ে বেড়াতে আসা পর্যটকদের টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়ে উপার্জন করতেন তিনি। তাই দিয়ে চলত বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী, সন্তান এবং নিজের পেট। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে আদিলের মৃত্যুতে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে পরিবারটির। ছেলের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন বাবা-মা। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন তাঁরা। আদিলের বাবা হায়দার শাহ সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বলেন, 'জঙ্গি হামলায় প্রাণ গিয়েছে আমার ছেলের। এর জন্য যেই দায়ী হোক না কেন, তাকে পরিণতি ভোগ করতেই হবে।'

মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার বৈসরন উপত্যকায় ছিল স্বাভাবিক। ঘন পাইনের বন ঘেঁষা অপূর্ব প্রকৃতিক পরিবেশে ঘুরে বেড়িয়ে উপভোগ করছিলেন পর্যটকেরা। তখনই আচমকা হামলা করে জঙ্গিরা। তাদের গুলিতে ২৬ জন নিহত হন। এর মধ্যে ২৫ জন ভূস্বর্গে ঘুরতে আসা পর্যটক। সইদ আদিল হুসেন শাহ একমাত্র নিহত স্থানীয় বাসিন্দা।

টেসলার মুনাফা হ্রাসে সরকারি দায়িত্ব কমানোর ঘোষণা মাস্কের

ওয়াশিংটন, ২৩ এপ্রিল: চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলার মুনাফা ও আয়; দুটোই কমেছে। এ পরিস্থিতিতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনে নিজের ভূমিকা কমানোর কথা বলেছেন টেসলাপ্রধান ইলন মাস্ক।

মাস্ক হোয়াইট হাউসে একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চরিত্র হয়ে ওঠার কারণে টেসলার বিক্রি কমে গিয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানটি তীব্র প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছে। মঙ্গলবার টেসলা কর্তৃপক্ষ বলেছে, গত বছরের তুলনায় ২০২৫ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে বৈদ্যুতিক গাড়ি বিক্রি থেকে তাদের আয় ২০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। মুনাফা কমেছে ৭০ শতাংশের বেশি।

টেসলা বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করে বলেছে, এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকতে পারে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেছে, তাদের পণ্যের চাহিদা অর্থপূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ট্রাম্পের নতুন প্রশাসনে মাস্কের ভূমিকা নিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এর মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটির মুনাফা ও আয়ে সাম্প্রতিক এই পতন। মাস্ক নিজেও স্বীকার করেছেন, প্রতিষ্ঠানটির ওপর থেকে তাঁর মনোযোগ সরে গেছে।

ট্রাম্পের নতুন প্রশাসনে মাস্কের ভূমিকা নিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এর মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটির মুনাফা ও আয়ে সাম্প্রতিক এই পতন। মাস্ক নিজেও স্বীকার করেছেন, প্রতিষ্ঠানটির ওপর থেকে তাঁর মনোযোগ সরে গিয়েছে। ট্রাম্পের এবারের নির্বাচনী প্রচারকালে তাঁর নির্বাচনী তহবিলে ২৫ কোটি ডলারের বেশি অর্থ দিয়েছেন মাস্ক। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ট্রাম্প তাঁর নবগঠিত সরকারি দক্ষতা বিভাগের (ডিওজিই) দায়িত্ব দেন মাস্ককে। ডিওজিই আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় ও জনশক্তি কমানোর লক্ষ্যে কাজ করছে।

মাস্ক বলেন, 'আগামী মাস থেকে ডিওজিইতে আমার সময় বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমতে শুরু করবে। সপ্তাহে এক বা দুই দিন সরকারি কাজে ব্যয় করব। তা,ও যত দিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চাইবেন এবং ওই বিভাগ কার্যকর থাকবে, তত দিন তা করব।' মাস্কের রাজনীতিতে সরাসরি জড়িত হওয়ার পর থেকে বিশ্বজুড়ে বিক্ষোভ এবং টেসলাকে বর্জনের ডাক উঠেছে। মাস্ক এর দায় অবশ্য ওই সব মানুষের ওপর চাপিয়েছেন, যাঁরা 'তাঁকে ও ডিওজিই দলের ওপর আক্রমণের চেষ্টা করছেন'। তিনি ডিওজিইতে তাঁর কাজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে বলেন, সরকার তাঁকে যে কাজ দিয়েছে, তার বেশির ভাগই করা হয়ে গেছে।

বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে টেসলা আয়-ব্যয়ের নতুন যে পরিসংখ্যান দিয়েছে, তাতে মোট আয় ১ হাজার ৯৩০ কোটি ডলার দেখানো হয়েছে। গত বছরের তুলনায় এটি ৯ শতাংশ কম। প্রথম ত্রৈমাসিকে বিশেষজ্ঞরা টেসলার ২ হাজার ১১০ কোটি ডলার আয় হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। ক্রেতা আকর্ষণের জন্য টেসলা পণ্যের দামও কিছুটা কমিয়েছে।

টেসলার সিইও মাস্ক বলেন, 'আগামী মাস থেকে ডিওজিইতে আমার সময় বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমতে শুরু করবে। সপ্তাহে এক বা দু'দিন সরকারি কাজে ব্যয় করব। তা-ও যত দিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চাইবেন এবং ওই বিভাগ কার্যকর থাকবে, তত দিন তা করব।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন প্রতিদিন

বৃহস্পতিবার • ২৪ এপ্রিল ২০২৫ • পেজ ৮

ফেসবুকের অন্দরের কেচ্ছা ফাঁস করলেন প্রাক্তন এক কর্মী

কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার! যখন তখন ছাঁটাই! মহিলাদের প্রতি কুরুচিপূর্ণ আচরণ। তথ্য চুরি। চিনের সঙ্গে তথ্য ভাগ! চিনকে নিজেদের সার্ভারের অ্যাকসেস দেওয়া। আরও কত কী! বিশ্বের এক নম্বর সোশ্যাল মিডিয়া সাইট ফেসবুকের অন্দরের একগুচ্ছ 'কেচ্ছা' এবার ফাঁস করলেন সংস্থারই এক প্রাক্তন কর্মী। আর এই অভিযোগকে কেন্দ্র করেই এখন তুলকালাম চলছে মার্কিন মুলুকে। ঘটনার অভিঘাত এতটাই, যে খোদ সংস্থার শীর্ষ কর্তাদের ময়দানে নামতে হয়েছে যাবতীয় অভিযোগ খণ্ডন করতে।

সারা উইন উইলিয়ামস একজন প্রাক্তন মেটা-র কর্মী। কমবেশি প্রায় ৭ বছর তিনি সংস্থাতে কাজ করেছে তাও আবার বেশ উচ্চপদে। তিনি ছিলেন পলিসি মেকার। তিনি তাঁর নতুন বই, 'কেয়ারলেস পিপল, এ কশনারি টেল অফ পাওয়ার, গ্রিড অ্যান্ড লস্ট আইডিওলিজম' বইতে ফেসবুক (আধুনা মেটা) কর্তা মার্ক জুকারবার্গ-সহ শীর্ষস্থানীয়দের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক সব অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, মেটা কর্তা নিজেই সংস্থার একজন হঠকারী ব্যক্তি। যিনি চিনে ব্যবসা বাড়াতে এতটাই আগ্রহী, যে প্রয়োজনে চিনা কমিউনিস্ট সরকারের যাবতীয় বিধিনিষেধ মেনে নিতে তৈরি ছিলেন। শুধু তৈরিই নন, চিনকে সাহায্য করতে নিজেই আগে বাড়িয়ে বেজিংয়ের বেঁধে দেওয়া সেনসরশিপও মেনে নিয়েছেন। এমনকী চিনা কমিউনিস্ট সরকার বিরোধী কনটেন্ট 'সেনসর' করতে তিনি মেটার 'এআই' বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স' নিজে ব্যবহার করতে দিতে রাজি ছিলেন। আর এই গোটা প্রক্রিয়াটাই চলছিল মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সেনেটকে লুকিয়ে চুরিয়ে।

নিউ ইয়র্ক পোস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইউলিয়ামস বলেছেন, ফেসবুক একটি পচে যাওয়া কর্মসংস্কৃতির জায়গা। বিশেষ করে সংস্থার দুই শীর্ষকর্তা সিইও মার্ক জুকারবার্গ ও প্রাক্তন সিওও শার্ল স্যান্ডবার্গ ব্যাপক জালিয়াতি করেছেন। ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য দুজনেই লাগাতার দুর্নীতি করে গেছেন, অভিযোগ ইউলিয়ামসের। এই সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হইহই পড়ে যায় মার্কিন মুলুকে। অভিঘাত এত তীব্র হয় যে আসরে নামতে হয় মেটা-কে। মেটা মুখপাত্র পাল্টা বিবৃতি দিয়ে বলেন, 'আমরা বইটি পড়িনি। তবে যিনি এই দাবি করছেন তাঁকে ২০১৭-তে সংস্থা থেকে বহিষ্কার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তে প্রমাণিত, তিনি মিথ্যা অভিযোগ তুলেছিলেন।' তবে সংস্থা এটা স্বীকার করেছে যে চিনে ব্যবসা বাড়াতে উৎসাহী ছিলেন জুকারবার্গ।

তবে সারা উইন উইলিয়ামসের অভিযোগ উড়িয়ে দিচ্ছেন না 'হুইসল ব্লোয়ার'রা। হুইসল ব্লোয়ার কাদের বলে? কোনও বিখ্যাত সংস্থা বা প্রশাসনের অন্দরের দুর্নীতি যাঁরা ফাঁস করে, তাঁদের ইন্টারনেটে দুনিয়ায় বলে 'হুইসল ব্লোয়ার'। যেমন উইকিলিকস-এর প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ একাধিকবার ইন্টারনেটে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের অত্যন্ত গোপনীয় নথি ফাঁস করে দেন। তাঁকে হেফাজতে নেয় মার্কিন প্রশাসন। এমনই আর একজন অত্যন্ত পরিচিত 'হুইসল ব্লোয়ার' এডওয়ার্ড স্নোডেন। তিনি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র বিরুদ্ধে প্রভাবশালীদের উপর নজরদারির তথ্য ফাঁস করে প্রশাসনের বিষনজরে পড়েন। 'হুইসল ব্লোয়ার'-দের নিজস্ব কমিউনিটি থাকে। তাঁদেরই সদস্যরা সারা উইন উইলিয়ামসের অভিযোগকে গুরুত্ব দিচ্ছে। কারণ জুকারবার্গের বিরুদ্ধে ইউজারদের তথ্য সংগ্রহ করা ও সেই তথ্য বিক্রি করে বিজ্ঞাপনদাতাদের স্বার্থরক্ষার অভিযোগ অনেক পুরনো। এই অভিযোগে ফেসবুক ও গুগল কর্তাকে মার্কিন কংগ্রেসের সামনে ব্যাখ্যাও দিতে হয়েছে একাধিকবার। দুজনেই অবস্থা যাবতীয় অভিযোগ বরাবর অস্বীকার করে এসেছেন।

রেকর্ড করে চড়চড়িয়ে বাড়ল আরবিআই-এর মজুত সোনার মূল্য

হিসাব অনুসারে গত এক বছরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সোনার মূল্য তিনগুণ বেড়েছে। শুক্রবার আরবিআই-এর তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গত এক সপ্তাহে আরবিআইয়ের সোনার মজুতের মূল্য ১১,৯৮৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে আরবিআই-য়ে সোনা মজুতের মোট মূল্য ৬,৮৮,৪৯৬ কোটি টাকা হয়েছে।

আরবিআই-তে কেন বাড়ল সোনা মজুত? জানা গিয়েছে, বিশ্বব্যাপী সোনার দাম লাফিয়ে বৃদ্ধির সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মজুত থাকা সোনার মূল্যও বেড়েছে লাফিয়ে। সাম্প্রতিককালে ব্যাঙ্কগুলি সোনা ক্রয় বৃদ্ধি করার ফলেই এই প্রতিফলন। যে সময় ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক এবং ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে বিশ্বজুড়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি সোনা ক্রয় বাড়িয়ে দিচ্ছে, তখনই আরবিআই-এর এই তথ্য সামনে এল। অস্থির সময়ে সোনাকে ব্যাপকভাবে একটি নিরাপদ লগ্নি হিসাবে দেখা হয়।

সেই কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাদের সোনার মজুত বাড়াতে বাধ্য হয়।

এই তীব্র বৃদ্ধি গত বছরের একটি বিস্তৃত প্রবণতারও প্রতিফলন। এই সময়ের মধ্যে আরবিআই-এর সোনার মজুতের মূল্য প্রায় তিনগুণ বেড়েছে, যা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সোনা কেনার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে।

আরবিআইয়ের ক্রমবর্ধমান সোনার রিজার্ভ, সামগ্রিক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ক্রমাগত বৃদ্ধির সঙ্গে মিলিত হয়ে, বহিরাগত ধাক্কা মোকাবেলায় আরও স্থিতিশীল অবস্থানের ইঙ্গিত দেয়।

ইতিমধ্যেই ৯৫ হাজার টাকা পেরিয়ে গিয়েছে সোনার দাম। শনিবার সোনার দামে কোনও বদল হয়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে খুব শীঘ্রই ১ লাখ টাকা হয়ে যেতে পারে ১০ গ্রাম সোনার দাম।

ইয়েসম্যাডম এখন কলকাতায়, প্রযুক্তিনির্ভর হোম-সার্ভিস নিয়ে সৌন্দর্যবাজারে নতুন ঢেউ

নিজস্ব প্রতিবেদন: গিগ ইকোনমিতে প্রথমবারের মতো শীর্ষস্থানীয় সার্ভিস পার্টনারদের জন্য ০ শতাং কমিশনের ঘোষণা দেওয়ার পর, এবার কলকাতায় পথচলা শুরু করল ইয়েসম্যাডম

ভারত সাম্প্রতিক সময়ে গিগ ইকোনমিতে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়ে;শীর্ষস্থানীয় সার্ভিস পার্টনারদের জন্য ০ শতাংশ কমিশনের ঘোষণা দিয়ে; শিরোনামে উঠে আসে ইয়েসম্যাডম । এইবার তারা আরও এক বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে, সিটি অফ জয়দ কলকাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর হোম-সেলুন পরিষেবা দিতে চলেছে। ইতিমধ্যেই দেশের ৫০টিরও বেশি শহরে ছড়িয়ে পড়া এই ব্র্যান্ড, দিল্লি এনসিআর, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, মুম্বই এবং পুনের মতো মেট্রো শহরগুলিতে সফলভাবে পরিষেবা দিচ্ছে। এইবার কলকাতার হাত ধরে তারা আরও এক ধাপ এগিয়ে, সারাদেশব্যাপী সৌন্দর্য পরিষেবার এক নির্ভরযোগ্য নাম হয়ে ওঠার লক্ষ্যে।

ইয়েসম্যাডম জানিয়েছে, কলকাতায় ক্রমবর্ধমান তপরিষেবা অনুসন্ধানেরদ পরিমাণ এই সম্প্রসারণের পেছনের মূল চালিকাশক্তি। শহরবাসীর মধ্যে ঘরে বসে, স্বচ্ছ, সুরক্ষিত এবং মানসম্পন্ন সেলুন পরিষেবার চাহিদা প্রতিনিয়ত ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এই উপলক্ষে, সংস্থাটি (হোম সেলুন) তাদের মূল লক্ষ্যের কথাই আরও একবার মনে করিয়ে দেয় যে ভারতের প্রতিটি দরজায় সাশ্রয়ী ও উচ্চমানের সৌন্দর্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে বদ্ধ পরিকর।

ইয়েসম্যাডম শুধুমাত্র গ্রাহক সন্তুষ্টির দিকেই নজর দেয় না;তারা প্রতিটি নতুন শহরে প্রবেশের সাথে সাথে সেখানকার স্থানীয় গিগ পেশাজীবীদের জন্য আয়ের সুযোগ এবং পেশাগত বিকাশের পথ খুলে দেওয়ার অঙ্গীকার করছে। কলকাতায় শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয়দের জন্য একগুচ্ছ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। কোম্পানির ন্যায্য কমিশন কাঠামো, প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম এবং ধারাবাহিক বুকিং-এর মাধ্যমে তারা একটি শক্তিশালী সাপোর্ট সিস্টেম তৈরি করেছে, যা সার্ভিস পার্টনারদের আর্থিক স্বাধীনতা এবং কর্মক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এই প্রসঙ্গে, ইয়েসম্যাডম -এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ময়াঙ্ক আর্য বলেন, 'কলকাতা আমাদের কাছে এমন একটি শহর, যেটা শুধু বাণিজ্যক্ষেত্রেই নয়;এটা একটা অনুভব। এখানে মানুষের চাহিদা যেমন আধুনিক, তেমনই জীবনের ছন্দে থাকে স্বাচ্ছন্দ্য আর বিশ্বাস। তাই আমরা এই শহরে এসেছি এক স্পষ্ট অঙ্গীকার নিয়ে;সৌন্দর্য ও সৌন্দর্য পরিষেবাকে সহজ করে তোলা এবং যেন প্রতিটি বুকিং হয়ে ওঠে নির্ভরযোগ্য এবং যত্নে ভরা। আমরা মান, পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতা নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই আমাদের সুন্দরী তিলোত্তমা কলকাতাতে।'

ইয়েসম্যাডম-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা আকাঙ্ক্ষা বিষ্ণোই বলেন, 'কলকাতায় আমাদের সম্প্রসারণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বিশ্বাসের যে প্রবেশাধিকার মর্যাদার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। একদিকে আমরা কলকাতার নতুন গ্রাহকদের কাছে পৌঁছতে চাই, যারা নিজেদের বাড়ির আরামেই পরিষ্কার, নিরাপদ ও ব্যক্তিগত সৌন্দর্যসেবা চান আর অন্যদিকে, আমরা দক্ষ পেশাজীবীদের হাতে দিতে চলেছি এক নতুন ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ ও স্বপ্ন। প্রতিবার নতুন কোনও শহরে প্রবেশ করার অর্থ সবার জন্য একটি প্রতিমানকে আরও শক্তিশালী করে তোলা। আমরা বাস্তব সমস্যার জন্য বাস্তব সমাধান নিয়ে এগিয়ে এসেছি।দ

কলকাতায় এই উদ্বোধন ভারত জুড়ে হোম স্যালন পরিষেবাগুলিকে মানসম্মত করার ইয়েসম্যাডামের মিশনের একটি কৌশলগত পদক্ষেপ। স্থানীয় ভাষায় বিপণন, ব্যক্তিগতকৃত যোগাযোগ এবং সাংস্কৃতিকভাবে অনুরণিত প্রচারণার মাধ্যমে স্থানীয় সম্পৃক্ততার উপর জোর দিয়ে, ব্র্যান্ডটি কলকাতার গ্রাহকদের সাথে খাঁটি, মূলগত এবং সম্পর্কিত উপায়ে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্য রাখে।

তবে, এটি কেবল শুরু, ইয়েসম্যাডাম কৌশলগতভাবে প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলিতে ভবিষ্যতের বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। টিয়ার ১ এবং টিয়ার ২ শহরগুলিতে নিরাপদ, চাহিদা অনুযায়ী সৌন্দর্য পরিষেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সাথে, ব্র্যান্ডটি দেশজুড়ে প্রিমিয়াম অ্যাট-হোম সেলুন এবং স্পা পরিষেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

Link : https-//www.linkedin.com/feed/update/urnliactivity-7316410626170318848/

YesMadam সম্পর্কে সংক্ষেপে

২০১৬ সালে ময়াঙ্ক আর্য ও আদিত্য আর্য ভাইয়েরা এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা আকাঙ্ক্ষা বিশ্বনোই-এর উদ্যোগে গঠিত ইয়েসম্যাডাম বর্তমানে ভারতের অন্যতম প্রধান হোম-সেলুন পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা। সম্পূর্ণরূপে বুটস্ট্র্যাপড এই স্টার্টআপ ঘরে বসেই ওয়াক্সিং, ম্যানিকিওর-পেডিকিওর, ফেসিয়াল, ক্লিন-আপ, স্পা ট্রিটমেন্ট সহ নানা পেশাদার সৌন্দর্য পরিষেবা প্রদান করে।

ভারতজুড়ে ৫০টিরও বেশি শহরে ৪,৫০০ প্রশিক্ষিত সার্ভিস এক্সপার্ট-এর নেটওয়ার্ক নিয়ে ইয়েসম্যাডাম প্রতিনিয়ত মান ও নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এগিয়ে চলেছে। তাদের মিশন; সর্বোচ্চ মানের সৌন্দর্য ও ওয়েলনেস পরিষেবা প্রতিটি গ্রাহকের ঘরে পৌঁছে দেওয়া এবং বিশ্বাস ও সন্তুষ্টিকে অঙ্গীকারের মাধ্যমে অগ্রাধিকার দিয়ে রাখা। এটা ইয়েসম্যাডামের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সংকল্প।

ডিএস গ্রুপের ১০,০০০ কোটি টাকার রাজস্ব অর্জন, এফএন্ডবি-র অবদান রয়েছে সর্বাধিক

- খাদ্য ও পানীয় (এফএন্ডবি) সেগমেন্ট হল সর্বাধিক অবদানকারী, অবদান ৪২ শতাংশ
- আগামী ৪-৫ বছরে ২০,০০০ কোটি টাকার রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল: একটি শীর্ষস্থানীয় এফএমসিজি গ্রুপ এবং বহু-ব্যবসায়িক কর্পোরেশন, ধর্মপাল সত্যপাল গ্রুপ (ডিএস গ্রুপ), ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১০,০০০ কোটি টাকার রাজস্ব অর্জন করে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে এবং ভারতের শীর্ষ ১৫টি এফএমসিজি কোম্পানির তালিকায় স্থান পেয়েছে। এই মাইলফলক মূলত তাদের এফএন্ডবি সেগমেন্ট দ্বারা পরিচালিত, যা মোট রাজস্বে অবদান রাখে ৪২ শতাংশ, তারপরে মাউথ ফ্রেশনার সেগমেন্ট ৩৮ শতাংশ, হসপিটালিটি-তে ৩ শতাংশ এবং অন্যান্য ব্যবসাগুলি একসঙ্গে করলে বাকি অংশে অবদান রাখে সেখানে তামাকের অবদান ১০ শতাংশ এরও কম। জৈব প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে এই গ্রুপ গত ৩ বছরে ১৬ু সিএজিআর সহ ধারাবাহিক উন্নতি প্রত্যক্ষ করেছে, যা এর বাজার নেতৃত্ব এবং সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতিকে আরও শক্তিশালী করে। খাদ্য ও পানীয় (F&B) বিভাগ গত তিন বছরে ১৯ শতাংশ সিএজিআর দেখিয়েছে।

গ্রাহকদের আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রক্ষার মাধ্যমে ডিএস গ্রুপ এই বাজারে টিকে রয়েছে। এই প্রতিশ্রুতি নির্ভর করে স্বাদ এবং সুগন্ধি বোঝার গভীর দক্ষতা, বাড়তে থাকা ভোক্তাদের চাহিদা বোঝার ক্ষমতা এবং একটি শক্তিশালী ডেলিভারি নেটওয়ার্কের উপর। সমস্ত ব্যবসায় ১৫০ টিরও বেশি সুপার স্টকিস্ট রয়েছে, ৫০০০ এরও বেশি পরিবেশক সারা ভারতে ১৫ লক্ষেরও বেশি রিটেইল স্টোরে সরাসরি এবং পরোক্ষভাবে ৩৫ লক্ষেরও বেশি স্টোরে পৌঁছচ্ছে। ভোক্তাদের কেনাকাটার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসার সঙ্গে সঙ্গে ডিএস গ্রুপ আধুনিক বাণিজ্য, ই-কমার্স, কুইক কমার্সের মতো বাড়তে থাকা ট্রেন্ড নিয়ে স্টাডি করছে এবং নিজের সুবিধার জন্য এগুলোকে পুঁজি বানাচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অটোমেশন এবং অন্যান্য ভবিষ্যৎ-কেন্দ্রিক প্রযুক্তির উপর মনোনিবেশ অব্যাহত রাখার ফলে সংস্থাটি শিল্পক্ষেত্রে তার প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং একই সঙ্গে গ্রাহকদের কাছেও নিজেদের ভ্যালু বাড়াচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডিএস গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান মিঃ রাজীব কুমার বলেন, ত১০,০০০ কোটি রাজস্বের মাইলফলক অতিক্রম করা কেবল একটি আর্থিক অর্জন নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। এটি ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির গল্পে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী হিসেবে আমাদের অবিচ্ছেদ্য ভূমিকার প্রতীক। ডিএস গ্রুপ আমাদের বৈচিত্র্যময় পোর্টফোলিও, গুণমান এবং উদ্ভাবনের উপর নিবেদিতপ্রাণ মনোযোগ এবং দেশের এফএমসিজি সেগমেন্টের বৃহত্তম বিতরণ নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে একটি দ্বারা পরিচালিত, যা

এফএমসিজি সেক্টরের সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। খাদ্য ও পানীয় সেগমেন্ট গত তিন বছরে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং এই মাইলফলক ভারতীয় গ্রাহকদের আমাদের উপর রাখা আস্থার প্রতিফলন, যাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা আমাদের ক্রমাগত কর্মতৎপর এবং প্রাসঙ্গিক থাকতে বাধ্য করেছে। আমাদের কর্মী এবং অংশীদারদের নিষ্ঠা আমাদের যাত্রার ভিত্তি। সামনের দিকে তাকিয়ে আমরা ভারতের এফএমসিজি সেক্টরে আরও প্রেরণা জোগানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের শতবর্ষে ২০,০০০ কোটি টাকার মাইলফলক অর্জন করতে চাই। আমাদের উদ্ভাবনী পণ্যের শক্তিশালী পাইপলাইন ক্রমশ উত্তেজনা তৈরি করবে এবং 'ক্রিয়েট হোয়াট ইজ ওয়ার্থ ক্রিয়েটিং' এই চেতনাকে ধারণ করে বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে। আমরা আমাদের বিতরণ নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখব, যাতে আমাদের পণ্যগুলি দেশের প্রতিটি কোণে এবং বিশ্ব বাজারে পৌঁছতে পারে, যার ফলে ভারতীয় এফএমসিজি সেক্টরের সামগ্রিক নাগাল এবং প্রভাব আরও শক্তিশালী হবে।'

তিনি আরও যোগ করেন, 'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, মূল ব্যবসায়িক কার্যক্রমে ফিলানথ্রোপি এবং সিএসআর যুক্ত হলে ত্রিমুখী সাফল্য অর্জন করা যায় যা হল পিপল (মানুষ), প্রফিট (লাভ), প্ল্যানেট (পৃথিবী)। স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির প্রতি আমাদের নিবেদনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, ডিএস গ্রুপ সক্রিয়ভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিভিন্ন সবুজ উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। এর মধ্যে রয়েছে কার্বন এবং জল নিরপেক্ষতার লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সবুজ উৎপাদন অনুশীলন বাস্তবায়ন করা এবং আমাদের পরিবেশগত, সামাজিক এবং শাসনপদ্ধতির (ইএসজি) কাঠামোকে শক্তিশালী করা, যার ফলে দায়িত্বশীল এবং নীতিগত ব্যবসায়িক অনুশীলনের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে যেন আরও জোরদার করা যায়।'

আজ ডিএস গ্রুপ ভারতীয় খাদ্য ও পানীয় শিল্পে একটি শীর্ষস্থানীয় নাম। এটি ধারাবাহিকভাবে উদ্ভাবনের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছে, এবং বিভিন্ন পণ্য বিভাগে নিজেকে অগ্রণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ক্যাচ ব্র্যান্ডটি টেবিল-টপ এবং রন্ধনসম্পর্কীয় উপাদানের একটি বিস্তৃত পরিসর অফার করে, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের লবণ এবং স্প্রিঙ্কলার, মশলা, রান্নার পেস্ট এবং গ্রেভি। এটি ১৯৮৭ সালে স্প্রিঙ্কলার বিভাগে ভারতে প্রথম ফ্রি-ফ্লো টেবিল সল্ট এবং কালোমরিচ (পিপার) মশলার প্রবর্তন করে। ক্যাচ ভারতে নিম্ন-তাপমাত্রার গ্রাইন্ডিং প্রযুক্তি এবং পরবর্তীতে তেল ও মশলার সুগন্ধ এবং স্বাদ সংরক্ষণের জন্য ডিজাইন করা উন্নত ক্রায়োজেনিক গ্রাইন্ডিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে মশলা বিভাগে ইন্ডাস্ট্রি লিডিং হিসাবে তার অবস্থানকে দৃঢ় করেছে। ক্যাচের অধীনে গ্রুপের পানীয় বিভাগ জল, স্বাদযুক্ত জল, কার্বনেটেড পানীয় এবং জুস সহ বিভিন্ন ধরণের পণ্য সরবরাহ করে। ডিএস গ্রুপের অগ্রণী উদ্ভাবনের ইতিহাসে অন্যতম হল ১৯৯৯ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫০০০ ফুট উপরে থাকা হিমালয় পর্বতমালার প্রাকৃতিক ঝর্ণার জল বোতলজাত করার ঘটনা। এই প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পাশাপাশি, ডিএস গ্রুপের ক্যাচ-এর কাছে রয়েছে ১০০ু ভেজেটেরিয়ান পিওর গোল্ড ও সিলভার ফয়েল (ওয়ার্ক) উৎপাদনে ব্যবহৃত পেটেন্ট প্রাপ্ত প্রযুক্তি। যার জন্য তারা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি অর্জন করেছে। উন্নত প্রযুক্তি এবং যান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ডিএস গ্রুপ নিশ্চিত করে যে সোনা এবং রূপার পাতাগুলি যেন সম্পূর্ণরূপে আমিষের সংস্পর্শ মুক্ত থাকে এবং এফএসএসআই-এর নির্দেশিকা মেনে চলে।

এমনকি কনফেকশনারি খাতে, ডিএস গ্রুপ ভারতীয় নন-চকলেট কনফেকশনারি মার্কেটে নিজেদের দ্বিতীয় বৃহত্তম খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা একাধিক উদ্ভাবনী পণ্য লঞ্চের মাধ্যমে পরিচালিত। ১৯৯৯ সালে চালু হওয়া পাস পাস, ভারতের প্রথম ইনডিয়ান এথনিক কনফেকশনারি ব্র্যান্ড হয়ে ওঠার গৌরব অর্জন করেছে। সিলভার পার্লসের সঙ্গে ডিএস গ্রুপ ইনডিয়ান এথনিক কনফেকশনারি মার্কেটে এখন বৃহত্তম খেলোয়াড়। গত ৯ বছর ধরে হার্ড-বয়েলড ক্যান্ডি সেগমেন্টে মার্কেট লিডার পালসের দ্রুত সাফল্য, গ্রুপের সাকসেসফুল ক্যান্ডি প্রোডাক্ট তৈরির ক্ষমতাকে তুলে ধরে। সম্প্রতি পালস গোলমোল একটি টক, তেঁতুলের স্বাদযুক্ত সফট চিউ মার্কেটে নিয়ে এসে ডিএস গ্রুপ, উদ্ভাবনের প্রতি তার অব্যাহত মনোযোগ এবং নস্টালজিক স্বাদের মাধ্যমে গ্রাহকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতা প্রদর্শন করে। গ্রুপের কনফেকশনারি পোর্টফোলিওতে চিঙ্গলস, ফ্রু এবং লাভইট এর মতো সুপরিচিত ব্র্যান্ডগুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ডিএস গ্রুপের উপস্থিতি দুগ্ধ খাতেও বিস্তৃত, যেখানে এটি 'ক্ষীর ব্র্যান্ড' পরিচালনা করে, বিভিন্ন ধরণের তাজা এবং অ্যাম্বিয়েন্ট প্রোডাক্ট সরবরাহ করে। এছাড়াও, ওভিনো একটি প্রিমিয়াম ডি টু সি ব্র্যান্ড, যার বিশেষত্ব হল গ্রুপের খামার থেকে সরাসরি পাওয়া উচ্চমানের একক-উৎপাদিত দুধ সরবরাহ। প্রিমিয়াম মাউথ ফ্রেশনার বিভাগে, রজনীগন্ধা প্রিমিয়াম মাউথ ফ্রেশনার ইতিমধ্যেই বাজারে অন্যতম। গ্রুপের সামগ্রিক কৌশল নির্ভর করে ভারতীয় ভোক্তাদের পছন্দ সম্পর্কে গভীর ধারণা রাখা, সাংস্কৃতিক বিপণনকে কাজে লাগানো এবং মার্কেট-লিডিং ব্র্যান্ড তৈরিতে স্বাদ এবং সুগন্ধি চেনার দক্ষতার উপর।

ডিএস গ্রুপ ২০০০ সাল থেকে হসপিটালিটি ব্যবসায় রয়েছে। বর্তমানে এর হসপিটালিটি পোর্টফোলিওতে ছয়টি বিশিষ্ট সম্পত্তি রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে নৈনিতালের দ্য নমঃ নৈনিতাল, নমঃ ইন জিম করবেট ন্যাশনাল পার্ক, উভয়ই র্যা ডিসন ইনডিভিজুয়াল-এর সদস্য। ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলিতে স্ট্র্যাটেজিক ফোকাস রেখে, আগামী কয়েক বছরের জন্য হসপিটালিটি বিভাগে আনুমানিক বিনিয়োগের পরিমাণ থাকবে প্রায় ১০০০ কোটি টাকা, যার লক্ষ্য আগামী তিন বছরের মধ্যে ১০-১২টি হোটেল প্রতিষ্ঠা। অন্যান্য ব্যবসার মধ্যে রয়েছে কৃষি, বিলাসবহুল রিটেইল প্রোডাক্টে থাকছে খাদ্য ও ফ্যাশন, এবং অন্যান্য বিনিয়োগ।

গ্রুপটি কেবল বাজারে নেতৃস্থানীয় নয় বরং একটি দুর্দান্ত কর্মক্ষেত্র হয়ে উঠতে চাইছে, যা স্থিতিশীলতা, জল নিরপেক্ষতা এবং পরিবেশ সচেতনতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।